লালন-গীতিকা

(লালন শাহ্ ফকিরের গান)

ডক্টর শ্রীমতিলাল দাশ, এম্.এ., বি.এল্., পি.এইচ.ডি.

ও

শ্রীপীযূষকান্তি মহাপাত্র, এম্.এ.

কর্তৃক সম্পাদিত
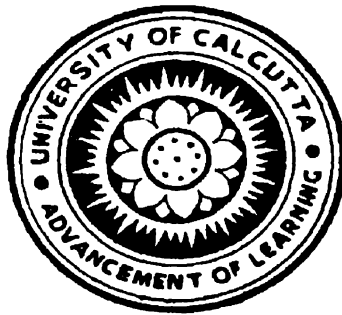
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত

১৯৫৮

মূল্য—সাত টাকা

ভূমিকা

বাঙলার বাউল এবং বাউল-গান সম্বন্ধে শিক্ষিত বাঙালীর মনে একটা শ্রদ্ধা ও ঔৎসুক্য দেখা দিয়াছে। ইহার মূলে রহিয়াছেন মুখ্য-ভাবে রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতীতে তাঁহার সহকর্মী আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়। শিলাইদহে অবস্থান-কালে রবীন্দ্রনাথ পল্লীগায়কদের মুখে এই বাউল-গান শুনিতে পান ; সুরে ও ব্যঞ্জনায় গানগুলি রবীন্দ্র-নাথের কবিচিত্তে গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আসলে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটি 'নবীন বাউলে'র বসতি ছিল, রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যে সেই বাউলের গূঢ় পরিচয় নিহিত আছে। 'পত্রপুটে'র একটি কবিতায় কবি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন,—'কবি আমি ওদের দলে,—'। রবীন্দ্রনাথের কাছে এই 'ওদের' পরিচয় কি ?—

ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত।
দেবালয়ের মন্দিরদ্বারে
পূজা-ব্যবসায়ী ওদের ঠেকিয়ে রাখে।
ওরা দেবতাকে খুঁজে বেড়ায় তাঁর আপন স্থানে
সকল বেড়ার বাইরে
সহজ ভক্তির আলোকে,
নক্ষত্রখচিত আকাশে,
পুষ্পখচিত বনস্থলীতে,
দোসর জনার মিলন-বিরহের
গহন বেদনায়।
যে-দেখা বানিয়ে দেখা বাঁধা ছাঁচে,
প্রাচীর ঘিরে' দুয়ার তুলে',
সে-দেখার উপায় নেই ওদের হাতে।
কতদিন দেখেছি ওদের সাধককে
একলা প্রভাতের রৌদ্রে সেই পদ্মানদীর ধারে,

যে নদীর নেই কোনো দ্বিধা
পাকা দেউলের পুরাতন ভিত ভেঙে ফেলতে।
দেখেছি একতারা হাতে চলেছে গানের ধারা বেয়ে
মনের মানুষকে সন্ধান করবার
গভীর নির্জন পথে।

রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত বাউলের এই পরিচয় পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়, ইহার কিছু তিনি পাইয়াছিলেন স্রোতচঞ্চলা পদ্মার নির্জনতীরে একতারা হাতে 'গানের ধারা বেয়ে চলা' গায়কদের কথায় সুরে, বাকিটুকু তিনি পূরণ করিয়া লইয়াছেন নিজের মধ্যে যে বাউল-কবির বাস তাহার পরিচয় মিশ্রিত করিয়া। পাবনা জেলার শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের কর্মকেন্দ্র—আর পাশেই নদীয়া জিলার কুষ্ঠিয়া মহকুমায় বিশিষ্ট বাউল লালন শাহ্ ফকিরের সাধনকেন্দ্র। লালন ফকিরের কিছু কিছু গান রবীন্দ্রনাথের কানে আসিতে লাগিল; লালন ফকিরের 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কেমনে আসে যায়' এই জিজ্ঞাসার সহিত রবীন্দ্রনাথের জীবন-জিজ্ঞাসার গভীর মিল ছিল; তাই স্বাভাবিকভাবেই এই গান-গুলি তাঁহাকে আকৃষ্ট করিল। তিনি তখন লালন ফকিরের অনেক গান সংগ্রহ করিলেন এবং ১৩২২ সনে প্রথমে লালন ফকিরের কুড়িটি গান 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তখন হইতেই শিক্ষিত বাঙালীর মনে বাউল সাধক ও তাঁহাদের গান—বিশেষ করিয়া লালন ফকির ও তাঁহার রচিত গান সম্বন্ধে একটা কৌতূহল জাগ্রত হয়। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় দীর্ঘদিন ধরিয়া তাঁহার নানাবিধ লেখা এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ সুমধুর ভাষণের ভিতর দিয়া এই বাউল-গান সম্বন্ধে একটা ব্যাপক শ্রদ্ধা ও কৌতূহল জাগ্রত করাইতে সমর্থ হন। এইভাবেই শিক্ষিতমহলে লালন ফকিরের প্রসিদ্ধি।

লালন শাহ্ ফকিরের জীবন-বৃত্তান্ত মুখ্যতঃ কিংবদন্তী ও জনশ্রুতির অবলম্বনে গড়িয়া উঠিয়াছে। এ-ক্ষেত্রে তাঁহার গ্রামবাসী আত্মীয়-স্বজন এবং শিষ্য-ভক্তগণের সাক্ষ্যই প্রধান উপকরণ। লালন ফকিরের জীবন-

বৃত্তান্ত সম্বন্ধে শ্রীযুত বসন্তকুমার পাল মহাশয় রচিত 'মহাত্মা লালন ফকির' গ্রন্থখানির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ও তাঁহার 'বাংলার বাউল ও বাউল গান' গ্রন্থখানির মধ্যে বহু কিংবদন্তী, জনশ্রুতি ও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ বিচার করিয়া লালন ফকিরের জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে সত্য নির্ধারণের প্রয়াস পাইয়াছেন। এইসব আলোচনা হইতে মোটামুটিভাবে আমরা জানিতে পারি, লালন ফকিরের জন্মস্থান তৎকালীন নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুষ্টিয়া মহকুমার ভাঁড়ারা গ্রাম। তাঁহার মৃত্যুর পরে স্থানীয় 'হিতকরী' পত্রিকায় যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে জানা যায়, তিনি ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে জীবন-লীলা সম্বরণ করেন ; মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ছিল ১১৬ বৎসর। লালন-ফকিরের দীর্ঘ জীবন সম্বন্ধে কুষ্টিয়া অঞ্চলে যে জনশ্রুতি শোনা যায় তাহাতে মনে হয় জীবৎকাল বিষয়ে এই বিবরণ সত্য। এই বিবরণ সত্য হইলে লালন ফকির ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। লালন জাতিতে হিন্দু কায়স্থ ছিলেন ; তাঁহার উপাধি ছিল কর, কোন কোন মতে দাস। শৈশবেই লালনের পিতৃ-বিয়োগ ঘটে। অতি অল্পবয়সে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। অল্পবয়সেই তিনি পুরীধামে তীর্থ করিতে পায়ে হাঁটিয়া চলিয়াছিলেন ; পথিমধ্যে তিনি বসন্তরোগে আক্রান্ত হন ; দলের লোকেরা তাঁহাকে সেইভাবে পথে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। এ-বিষয়ে অবশ্য অন্য কিংবদন্তীও আছে। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার অজ্ঞান-অবস্থায় সঙ্গিদল তাঁহাকে মৃত মনে করিল এবং তাঁহার মুখাগ্নি করিয়া গঙ্গার জলে তাঁহার দেহ ভাসাইয়া দিল। জলে ভাসিতে ভাসিতে তিনি একস্থানে গিয়া কূলে পৌঁছিলেন এবং চেতনা লাভ করিলেন। ঘাটে একটি মুসলমান রমণী জল ভরিতে আসিলে তিনি তৃষ্ণায় জল চাহিলেন ; রমণীটি তাঁহার স্বামীকে ডাকিয়া আনিলেন ; স্বামি-স্ত্রী লালনকে ঘরে লইয়া গিয়া সেবা-শুশ্রূষা দ্বারা সুস্থ করিয়া তুলিলেন ; রোগে শুধু লালনের একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া গেল। মোটের মাথায় বোঝা যায়, রোগাক্রান্ত লালন একটি

সন্তানহীন মুসলমান দম্পতির নিকট আশ্রয় লাভ করিয়া নিরাময় হইয়া উঠিয়াছিলেন।

মুসলমানের গৃহে লালিত-পালিত হইয়া লালন সিরাজ সাঁই নামক একটি মুসলমান ফকিরের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। মনস্থুর-উদ্দীন সাহেবের মতে সিরাজ সাঁই ছিলেন নদীয়া জেলার হরিনারায়ণ-পুর গ্রামের একজন পাল্কীবাহক। কাঁহারও মতে সিরাজ সাঁই ফরিদপুর জেলার কালুখালি স্টেশনের নিকটবর্তী কোনও গ্রামের অধিবাসী। অপর মতে সিরাজ সাঁই ছিলেন যশোহর জিলার ঝিনাইদহ মহকুমার অন্তর্গত হরিশপুর গ্রামের অধিবাসী। যেখানেই বাড়ি থাক, সিরাজ সাঁই সম্ভবতঃ ফকিরধর্ম গ্রহণ করিয়া বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, লালন ফকিরও সম্ভবতঃ গুরুর সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার বহু অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন।

কয়েক বৎসর গুরু সিরাজ সাঁইর সহিত ঘুরিয়া লালন বাড়ি ফিরিয়া আসেন। তীর্থযাত্রী সঙ্গীরা রটাইয়া দিয়াছিল, লালনের মৃত্যু হইয়াছে; লালনের মা ও স্ত্রী তাহাই জানিত। লালন বাড়ি ফিরিয়া তাঁহার রোগারোগ্যের সংবাদ এবং মুসলমানের গৃহে লালিত-পালিত হইবার বৃত্তান্ত জানাইলে মা আর তাঁহাকে ঘরে ফিরাইয়া লইতে রাজি হইলেন না,—স্ত্রীও তাঁহার সঙ্গিনী হইতে অস্বীকার করিল। লালন তখন সংসারের মায়া সম্পূর্ণ কাটাইয়া পুনরায় গুরু সিরাজ সাঁইয়ের সঙ্গে মিলিত হইলেন। সম্ভবতঃ সিরাজ সাঁইয়ের মৃত্যুর পরে লালন কুষ্ঠিয়ার গোরাই নদীর ধারে সেঁউড়িয়া গ্রামে আসিয়া আস্তানা করেন—সেইখানেই আস্তে আস্তে তাঁহার আখড়া গড়িয়া উঠিল। লালন এই আখড়াতেই স্থায়িভাবে বাস করিতেন না, বাঙলাদেশের দূর দূর অঞ্চলে তাঁহার বহু শিষ্য ছিল—তিনি এইসব অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়াইতেন ও নিজের সাধন-ভজনের প্রচার করিতেন। এখনো পর্যন্ত বাঙলার বাউল-সম্প্রদায়ের মধ্যে লালন ফকিরের যেরূপ প্রতিষ্ঠা তাহাতে মনে হয় বহু অঞ্চল জুড়িয়া তাঁহার শিষ্য-সেবক ছিল।

রবীন্দ্রনাথ লালন ফকিরের যে গানগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহার ভিতর হইতে কুড়িটি গানই তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন, বাদবাকি গানগুলি তাঁহার নিকটেই ছিল। বর্তমানে এই গানগুলি বিশ্বভারতীর 'রবীন্দ্র-সদনে' সংরক্ষিত আছে। 'বাংলার বাউল ও বাউল গান' গ্রন্থের রচয়িতা ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় শিলাইদহ-নিবাসী শ্রীযুত শচীন্দ্রনাথ অধিকারী মহাশয়ের (ইনি দীর্ঘদিন শিলাই-দহে ঠাকুর-এস্টেটের কর্মচারী ছিলেন) নিকট হইতে জানিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত সেঁউড়িয়ায় অবস্থিত লালন ফকিরের আখড়া হইতে লালন ফকিরের গানের খাতা আনাইয়া তাঁহার এস্টেটের এক পুরাতন কর্মচারী বামাচরণ ভট্টাচার্য মহাশয়কে দিয়া গানগুলি নকল করাইয়া লইয়াছিলেন। এই সংগ্রহে মোট ২৯৮টি গান আছে।

রবীন্দ্রনাথ লালন ফকিরের যে কুড়িটি গান প্রকাশ করেন তাহার পরে লালন ফকিরের লোকমুখে সংগৃহীত অনেকগুলি গান অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন সাহেবের সম্পাদিত 'হারামণি' (দুই খণ্ড) নামক লোকসঙ্গীত-সংগ্রহ গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার পরে অধ্যাপক ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় লালন ফকিরের অনেক পদ সংগ্রহ করিয়া তাহার ভিতর হইতে বাছাই করিয়া একশত ষাটটি গান তাঁহার 'বাংলার বাউল ও বাউল গান' গ্রন্থে প্রকাশিত করিয়াছেন।

বর্তমান গ্রন্থের অন্যতম সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত মতিলাল দাশ মহাশয় যখন কুষ্টিয়া মহকুমায় মুন্সেফ ছিলেন তখন তিনি তাঁহার ব্যাপক অনুসন্ধিৎসা-বশে লালন ফকিরের আখড়ায় রক্ষিত তাঁহার গানের খাতা হইতে লালন ফকিরের গানগুলি নকল করাইয়া লন এবং সেই গানগুলি আনিয়া প্রকাশের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে অর্পণ করেন ; বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এই প্রকাশভার সানন্দে গ্রহণ করেন। শ্রীযুত দাশ মহাশয়ের সংগ্রহে মোট ৩৭১টি গান ছিল।

শ্রীযুত মতিলাল দাশ মহাশয়ের সংগৃহীত গানগুলি এবং রবীন্দ্রনাথ-

সংগৃহীত—অধুনা 'রবীন্দ্র-সদনে' রক্ষিত গানগুলি মিলাইয়া 'লালন-গীতিকা' প্রকাশিত হইল। শ্রীযুত দাশের সংগৃহীত গানগুলির মধ্যে অনেক গান রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহের মধ্যে নাই; আবার রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহের মধ্যে শ্রীযুত দাশের সংগৃহীত গান ব্যতীত ৮৯টি নূতন গান পাওয়া গিয়াছে। প্রথমে শ্রীযুত দাশের সংগৃহীত গানগুলি দেওয়া হইয়াছে এবং রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত গানগুলির সহিত মিলাইয়া পাদ-টীকায় পাঠান্তর দেওয়া হইয়াছে। এ-ক্ষেত্রে স্থানে স্থানে রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত গানের মধ্যে কিছু কিছু অতিরিক্ত পাঠ পাওয়া গিয়াছে; এই অতিরিক্ত পাঠও গানগুলির সহিত সংযোজিত হইয়াছে, তবে সর্বত্রই তাহা বন্ধনীর দ্বারা চিহ্নিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তারকা-চিহ্ন দ্বারা তাহা পাদটীকায় উল্লেখ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। রবীন্দ্র-সংগ্রহে যে নূতন ৮৯টি গান পাওয়া গিয়াছে তাহা মতিলাল দাশ মহাশয়ের সংগৃহীত গানের পরে পৃথক্-ভাবে মুদ্রিত হইয়াছে। সব জুড়িয়া গ্রন্থ-মধ্যে লালন ফকিরের মোট ৪৬২টি গান স্থান পাইয়াছে। 'খাঁচার মধ্যে অচিন পাখী কেমনে আসে যায়' লালন ফকিরের এই সুপ্রসিদ্ধ পদটি মতিলালবাবুর সংগ্রহে বা রবীন্দ্রনাথের সংগ্রহে পাওয়া যায় নাই; এ-পদটি অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের 'বাংলার বাউল ও বাউল গান' গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে। অধ্যাপক ভট্টাচার্য মহাশয় এবং তাঁহার গ্রন্থের প্রকাশক এই পদটি বর্তমান সংগ্রহে গ্রহণ করিবার অনুমতি দিয়া ঔদার্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। ৩৮-সংখ্যক গানটি (২৬ পৃষ্ঠা) এবং ৮২-সংখ্যক গানটি (৫৭ পৃষ্ঠা) কিছু কিছু পাঠান্তর সত্ত্বেও মূলতঃ একই; অনবধানতা বশতঃ গানটি দুইবার ছাপা হইয়াছে। ১৩৬-সংখ্যক গান (৯৩ পৃষ্ঠা) ও ৪৫৫-সংখ্যক গানের (৩১৩ পৃষ্ঠা) ক্ষেত্রেও এই ভ্রান্তি হইয়াছে।

শ্রীযুত মতিলাল দাশ মহাশয়ের সংগৃহীত গানগুলির পাঠ নানা-ভাবে বিকৃত ছিল; আঞ্চলিক উচ্চারণ-বিধির প্রভাবে তৎসম শব্দগুলিও রূপান্তর লাভ করিয়াছিল। উচ্চারণবিকৃতি-জাত বর্ণাশুদ্ধি ব্যতীতও

বর্ণাশুদ্ধি অনেক ছিল। এ-ক্ষেত্রে একেবারে 'যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং' করিলে গানগুলির কোনও রূপ অর্থবোধ করাই কষ্টকর হইত। যেগুলি অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই বিকৃতি বা অশুদ্ধি বলিয়া মনে হইয়াছে সেইগুলিই শুদ্ধ করিয়া গানগুলিকে বোধগম্য করিয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে; ইহা ব্যতীত সম্পাদনার নামে গানের উপরে অযথা হস্তাবলেপ করা হয় নাই। খাতায় গানগুলি কবিতার আকারে সাজান ছিল না,—টানা লেখা ছিল; পঙ্‌ক্তি ভাঙিয়া গানগুলিকে সাজান হইয়াছে। খাতায় অ-কারান্ত শব্দগুলি—বিশেষ করিয়া অকারান্ত ক্রিয়াপদগুলি ও-কারান্ত ভাবে লিখিত। সম্ভবতঃ সুরের টানে এইরূপ হইয়াছে। কবিওয়ালা এবং পাঁচালীওয়ালাগণের গানেও বহুস্থলে এইরূপ দেখা যায়। এ-গ্রন্থে এই জাতীয় শব্দগুলির মধ্যে ক্রিয়াপদগুলিকে বহুস্থলে ও-কারান্তভাবেই মুদ্রিত করা হইয়াছে। মাঝে মাঝে মহাপ্রাণ বর্ণের অল্পপ্রাণ বর্ণে পরিণত হইবার প্রবণতা লক্ষিত হইবে।

'রবীন্দ্র-সদনে' রক্ষিত গানের খাতা উর্দুর ন্যায় ডান দিক্ হইতে বাঁ দিকে লিখিত; খাতার শেষ পৃষ্ঠাই প্রথম পৃষ্ঠারূপে গণ্য। এই খাতার পাঠে আবার আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়; ক্রিয়াপদের আদিতে আ-কার স্থানে স্থানে এ-কার রূপে লিখিত; যেমন, রাখলে—রেখলে; জানতে—জেনতে; ভাসতে—ভেসতে। মতিলালবাবুর খাতায় এগুলি আ-কারান্তভাবেই লিখিত। এ-জাতীয় শব্দগুলিকে সাধারণতঃ আ-কারান্ত রূপেই দেওয়া হইয়াছে।

যথা-সম্ভব বিশুদ্ধ পাঠ প্রতিষ্ঠিত করা, গানগুলির পঙ্‌ক্তি ভাঙিয়া সাজাইয়া দেওয়া, রবীন্দ্র-সদনে রক্ষিত পুঁথির পাঠের সহিত পাঠ মিলাইয়া পাঠ শুদ্ধ করা বা প্রয়োজন মত পাঠান্তর দেওয়া, রবীন্দ্র-সদনে রক্ষিত পুঁথিতে প্রাপ্ত অতিরিক্ত পদগুলি সংযোজিত করা প্রভৃতি কাজ অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুত পীযূষকান্তি মহাপাত্র মহাশয় করিয়াছেন। গানগুলির অর্থবোধের সুবিধার জন্য একটি 'অর্থ-সংকেত' তিনি যোজনা করিয়া দিয়াছেন; আরম্ভের পদ-সূচী এবং শেষের শব্দ-সূচীও

তিনি প্রস্তুত করিয়াছেন। 'অর্থ-সংকেত' রচনা-ব্যাপারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দুর অধ্যাপক পরভেজ সাহিদী, এম্. এ. মহাশয়ের নিকট হইতে অনেক সাহায্য পাওয়া গিয়াছে, সে-কথা সশ্রদ্ধভাবে স্বীকার করিতেছি।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণ সহযোগিতায় গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল, এ-কথা গ্রন্থের নাম-পত্রেই উল্লেখিত হইয়াছে। 'রবীন্দ্র-সদনে' রক্ষিত পুঁথিখানি ব্যবহারের সুযোগ না পাইলে এই গ্রন্থের সম্পাদনা অপূর্ণ থাকিয়া যাইত। পুঁথি ব্যবহারের অনুমতি দিবার জন্য বিশ্বভারতীর উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকট আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। রবীন্দ্র-সদনের অধিকর্তা শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র রায় মহাশয় রবীন্দ্র-সদনে বসিয়া সেখানে রক্ষিত পুঁথি ব্যবহারের সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এ-বিষয়ে নানাভাবে উপদেশ ও সাহায্য লাভের জন্য আমরা অধ্যাপক শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকটেও ঋণী। রবীন্দ্র-সদনে রক্ষিত পুঁথির পাঠের সঙ্গে পাঠ মিলাইতে এবং অতিরিক্ত পদগুলি নকল করিতে শ্রীযুত পীযূষকান্তি মহাপাত্র মহাশয়কে অকুণ্ঠভাবে সাহায্য করিয়াছেন রবীন্দ্র-সদনের শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দেব মহাশয়। তিনি এই কাজের জন্য যথেষ্ট সময় এবং কায়িক শ্রমও যেমন দান করিয়াছেন, আবার পল্লী-গীতির সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও গবেষণার অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য-পরামর্শের দ্বারাও সাহায্য করিয়াছেন। আমরাও অকুণ্ঠভাবে তাঁহার নিকট ঋণ স্বীকার করিতেছি।

গ্রন্থমধ্যে পদগুলির বিন্যাস-ব্যবস্থায় দুইটি ভাগ লক্ষিত হইবে; প্রথমাংশের নাম দেওয়া হইয়াছে 'বাউল গান' দ্বিতীয়াংশের নাম 'বৈষ্ণবভাবাপন্ন গান'। বাউল সাধনার বৈশিষ্ট্য যে গানগুলির ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে সেইগুলিকেই 'বাউল গান' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইহা ব্যতীত লালন ফকিরের গানের মধ্যে অনেকগুলি বৈষ্ণবভাবাপন্ন পদ দেখা যায়, এগুলি রাধা-কৃষ্ণের লীলাবিষয়ক অথবা গৌরাঙ্গলীলা-

বিষয়ক। আমরা দেখিতে পাই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে অবলম্বন করিয়া ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙলা দেশে বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্যের যে অভিনব প্রসার ঘটিয়াছিল তাহারই ফলে পরবর্তী কালে রাধাকৃষ্ণের লীলা অথবা শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙলার জনগণের নিকটে একটা সামাজিক উত্তরাধিকাররূপে দেখা দিয়াছিল; তাহার ফলে অসংখ্য হিন্দু কবির সঙ্গে বহুসংখ্যক মুসলমান কবিও এই কৃষ্ণলীলা বা গৌরাঙ্গলীলার গান করিয়াছেন। লালন ফকিরের রচিত এইজাতীয় গানগুলির মধ্যে আমরা সেই সত্যেরই সমর্থন লাভ করি।

বাউল গানগুলির মধ্যে আবার দুইটি দিক্ আছে; একটি হইল সর্বপ্রকার সংস্কার-প্রথার বাহিরে একান্ত সহজভাবে রূপের মধ্যে অরূপের—সীমার মধ্যে অসীমের—সন্ধানের দিক্। এই দিক্‌টিই রবীন্দ্রনাথ এবং আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় প্রভৃতিকে বাউল-গানের প্রতি অমনভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। এই যে রূপের খাঁচার মধ্যে একটি অধরা অচিন পাখীর আসা-যাওয়ার রহস্য—রক্তমাংসের মানুষের ভিতরেই যে আর একটি 'মনের মানুষে'র অবস্থান—ইহার আভাসই বাউল-সঙ্গীতকে আধুনিক কালে এত জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এই ভাবদৃষ্টির পশ্চাতে বাউল-গণের কতকগুলি গুহ্য সাধনপদ্ধতিরও সন্ধান পাওয়া যায় এই গানগুলির ভিতরে; সেই গুহ্য সাধনপদ্ধতির আলোকে বাউল-গানের বিশদ আলোচনা করিয়াছেন অধ্যাপক ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁহার 'বাংলার বাউল ও বাউল গান' নামক সুবৃহৎ গ্রন্থে। বর্তমান সঙ্কলন-গ্রন্থের সম্পাদকগণ গানগুলির অর্থবোধের সুবিধার জন্য একটি 'অর্থ-সংকেত' যোজনা করিয়াছেন মাত্র; তত্ত্ব ও সাধনার বিশদ আলোচনায় তাঁহারা প্রবৃত্ত হন নাই। বাঙলার সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ বাউল লালন শাহ্ ফকিরের সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক গান পাঠক-সাধারণের গোচর করিয়া তোলাই তাঁহাদের মুখ্য লক্ষ্য। সমগ্র গানগুলি পাঠক-সাধারণের গোচর হইলে লালন শাহ্ ফকিরের সামগ্রিক রূপটির পরিচয় গ্রহণ সম্ভব হইয়া উঠিবে।

বাঙলার জনগণের নিম্নকোটিতে প্রচলিত এবং প্রচারিত বাউল-ধর্ম ও বাউল-গান আজ সর্ব কোটির ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করিতেছে। এ-বিষয়ে অনুসন্ধিৎসুগণ যাহাতে এই গানগুলির সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করিতে পারেন এবং এ-সম্বন্ধে সামগ্রিক সত্য নির্ধারণ করিতে পারেন সেইজন্য এই গানগুলিকে সাগ্রহে প্রকাশ করা হইল।

প্রচ্ছদপটে যে চিত্রটি দেওয়া হইয়াছে তাহা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি স্কেচ্ হইতে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু কর্তৃক অঙ্কিত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
২।৬।৫৮

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

গানের প্রথম পঙ্‌ক্তির অক্ষরানুক্রমিক তালিকা

পদ-সংখ্যা		পৃষ্ঠা
৯৬	এক ফুলে চার রঙ ধরেছে	৬৬
৩৮১	একবার চাঁদ-বদনে বলরে সাঁই	২৬৪
৪৪৬	একবার জগন্নাথে দেখরে যেয়ে	৩০৭
২০৮	একি আইন নবী কল্লেন জারী	১৪০
১০০	একি আজগবি এ ফুল	৬৯
১০৩	একি আশমানী চোর	৭১
৪৪২	এখন আর ভাবলে কি হবে	৩০৫
৩৬৪	এ গোকুলে শ্যামের প্রেমে কেবা না মজেছে সখি	২৫০
৪১৩	এ দেশেতে এই সুখ হ'ল	২৮৬
৩২১	এনেছে এক নবীন আইন নদীয়াতে	২২১
৩৭৮	এনে মহাজনের ধন বিনাশ করলি ক্ষ্যাপা	২৬২
১২৪	এ বড় আজব কুদরতি	৮৫
৪৫৩	এবার কি সাধনে শমন-জ্বালা যায়	৩১২
৪৫১	এবার কে তোর মালিক চিনলিনে তারে	৩১১
২৫২	এমন দিন কি হবে রে আর	১৬৯
৪১৪	এমন মানব-জনম আর কি হবে	২৮৬
৪০৭	এমন সৌভাগ্য আমার কবে হবে	২৮২
৪০০	এলাহি আলামিন আল্লা	২৭৭
৪০৩	এসো হে অপারের কাণ্ডারী	২৭৯

ঐ

২৩৩	ঐ এক আজানা মানুষ ফিরছে দেশে	১৫৬
৯২	ঐ রূপ তিলে তিলে জপ মন জুতে	৬৩

ও

৩১১	ওই গোরা কি শুধুই গোরা ওগো নাগরী	২১৪
৩৬৮	ও কালার কথা কেন বল আজ আমায়	২৫৩

পদ-সংখ্যা পৃষ্ঠা

ফ

ব

পদ-সংখ্যা পৃষ্ঠা

ভ

ম

য

পদ-সংখ্যা		পৃষ্ঠা
১১	যেতে সাধ হয়রে কাশী	৯
১০২	যেদিন ডিম্বভরে ভেসেছিলেন সাঁই	৭০
৬৫	যে পথে সাঁই চলে ফেরে	৪৫
১৯১	যে প্রেমে শ্যাম গৌর হয়েছে	১২৯
৩৭৩	যে ভাব গোপীর ভাবনা	২৫৬
১৬৯	যে যাবি আজ গৌর-প্রেমের হাটে	১১৪
৪২০	যে যা ভাবে সেইরূপ সে হয়	২৯০
২৯৮	যে যারে বোঝায়, সেই বোঝে	২০২
২২২	যে রূপে সাঁই আছে মানুষে	১৪৯
১৩০	যে সাধন-জোরে কেটে যায় কর্ম-ফাঁসি	৮৯

র

৩৫	রঙমহলে সিঁদ কাটে সদায়	২৪
২৬১	রছুলকে চিনিলে খোদা চেনা যায়	১৭৬
২৬৪	রছুলের সব খলিফা কয় বিদায়-কালে	১৭৮
২২৯	রসের রসিক না হলে কে গো জানতে পায়	১৫৩
৩৭৫	রাখলে সাঁই কূপজল ক'রে	২৫৯
৫৬	রাত পোহালে পাখিটা বলে দে রে যাই	৩৯
৩৬৫	রাধার গুণ কত নন্দলাল তা জানে না	২৫০
১৭৬	রাধার তুলনা পিরিত সামান্য যদি কেহ করে	১১৮
৪৫৫	রূপের ঘরে অটল রূপ বিহারে	৩১৩
১৭	রূপের তুলনা রূপে	১২

ল

১৮৪	লীলে দেখে লাগে ভয়	১২৪

পদ-সংখ্যা		পৃষ্ঠা
	শ	
২০	শহরে ষোলজন বোম্বেটে	১৪
১৬৪	শুদ্ধ প্রেম না দিলে ভজে কে আর পায়	১১১
১৬৬	শুদ্ধ প্রেম রসিক বিনে চিনে কে তায়	১০৮
৩৯	শুদ্ধ প্রেম রসের রসিক যে রে সাঁই	২৭
১৬৮	শুদ্ধ প্রেম রাগে সদায় থাকরে আমার মন	১১৩
১৬০	শুদ্ধ প্রেম সাধনে যারা	১১২
১৭১	শুদ্ধ প্রেমের প্রেমী মানুষ যে জন হয়	১১৫
৩১৪	শুনে অজানা এক মানুষের কথা	২১৬
	ষ	
১৩৭	ষড় রসিক বিনে কেবা তারে চেনে	৯৩
	স	
৪১৮	সকলি কপালে করে	২৮৯
৩৪৫	সকালে যাই ধেনু ল'য়ে	২৩৭
২২৫	সদায় সে নিরঞ্জন নীরে ভাসে	১৫১
৫৪	সবলোকে কয়, লালন কি জাত সংসারে	৩৮
২৬	সবাই কি তার মর্ম জানতে পায়	১৮
৪৫০	সময় গেলে রে ও মন সাধন হবে না	৩১০
২৭৫	সাঁই আমার কখন খেলে কোন্ খেলা	১৮৬
১৫৮	সাঁই দরবেশ যারা	১০৭
২৮১	সাঁইর লীলা দেখে লাগে চমৎকার	১৯০
৩৯০	সাধ্য কি রে আমার সে রূপ চিনিতে	২৭০
১৮৯	সামান্যে কি অধর চাঁদ পাবে	১২৭
১০৬	সামান্যে কি তার মর্ম জানা যায়	৭২

হ

বাউল গান

১

আপনারে আপনি চিনিনে।
দীন দ'নের পর যার নাম অধর
তারে চিনবো কেমনে ॥
আপনারে চিনতাম যদি
হাতে মিলতো অটল-নিধি[১]
মানুষের করণ হ'তো সিদ্ধি
শুনি আগম পুরাণে ॥
কর্তারূপের নাই অন্বেষণ
আত্মারি কি হয় নিরূপণ
আত্মতত্ত্বে পায় সাধ্য ধন
সহজ সাধক জনে ॥
দিব্যজ্ঞানী যে জন হ'লো
নিজতত্ত্বে নিরঞ্জন পেলো
দরবেশ সিরাজ সাঁই কয়, লালন রইল
জন্ম-অন্ধ মন-গুণে ॥

২

এই মানুষে সেই মানুষ আছে।
কত মুনি ঋষি চার যুগ ধরে তারে বেড়াচ্ছে খুঁজে ॥
জলে যেমন চাঁদ দেখা যায়
ধরতে[২] গেলে[২] হাতে কে পায়,
তেমনি[৩] সে থাকে[৩] সদায়
আছে আলেকে বসে ॥

---

১ চরণ-নিধি ২-২ সে চাঁদ ধরতে ৩-৩ আলেক মানুষ অমনি

অচিন দেশে[১] বসতি ঘর
দ্বি-দল পদ্মে বারাম তার,
দল নিরূপণ হবে যাহার,
ও সে[২] দেখবি অনায়াসে ॥
আমার হ'লো কি ভ্রান্তি মন
আমি বাইরে খুঁজি ঘরের ধন
দরবেশ সিরাজ সাঁই কয়, ঘুরবি লালন
আত্মতত্ত্ব না বুঝে ॥

৩

আপনারে আপনি চেনা যদি যায়।
তবে তারে চিনতে পারি সেই পরিচয় ॥
উপর-আলা সদর বারি
আত্মারূপে অবতরি
মনের ঘোরে চিনতে নারি
কিসে কি হয় ॥
যে অঙ্গ সেই অংশ কলা
কায় বিশেষে ভিন্ন বলা
যার ঘুচেছে মনের ঘোলা
সে কি তা কয় ॥
[সেই আমি কি আমি আমি
তাই জানিলে যায় দুর্নামি
লালন কয়, তবে কি ভ্রমি
ভব কুপায়] ॥ *

---

১ দলে ২ সে রূপ

* রবীন্দ্র-সদনে রক্ষিত খাতার অতিরিক্ত পাঠ

৪

আমার আপন খবর আপনার হয়না।
একবার আপনারে চিনলে পরে যায় অচেনারে চেনা॥
সাঁই নিকট থেকে দূরে দেখায়
যেমন কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়
দেখ না।
আমি ঢাকা দিল্লী হাতড়ে ফিরি
আমার কোলের ঘোর তো যায় না॥
আত্মরূপে কর্তা হরি
মনে নিষ্ঠা হলে মিলবে তারি
ঠিকানা।
বেদ-বেদান্ত পড়বি যত
বেড়বে তত লখনা॥
আমি আমি কে বলে মন
যে জানে তার চরণ শরণ
লও না।
সাঁই লালন বলে, মনের ঘোরে
হ'লাম চোখ থাকিতে কানা॥

৫

কেন কাছের মানুষ ডাকছো জোর করে।
আছিস তুই যেখানে, সেও সেখানে
খুঁজে বেড়াও কারে॥
বিজলি চটকের ন্যায়,
থেকে থেকে ঝলক দেয়
রঙমহল ঘরে।
অহর্নিশি পাশাপাশি থেকে দিশে হয় মোরে॥

হাতের কাছে যারে পাও
ঢাকা দিল্লী ধুড়তে যাও
কোন অনুসারে।
এমন কি বুদ্ধিহানি হলি মন তুই এ সংসারে॥
ঘরের মাঝে ঘরখানা
খুঁজে দেখ এইখানে
কে বিরাজ করে।
সিরাজ সাঁই কয়, দেখরে লালন
তুই কি রূপ, সে কি রূপ রে॥

৬

আপনার আপনি রে মন না জান ঠিকানা।
পরের অন্তর কোটি সমুদ্দুর কিসে যাবে জানা॥
পর অর্থে পরম ঈশ্বর,
আত্মারূপে করে বিহার,
দ্বি-দলে হয় বারাম খানা।
শতদল সহস্রদলে অনন্তকরুণা॥
কেশের আড়েতে যৈছে
পর্বত লুকায়ে আছে
দরশন হ'লো না।
এবার হেঁট নয়ন যার
সে যে নিকটে তার
সিদ্ধি হয় কামনা॥
সিরাজ সাঁই বলেরে, লালন
গুরুপদে ডুবে আপন
আত্মার ভেদ জানলে না॥
আত্মা আর পরম আত্মা ভিন্ন ভেদ জান না॥

৭

আছে যার মনের মানুষ, মনে সে কি জপে মালা।
অতি নির্জনে সে বসে বসে দেখছে খেলা॥
কাছে রয়ে ডাকে তারে উচ্চস্বরে কোন পাগলা।
ওরে যে যা বোঝে, তাই সে বুঝে থাক রে ভোলা॥
যথা যার ব্যথা নেহাৎ সেইখানে হাত ডলা-মলা।
ওমনি[১] জেনো মনের মানুষ মনে তোলা॥
যে-জনা দেখে সে রূপ, করিয়ে চুপ, রয় নিরালা।
ও সে লালন ভেড়ের লোক জানানো হরি বলা,
মুখে হরি হরি বোলা॥

৮

চল দেখি মন, কোন দেশে যাবি।
অবিশ্বাস হলে কোথায় কি পাবি॥
এ দেশ ভূত পেতো বলে
সারে পেড়োও কয়তা দিল
পেড়োর ভূত, কোন দেশে গেলে
মুক্তি পায় কিসে ভাবি॥
মন বোঝ না তীর্থ করা,
মিছামিছি হেঁটে মরা,
পেড়োর কাজ হয় পিড়েই সারা
নিষ্ঠা হয় মন যদ্যপি॥
বার ভাটি বাংলা জুড়ে
একই মাটি আছে পড়ে
সিরাজ সাঁই কয়, লালন ভেড়ে
ঠিক দাও আপন নসিবী

১ তেমনি

৯

কোন দেশে যাবি মন চল দেখি যাই,
কোথা পীর হও তুমি রে।
তীর্থে যাবি সেখানে কি পাপী নাই রে॥
ও কেউ নারী ছেড়ে জঙ্গলেতে যায়
স্বপ্নদোষ কি হয় না সেথায়
আপন মনের-বাঘে যাহারে খায়
কে ঠেকায় রে॥
সঙ্গে আছে রিপু ষোল জন
তারা সদাই করে জ্বালাতন
যথা যাবি তথা ঘটাবে রে।
পাগল (ও কেউ) ভ্রমি পথে
পথ না খুঁজে পায় রে।
সিরাজ সাঁই কয়, লালন
তোরও বুদ্ধি নাই রে॥

১০

কাশী কি মক্কায় যাবি যে মন চলরে যাই।
দোটানাতে ঘুরলে পথে সন্ধ্যে বেলায় উপায় নাই॥
মক্কাতে ধাক্কা খেয়ে
যেতে চাও কাশী স্থানে
এমনি জালে কাল কাটালে
ঠিক না মানে কোথা ভাই॥
নৈবিদ্য পাকা কলা
দেখে মন ভোলে ভোলা
সিন্নি বেলায় দরগা-তলা
তাও দেখে মন খলবলায়॥

চুল পেকে হলে বুড়ো হুড়ো
না পেলে পথের মুড়ো
লালন বলে, সন্ধি জেনে
না পেলে জল নদীর ঠাঁই ॥

১১

যেতে সাধ হয়রে কাশী কর্ম-ফাঁসি বাধে গলায়।
আমি আর কতদিন ঘুরবো এমন নাগর-দোলায় ॥
হলো রে একি দশা সর্বনাশা মনের ভোলায়।
ডুবলো ডিঙ্গে নিশ্চয় বুঝি জন্মশালায়[১] ॥
বিধাতা দেয় বাজি কিবা মন পাজী
হয়ে ফেরে ফেলায়।
বাওনা বুঝে বাই তরণী ক্রমে তলায় ॥
কলুর বলদ যেমন তাকে[২] নয়ন পাকে চালায়।
অধীন লালন প'লো তেমনি পাকে হেলায় হেলায় ॥

১২

কি করি কোন পথে যাই, মনে কিছু ঠিক পড়ে না।
দোটানাতে ভাবছি[৩] বসে[৩] ঐ ভাবনা ॥
কেউ বলে মক্কায় যেয়ে হ'জ করিলে যাবে গোনা।
কেউ বলিছে মানুষ ভজে মানুষ হ'না ॥
কেউ বলে পড়লে কালাম পায় সে আরাম ভেস্তেখানা।
কেউ বলে ভাই ও সুখের ঠাঁই কায়েম রয় না ॥
কেউ বলে মুরশিদের ঠাঁই খুঁজিলে পাই আধ ঠিকানা।[৪]
লালন ভেড়ে না বুঝিয়ে হয় দোটানা ॥

---

১ জন্মনালায় ২ ঢাকে ৩-৩ পড়ে ভাবি ৪ ঠেকেনা

১৩

না হলে মন সরলা কি[১] কথা মেনে[১] কোথা খুড়ে।
হাতে হাতে বেড়াই মিছে তৌবা পড়ে ॥
মক্কা মদিনা যাবি ধাক্কা খাবি মন[২] না জুড়ে[২] ।
হাজী নাম পড়ছে[৩] লোকে[৩] তাই দেখি রে ॥
মুখে যে পড়ে কালাম তাইরি শুনায়[৪] হুজুর বাড়ে।
মন খাঁটি নয় বললে কি হয় নামাজ[৫] পড়ে[৫] ॥
মন যার হয়েছে খাঁটি, মুখে যদি গলদ পড়ে।
খোদা তারে নারাজ নয়রে লালন ভেড়ে ॥

১৪

কুলের বৌ হয়ে মন আর কতদিন থাকবি ঘরে।
ঘোমটা খুলে চলনারে যাই সাধ-বাজারে ॥
কুলের ভয়ে কাজ হারাবি, কুল কি নিবি সঙ্গে করে।
পস্তাবি শ্মশানে যেদিন ফেলবে তোরে ॥
দিসনে আর আড়াই কড়ি নাড়ার নাড়ি হও যেই রে
ও তুই থাকবি ভালো সর্বকালো যাবে দূরে।
কুলমান সব যে জন বাড়ায়, গুরু সদয় হয় না তারে।
লালন বেড়ায়, কাতরে বেড়ায় কুল ঢাকেরে ॥

১৫

সে কথা কি ক'বার কথা জানিতে হয় ভাবাবেশে[৬]
অমাবস্যা পূর্ণিমা[৭] সে[৭] পূর্ণিমা[৮] সে[৮] অমাবস্যে ॥

১-১ কি ফল মেলে ২-২ শূন্য ঘরে ৩-৩ পারম লভ্য ৪ সুনাম
৫-৫ বনে কুড়ে ৬ ভাবাদেশে ৭-৭ পূর্ণশশী ৮-৮ পূর্ণিমাতে

অমাবস্যায় পূর্ণিমা যোগ
আজব-সম্ভব সম্ভোগ
জানলে খণ্ডে এ ভব-রোগ
গতি হয় অখণ্ড দেশে ॥
রবি শশী রয়[১] বিমুখা[১]
মাস অন্তে হয় একদিন দেখা
সেই যোগের যোগে লেখাজোখা
সাধলে সিদ্ধি হয় অনায়াসে ॥
দিবাকর নিশাকর সদাই[২]
উভয় অঙ্গে উভয় লুকায়
ইসারাতে সিরাজ সাঁই কয়,
লালনরে[৩] তোর[৩] হয় না দিশে ॥

১৬

কে বোঝে সাঁইর লীলা খেলা।
ও সে আপনি হয় গুরু আপনি চেলা ॥
সপ্ত-তালার উপরে সে,
নিরূপ[৪] রয় অচিন দেশে,
প্রকাশ্য রূপ লীলা রসে
চেনা যায় না লেগে বেদের ঘোলা ॥
অঙ্গের অবয়বে সৃষ্টি,
করিল সে পরম ইষ্টি,
তবে কেন আকার নাস্তি
বলে,[৫] না জেনে সেই ভেদ নিরালা।

১-১ রয় বেমুখা ২ সদায় ৩-৩ লালন ভেড়ের ৪ নি-রূপে
৫ বলি

যদি কারো হয় চক্ষু দান
তবে[১] সেরূপ দেখে[১] বর্ত্তমান,
লালন বলে, তাহার জ্ঞান ধ্যান
হরে দেখিয়ে সব পুথির পালা ॥

১৭

রূপের তুলনা রূপে।
ফণী মণি সৌদামিনী কি আর তার কাছে শোভে ॥
যে দেখেছে সেই অটল রূপ,
বাক নাহি তার মেরেছে চুপ,
পার হল সে এ ভবকূপ,
রূপের মালা হৃদয়ে জপে ॥
আমি বিত্তে বুদ্ধিহানি
ভজন সাধন নাহি জানি
বলবো কি তার রূপ বাখানি,
মনমোহিনীর মন যাতে কল্পে ॥
বেদে নাই সে রূপের খবর
কেবল শুদ্ধ নামের বিভোর
সিরাজ সাঁই কয়, লালনরে তোর
নিজ রূপে রূপ দেখ সংক্ষেপে ॥

১৮

আমি একদিনও না দেখিলাম তারে।
আমার বাড়ীর কাছে আরশী নগর
(ও) এক পড়শী বসত করে।

১-১ সেই দেখে সে রূপ

গ্রাম বেড়িয়ে অগাধ পানি,
ও তার নাই কিনারা নাই তরণী
পারে।
আমি বাঞ্ছা করি
দেখবো তারি,
আমি কেমনে সে গাঁয় যাইরে॥
বলবো কি সেই পড়শীর কথা,
ও তার হস্ত-পদ-স্কন্ধ-মাথা
নাইরে।
ও সে ক্ষণেক থাকে শূন্যের উপর,
আবার ক্ষণেক ভাসে নীরে॥
পড়শী যদি আমায় ছুঁতো,
আমার যম-যাতনা যেতো
দূরে।
আবার, সে আর লালন একখানে রয়,
তবু লক্ষ যোজন ফাঁক রে॥

১৭

যে জন দেখেছে অটল রূপের বিহার,
মুখে বলুক কিবা[১] না বলুক সে
থাকলে ওই নেহার
নয়নে রূপ না দেখতে পায়,
নাম-মন্ত্র জপিলে কি হয়,
নামের তুল্য নাম পাওয়া যায়,
রূপের তুল্য কার॥

১ বা

নেহারায় গোলমাল হ'লে,
পড়বি মন কু-জনার ভোলে,
আখেরে গুরু বলে ধরবি কারে,
তরঙ্গ-মাঝার ॥
স্বরূপ-রূপের রূপের ভেলা
ত্রিজগতে করছে খেলা
ফকির[১] লালন বলে, মনরে ভোলা,
কোলে[২] ঘোর তোমার ॥

২০

শহরে ষোল জন বোম্বেটে
করিয়ে পাগলপারা নিল তারা সব লুটে ॥
রাজ্যেশ্বর রাজা যিনি,
চোরের ও সে শিরোমণি,
নালিশ করবো আমি
কোনখানে কার নিকটে ॥
পাঁচজনা ধনী ছিল,
তারা সব ফতুর হ'লো,
কারবারে ভঙ্গ দিল
কখন যেন[৩] যায় উঠে ॥
গেল[৪] ধনমান আমার[৪]
খালি ঘর দেখি জমার[৫]
লালন কয়, খাজনারো দায়
কখন[৬] যেন[৬] যায় লাটে ॥

---

১ অধীন ২ কোলের ৩ জানি ৪-৪ গেল গেল ধন মাল ও নামায় ৫ জমায় ৬-৬ তাও কবে

২১

কে গো জানবে তারে।
সামান্য অ-রূপ মীন রূপে সাঁই আমার
খেলছে নীরে॥
জগৎ জোড়া মীন অবতার
কারুণ্য-বারির মাঝার
মান বুঝে কালাকাল বাঁধিলে,
সে মীন ধরতে পারে॥
আজব লীলে মানুষ গঙ্গায়
আগের উপর জলময়,
যে দিন জল শুখাবে
সে জল হবে সব বিকল
মীন পালাবে অমনি শূন্য ভরে॥
মানুষ-গঙ্গায় গভীর অথাই হায়
দিলে তায় প্রেম রসিক ভাই,
দরবেশ সিরাজ সাঁইর বচন কহিছে লালন—
আমি চুব্‌নি খেলাম নেমে সেই কিনারে॥

২২

আপন খবর না যদি হয়।
অন্ত নাই যার মন তার খবর কে পায়॥
আত্মারূপে কেবা
ভাণ্ডে করে সেবা
দেখ দেখ যেবা
হও মহাশয়।
কেবা চালায় কেবা চলে ফেরে
কেবা জাগে ধড়ে কেবা ঘুমায়॥

(মনরে)
অন্ত গোলমাল ছাড়
আপ্ততত্ত্ব ধর,
লালন বলে, তীর্থ ব্রতের কার্য নয়

২৩

না জেনে ঘরের খবর তাকাও[১] কেন[১] আশমানে।
চাঁদ রয়েছে চাঁদে ঘেরা ঘরের ঈশান কোণে ॥
প্রথমে চাঁদ উদয় দক্ষিণে,
কৃষ্ণপক্ষে অধো হয় বামে,
আবার দেখি শুক্লপক্ষে
কিরূপে যায় দক্ষিণে ॥
খুঁজিলে আপন ঘরখানা,
পাইবে সকল ঠিকানা,
বার মাসে চব্বিশ পক্ষ,
অধর-ধরা তার সনে ॥
স্বর্গ-চন্দ্র দেহ[২]-চন্দ্র হয়
তাহাতে ভিন্ন[৩] কিছুই[৩] নয়,
ঐ[৪] চাঁদ ধরিলে সে চাঁদ মেলে
ফকির লালন কয় তাই নির্জনে

২৪

অবোধ মনরে তোমার হ'ল না দিশে।
এবার মানুষের করণ হবে কিসে ॥

১ তাকাই ২ মণি ৩-৩ বিভিন্ন কিছু ৪ এ

কোন্‌দিন আসবে শমনের[1] চেলা
ভেঙ্গে যাবে ভবের খেলা
সে দিন হিসাব দিতে বিষম জ্বালা[2]
ঘটবে শেষে ॥
উজান ভেটেন দুইটি পথ
ভক্তিমুক্তির করণ সেত
এবার তাতে যায় না জরামৃত
যমের ঘর সে ॥
সে[3] পরশে পরশ হবি
সে করণ আর কবে করবি[4]
দরবেশ সিরাজ সাঁই কয়, লালন রলি
ফাঁকে বসে ॥

২৫

মন, তোর আপন বলতে কে আছে।
তুমি কার কাঁদায় কাঁদো মিছে ॥
সারা নিশি দেখ মনুরায়—
নানান পক্ষী এক বৃক্ষে রয়,
খাবার[5] বেলায় কে কারে কয়
দেহ-প্রাণ তেমনি সে যে ॥
থাক সে ভবের ভাই-বেরাদর
প্রাণ-পাখী সে নয় আপনার,
পরের মায়ায় মজিয়ে এবার
প্রাপ্ত-ধন হারায় পাছে ॥

---

১ যমের ২ লেঠা ৩ যে ৪ জানবি ৫ যাবার

মিছে মায়ার মদ খেও না,
প্রাপ্ত-পথ ভুলে যেও না,
এবার গেলে আর হবে না,—
পড়বি কয় যুগের পিছে[১] ॥
আসতে একা আ'লি রে মন,
যেতে একা যাবি[২] ত মন[২]
সিরাজ সাঁই বলেরে, লালন,
তুমি কার নাচায় নাচো মিছে

২৬

সবাই[৩] কি তার মর্ম জানতে পায়।
সে সাধন ভজন ক'রে সাধকে অটল হয় ॥
অমৃত মেঘেরি বরিষণ
চাতক-ভাবে জানরে আমার মন,
ও তার একবিন্দু পরশিলে
শমন-জ্বালা ঘুচে যায় ॥
যোগেশ্বরীর সঙ্গে যোগ করে
মহাময়ী যোগ সেই জানতে পারে ;
ও তোর[৪] তিন দিনের তিন মর্ম জেনে
একদিনেতে সোধ নেয়[৫] ॥
বিনাজলে হয় চরণামৃত,
যা খাইলে যায় জরামৃত
লালন বলে, চেতন-গুরুর
সঙ্গ নিলে দেখায়ে[৬] দেয় ॥

১ পেছে ২-২ যাবি তখন ৩ সবায় ৪ সে ৫ লয় ৬ দেখিয়ে

২৭

গুরু বিনে কি ধন আছে।
কি ধন খুঁজিস খেপা কারো কাছে ॥
বিষয়-ধনের ভরসা নাই
ধন বলতে ধন গুরু গোঁসাই
সে ধনের দিয়ে দোহাই
ভব-তুফান যাবে বেঁচে ॥
পুত্র পরিবার বড় ধন
পেয়েছ এই ভবের ভূষণ
মায়ায় ভুল হয়ে অবোধ মন
গুরুধনকে ভাবলি মিছে ॥
কোন্ ধনের কি গুণপনা,
অন্তিম কালে যাবে জানা,
গুরুধন এমন চিনলে না,
নিদানে পস্তাবি পাছে ॥
গুরুধন অমূল্য ধন রে
বুঝালে বুঝিস হাঁরে
সিরাজ সাঁই কয়, লালন তোরে
নিতান্ত পেঁচোয় পেয়েছে ॥

২৮

আমার হয় না রে সে মনের মতন[১] মন।
আমি জানবো কি সে রাগের করণ ॥
পড়ে রিপু ইন্দ্রিয়ের ভোলে
মন বেড়ায় রে ডালে ডালে

১ মত

এবার দুইমনে একমন হলে
এড়াই শমন ॥
রসিক ভকত[১] যারা
মনে মন মিশাল তারা,
এবার সাধন[২] করে তিনটি ধারা
পেলো বরণ[৩] ॥
কিসে হবে নাগিনী বশ,
সাধবো কবে অমৃত-রস,
দরবেশ সিরাজ সাঁই কয়, বিষেতে নাশ
হলি লালন ॥

২৯

গুরুপদে নিষ্ঠা মন যার হবে।
যাবে তার সর্ব্বস্ব সার,
অমূল্যধন হাতে সেহি পাবে।
গুরু যার হয় কাণ্ডারী
চালায় তার[৪] অচল তরী,
ভব-তুফান[৫] বলে ভয় কি তারি,[৬]
নেচে গেয়ে ভবপারে যাবে ॥
আগমে নিগমে তাই[৭] কয়,
গুরুরূপে দীন-দয়াময়,
অসময়ে রে সখা সে হয়,
কাঙ্গাল[৮] হয়ে যে তারে ভজিবে ॥
গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান যার
অধোপথে গতি হয় তার

১ ভক্ত ২ শাসন ৩ রতন ৪ সে ৫ তুফান
৬ তাতে ৭ এই ৮ অধীন

অধীন লালন বলে, তাই আজ আমার
ঘটলো বুঝি মনের কু-স্বভাবে ॥

৩০

অমাবস্যার দিনে চন্দ্র থাকেন যেয়ে কোন শহরে।
প্রতিপদে হয় সে উদয়, দৃষ্ট হয় না কেন তারে ॥
মাসে মাসে চন্দ্রের উদয়
অমাবস্যা মাস-অন্তে হয়
সূর্যের অমাবস্যার নির্ণয়
জানতে হবে নেহাজ ক'রে ॥
ষোল কলা হলে শশী
তবে ত হয় পৌর্ণমাসী[১]
পনরই পূর্ণিমা কিসি
পণ্ডিতেরা কয় সংসারে ॥
জানতে পারলে দেহ-চন্দ্র
স্বর্গ-চন্দ্রের পায় সে খবর
সিরাজ সাঁই কয়, লালন রে তোর
মূল হারালি কোলের ঘোরে ॥

৩১

মানুষ ধর নেহারে[২]।
ওরে মন, নয়নে[৩] নয়ন যোগ[৩] ক'রে ॥
নেহারায় চেহারা বন্দী
করোরে করো একান্তি

১ পুণ্যমাসী ২ নিহারে রে ৩-৩ নয়নে যোগাযোগ

সাড়ে চব্বিশ জেলায় খাটাও পান্তি
পালাবে সে কোন শহরে।
ত্বরায় মন দারোগা হ'য়ে ক'র বন্দী[১]
স্বরূপ-মন্দিরে ॥
স্বরূপে আসন যাহার
পবন-হিল্লোলে নেহার
পক্ষান্তরে দেখ এবার
দিব্য চক্ষু প্রকাশ ক'রে।
দ্বি-পক্ষেতে খেলছে খেলা
নর-নারী রূপ ধ'রে ॥
[অমাবস্যা পূর্ণ্যমাসী
তাহে মহা যোগ প্রকাশি
ইন্দ্র চাঁদ বায়ু বরুণাদি
সে যুগের বাঞ্ছিত আছে রে ॥
সিরাজ সাঁই বলে রে, লালন
মানুষ সাধ প্রমাণ রে ॥] *

৩২

সামান্যে কি সে ধন পাবে।
দীনের অধীন হয়ে সাধিতে হবে ॥
সাধন-পথে কি না হলো
বাদশারা বাদশাই ছাড়িল
কুলবতীর কুল গেল
কালারে ভেবে ॥

১ বাতা বন্দী * রবীন্দ্র-সদনে রক্ষিত খাতার অতিরিক্ত পাঠ

কত কত মুনি-ঋষি
যুগ-যুগান্তর বনবাসী
পাব বলে কালশশী
বসিয়ে তপে ॥
গুরুপদে কতজনা
বিনামূল্যে হ'য়ে কেনা
করে গুরুর দাস্যপনা
সে ধনের লোভে ॥
চরণ-ধনের যারো আশা
অন্য ধনের নাই লালসা[1]
লালন ভেড়ের বুদ্ধিনাশা
দোভাসা ভবে ॥

৩৩

পারো নিরহেতু সাধন[2] করিতে।
যাওরে ছেড়ে জরামৃত্যু নাই যে দেশেতে ॥
নিরহেতু সাধক যারা
তাদের সাধন খাঁটী, করণ সারা[3]
উপসখা কাটিয়ে তারা
চলেছে পথে ॥
মুক্তিপদ ত্যজিয়ে সদায়
ভক্তিপদ রেখে[4] হৃদয়,
শুদ্ধ প্রেমের হবে উদয়,
সাঁই রাজী যাতে ॥

১ পিপাসা ২ সাধনা ৩ জবান খাড়া ৪ রেখো

সুমঝে সাধন করো ভবে
এবার গেলে আর কি হবে,
লালন কয়[১] পড়বি তবে,
লক্ষ যোনিতে ॥

৩৪

খেলছে মানুষ নীরে ক্ষীরে।
আপন আপন ঘর বোঝ মন আমার
কেন হাতড়ে বেড়াই কোলের ঘোরে।
শূন্যদেশে মেঘের উদয়
নীরদবিন্দু বরিষণ তায়
তাহে ফলছে ফল রঙবেরঙ হাল
আজব কুদরতি কল ভাবের ঘরে ॥
নীর নদী গভীরে ডুবা কঠিন হয়
ডুবলে কত আজব দেখা যায়
ও সে নীরভাণ্ড-পোরা ব্রহ্মাণ্ড
কাণ্ড বলতে আমার নয়ন ঝরে ॥
ইন্দ্র ডঙ্কা নাহি সে রাজ্যে
সহজ ধারা ফেরে সহজে
সিরাজ সাঁইর বচন[২] মিথ্যে নয়,
লালন একবার ডুব দিয়ে দেখ স্বরূপ-দ্বারে ॥

৩৫

রঙমহলে সিঁদ কাটে সদায় কোথায় সে চোরের বাড়ী।
পেলে তারে কয়েদ ক'রে পায়ে দিতাম মনবেড়ী ॥

১ বলে ২ চরণ

সিঁদ-দরজায় চৌকিদার একজন,
অহর্নিশি আছে সে চেতন,
কিরূপ তারে ভেল্কি মেরে
চুরি করে কোন্ ঘড়ি ॥
ঘর বেড়িয়ে ষোলজন সেপাই,
তার এক এক জনের গুণের সীমা নাই,
তারাও চোরের না পেলো টের
কার হাতে দিব দড়ি ॥
পিতৃধন আজ সব নিল চোরে[১]
নেংটি-ঝাড়া করলো আমারে,
লালন বলে, একই কালে
চোরের হ'লো কি আড়ি ॥

৩৬

মন-চোরেরে ধরবি যদি মন ফাঁদ পাত আজ ত্রিবেণে।[২]
অমাবস্যা পূর্ণিমাতে বারামখানা সেইখানে ॥
ত্রিবেণীর তিনধারা বয়,
(ও তার) ধারা চিনে ধরতে পারলে হয়,
কোন ধারায় তার সদাই বিহার
হচ্ছে ভাবের ভুবনে ॥
সামান্যে কি যায় তারে ধরা
আট-পহরা দিতে হয় পাহারা,
কখন এসে ধারায় মেশে
কখন রয় নির্জনে ॥

১ লুটে ২ তিরপিনে

শুক্লপক্ষে ব্রহ্মাণ্ড গমন,
কৃষ্ণপক্ষে যায় নিজ ভুবন,
সাঁই লালন বলে, সেরূপ লীলে
দিব্যজ্ঞানী সেই জানে ॥

৩৭

ধ্যানে যারে পায় না মহামুনি।
ফেরে[১] অচিন চাঁদ মোর মীনরূপ ধরিয়ে পানি ॥[১]
জগৎ-জোড়া মীন সেহিরে
খেলছে মন[২]-সরোবরে
দেখতে সাধ হয় গো তারে
দেখ ধরে রসিক সন্ধানী ॥
নদীর গভীরে[৩] থাকে নির্জন
করিতে হয় নীর অন্বেষণ
যোগ পেলে ভাটি উজান
ধায় আপনি ॥
যোগ[৪] বুঝে মীন পড়ে ধরা
জানতে পায় সে যোগী যারা[৪]
কঠিন সে বন্ধন করা
লালন তাতে খেলে চুবনি ॥

৩৮

যেও না আন্দাজী পথে মন রসনা।
কুঘোরে[৫] কুপাকে পড়লে প্রাণ বাঁচবে না ॥

১-১ ফেরে সে অধর চাঁদ মোর মীনরূপে সে ধরে পানি ২ মণি
৩ অজ গভীরে ৪-৪ ষায় সে মহা মীনকে ধরা
জেনতে পেলে নদীর ধারা
৫ কুপেচে

পথেরো পরিচয় ক'রে
যাও না মনের সন্ধ মেরে
লাভ-লোকসান বুদ্ধির দ্বারে
যায় গো জানা ॥
উজান ভেটেন পথ দুটি
দেখো নয়ন ক'রে খাঁটি
দেও যদি মন-গড়া ভাঁটি
কূল পাবা না ॥
অনুরাগ তরণী করো
ধার চিনে উজানে ধরো
লালন কয়, সে করতে পারো
মূল ঠিকানা ॥

৩৯

শুদ্ধ প্রেম রসের রসিক যে রে সাঁই ।
পড়িলে শুনিলে কিরে তারে পাই ॥
[রোজা পূজা করিলে আপনি
সুখের কার্য্য কি হবে তেমনি
মনে ভাব তাই ॥]*
ধ্যানী জ্ঞানী মুনিজনা
প্রেমের খাতায় সই পড়ে না,

* রবীন্দ্র-সদনে রক্ষিত খাতায় পাঠ—
রোজা পূজা করিলে সবে
আপ্ত সুখের কার্য হবে
সাঁইর করণ কি সই পড়িবে
ভাবো তাই

প্রেম-পিরিতির উপাসনা,
কোন বেদে নাই ॥
প্রেমে পাপ কি পুণ্য হয় রে,
চিত্রগুপ্ত লিখতে নারে,
সিরাজ সাঁই কয়, লালন তোরে
তাই জানাই ॥

৪০

পাবে সামান্যে কে তারে দেখা।
(ও) যার বেদে নাই রূপরেখা ॥
নিরাকার ব্রহ্ম হয় সে
সদায় থাকে অচিন দেশে,
দোসর নাইক তারো পাশে,
(ও) সে ফেরে একা একা ॥
সবে বলে পরম ইষ্টি
কার না হইল দৃষ্টি
ছুরাতে[১] করিল সৃষ্টি
তাই লয়ে লেখা-জোখা ॥
নিশ্চিত[২] ধ্যানে পায় মহাদেবে[২]
সে তুলনা কি আর হবে,
লালন বলে, গুরু ভাবো
তবে যাবে সকল ধোঁকা ॥

৪১

ক্ষ্যাপা তুই না জেনে তোর আপন খবর যাবি কোথায়
আপন ঘর না বুঝে বাইরে খুঁজে পড়বি বাঁধায় ॥

১ বরাতে ২ কিঞ্চিৎ ধ্যানে মহাদেব

আমি সত্য না হলে
হয় গুরু সত্য কোন্ কালে
আমি যেরূপ দেখি নাই
সেরূপ দীন দয়াময় ॥
আত্মারূপে সেই অধর
সঙ্গী অংশ কলা তার
ভেদ না জেনে বনে বনে
ফিরলে কি হয় ॥
আপনারে আপনি চিনিনে
কিরূপ আছি কোন্‌খানে
লালন বলে, অন্তিমকালে
নাইরে উপায় ॥

৪২

ধররে অধর-চাঁদেরে অধরে অধর দিয়ে।
ক্ষীরোদ-মৈথনের ধারা,
ধরো রে রসিক নাগরা,
যে রসেতে অধর-ধরা
দেখরে সচেতন হয়ে ॥
অরসিকের ভোলে ভুলে
ডুবিসনে[১] কূপ নদীর জলে
কারণ বারির মধ্যস্থলে
ফুটেছে ফুল অচিন দলে
চাঁদ-চকোরা তাহে খেলে
প্রেম-বাণে প্রকাশিয়ে ॥

১ মজিসনে

নিত্য ভেবে নিত্য থেকো
লীলার বশে যেও নাকো
যে[1] দেশেতে মহাপ্রলয়
মায়েতে পুত্র ধরে খায়
ভেবে বুঝে দেখ মনুরায়
এমন[2] দেশে[2] কাজ কি যেয়ে
পঞ্চ বাণের ছিলে কেটে
প্রেম যজ স্বরূপের হাটে
সিরাজ সাঁই বলে রে, লালন
বৈদিক বাণে করিস নে রণ
বাণ হারায়ে পড়বি তখন
রণ-খেলাতে[3] হুবড়ি খেয়ে ॥

৪৩

কেন খুঁজিস মনের মানুষ বনে সদায়।
নিজ আত্মা যেরূপ আছে সেরূপ দীন দয়াময় ॥
কারে বলি জীবের আত্মা
কারে বলি স্বয়ং কর্তা
আচ্ছা দেখি ছাটা চক্ষে
ভিল্কি লেগে যায় ॥
বল কি তার আজব খেলা
আপনি গুরু আপনি (চেলা)
পড়ে ভুত ভুবনের পণ্ডিত যে জন
আত্মতত্ত্বের প্রবক্তা নয় ॥

---

১ সে ২-২ সে দেশে তোর ৩ রণ-খোলাতে

পরম আত্মা রূপ ধরে
জীব আত্মাকে হরণ করে
লোকে বলে যায় রে নিদ্রে
সে না অভেদ ব্রহ্ম ভেবে লালন কয় ॥

৪৪

বল কারে খুঁজিস ক্ষ্যাপা দেশ বিদেশে।
আপন ঘর খুঁজলে রতন পায় অনায়াসে ॥
দড়দড়ি দিল্লী-লাহোর
আপনার কোলে রয় ঘোর
নিরূপ আলেক সাঁই মোর
আত্মারূপ সে ॥
যে লীলে ব্রহ্মাণ্ডের পর
সেই লীলে ভাণ্ড-মাঝার
ঢাকা যেমন চন্দ্র আকার
মেঘের পাশে ॥
আপনাকে আপনি চেনা
সেই বটে উপাসনা
লালন কয়, আলেক চেনা[১]
হয় তার দিশে ॥

৪৫

আপন ঘরের খবর নে না।
অনায়াসে দেখতে পাবি
কোন্‌খানে কার বারাম খানা ॥

১ চেন

কমল ফোটা কারে বলি
কোন্ মোকাম তার কোথা গলি,
কোন্ সময় প'ড়ে ফুলে,
মধু খায় সে অলি জনা ॥
অন্ত্য জ্ঞান যার সখ্য মোক্ষ,
সাধকের উপলক্ষ,
অপরূপ তার ব্রহ্ম
দেখলে চক্ষের পাপ থাকে না ॥
শুষ্ক নদীর সুখ সরোবর,
তিলে তিলে হয় গো সাঁতার,
লালন কয়, কৃতিকর্ম্মার
কি কারখানা ॥

৪৬

হায় কি কলের ঘরখানি বেঁধে,
তাহে[1] বিরাজ করে সাঁই আমার
দেখবি যদি সে কুদরতি দেল-দরিয়ায় খবর কর ॥
জলের জোড়া সকল সেই ঘরে,
তার খুঁটির গোড়া শূন্যের উপরে,
আবার শূন্যের উপর ভাব-সন্ধি ক'রে
চার যুগে আছে অধর ॥
তিল পরিমাণ জায়গা বলা যায়
(আছে) শত শত কুঠরি কোঠা তায়
(ও তার) নিচে উপর নয়টি দুয়ার
নয় ভাবে সাঁই দিচ্ছে বার ॥

---

১ সদায়

ঘরের মালিক আছে বর্ত্তমান একজন,
তারে দেখলি না রে দেখবি আর কখন,
সিরাজ সাঁই কয়, লালন তোমার
বলবো কি সাঁই-এর কৃতি আর ॥

৪৭

সোনার মানুষ ভাসছে রসে।
যে জেনেছে রস-পান্তি সেই
দেখিতে পায় অনায়াসে ॥
তিনশ ষাট রসের নদী
বেগে ধায় ব্রহ্মাণ্ড ভেদি'
তার মাঝে রূপ নিরবধি
ঝলক দিচ্ছে এই মানুষে ॥
মাতা পিতার নাই ঠিকানা
অচিন দেশে বসত খানা
আজগুবি তার আওনা-যানা
কারণ বারির যোগ বিশ্বাসে ॥
অমাবস্থে চন্দ্র উদয়
দেখনা যার বাসনা হৃদয়
লালন বলে, থাকো সদায়,
ত্রিবেণীতে[১] থাকো বসে ॥

৪৮

যে জন পদ্মহীন সরোবরে যায়।
অটল অমূল্য নিধি সেই অনায়াসে পায় ॥

১ তিরপিনিতে

অপরূপ সেই নদীর পানি
জন্মে তাতে মুক্তামণি,
বলবো কি তার গুণ বাখানি,
পরশে পরশ হয় ॥
পলক ভরে পড়ে যারা
পলকে বয় তড়কা ধারা
সে ঘাট বেঁধে মৎস্য ধরা
সামান্য কাজ নয় ॥
বিনে হাওয়ায় মৌজা খেলে
ত্রিখণ্ড ত্রিশ[১] পলে
তাহে ডুবে রত্ন তুলে
রসিক মহাশয় ॥
গুরুজী কাণ্ডারী যারে
অথাইয়ে থাই দিতে পারে
লালন বলে, সাধন-জোরে
শমন এড়ায় ॥

৪৯

ধরো চোর হাওয়ার ঘরে ফাঁদ পেতে।
সেকি সামান্য চোরা ধরবি কোনা কাঞ্চীতে ॥
পাতালে চোরের বহর
দেখায় আশমানের উপর,
তিন তারে হচ্ছে[২] খবর,
হাওয়া মূলাধার তাতে ॥
কোথা ঘর কি বাসনা
কে করে[৩] ঠিক-ঠিকানা

১ হয় ভিন্ন ২ করছে ৩ জানে

হওয়ায় তার লেনা-দেনা[১]
শুভ শুভ যোগমতে ॥
চোর ধ'রে রাখবি যদি,
হৃদ্-গারদ করগে খাঁটি
লালন কয়, নাটিখুঁটি
থাকতে কি আর[২] দেয় ছুঁতে ॥

৫০

কিরূপ সাধনের বলে অধর ধরা যায়।
নিগূঢ় সন্ধান জেনে শুনে সাধন করতে হয় ॥
পঞ্চতত্ত্ব[৩] সাধন ক'রে
পেত যদি সে চাঁদেরে (হে)
ওরে বৈরাগীরা কেনে,
আবাল[৪] গুদড়ি টেনে
কুলের বাহির হয় সেই চরণ-বাঞ্ছায় ॥
বৈষ্ণবের ভজন ভাল
তাই বলিয়ে ভক্তি ছিল (হে)
তাতে ব্রহ্মজ্ঞানী যারা
সদায় বলে তারা,
শাক্ত বৈষ্ণবের নাই স্বয়ং[৫] পরিচয় ॥
শুনে ব্রহ্মজ্ঞানীর বাক্য
দরবেশে করে তর্ক (হে)
বস্তুজ্ঞান যায় নাই
নাম-ব্রহ্মে কি পাই,
লালন কয়, দরবেশে একি কথা কয় ॥

১ বারাম খানা ২ সে ৩ শাক্তত‌ত্ত্ব ৪ অচলা ৫ মূল

৫১

সে প্রেম সামান্যেতে কি জানা যায়।
সে প্রেম সেধে গৌর শ্যামরায় ॥
দেবের দেব পঞ্চাননে,
জেনেছিল সেই এক জনে,
শক্তির আসন বুকে দেয়,
সে মহাশয় ॥
প্রেমী একজন চণ্ডীদাসে,
বিকালো রজকী-পাশে,
মরিয়ে জীবন সে,
দান পায় ॥
ম'রে যদি ডুবতে পারে,
সে প্রেম গুরু জানায় তারে,
সিরাজ সাঁই কয়, লালন তোরে
তাই জানাই ॥

৫২

আজব আয়না মহল মণি গভীরে।
সেথা সতত বিরাজে সাঁইজী মেরে ॥
পূর্বদিকে রতন বেদী
তার উপরে খেলছে জ্যোতি
তারে যে দেখেছে ভাগ্যগতি
সে জন সচেতন সব খবরে
জলের ভিতরে শুক্‌নো জমি
আঠার মোকামে তাই কায়েমী

নিঃশব্দে[১] শব্দের[১] উদ্গামী
যা[২] যা সে মোকামেরে[২] জানগে যারে ॥
মণিপুরের হাটে মনোহারী কল
তেহাটা ত্রিবেণী তাহে বাঁকা নাল
মাকড়ার আশে বন্দী যে জল
লালন বলে সন্ধি বুঝবে ফেরে ॥

৫৩

ভক্তের দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই।
হিন্দু কি যবন বলে জাতের বিচার নাই ॥
শুদ্ধ ভক্তি মাতোয়ালা
জাতিতে[৩] যে কবীর[৩] জোলা
ধরেছে সে ব্রজের কালা
সর্বস্ব[৪] ধন[৪] তাই ॥
রামদাস মুচি ভবের মাঝে
ভক্তির বল সদাই তার যে
(ও তার) সেবায় স্বর্গে ঘণ্টা বাজে
শুনি সাধুর ঠাঁই ॥
এক চাঁদে হয় জগৎ আলো
এক বীজে সব জন্ম হ'ল
ফকির লালন বলে, মিছে কল'
ভবে শুনতে পাই ॥

১-১ নি-স্বাদে স্বাদের   ২-২ সে মোকামের খবর   ৩-৩ ভক্ত কবির জাতে   ৪-৪ তার সর্বস্ব

৫৪

সব লোকে কয়, লালন কি জাত সংসারে।
লালন বলে, জাতির কি রূপ, দেখলাম না এই নজরে ॥
কেউ মালা কেউ তসবীর গলে
তাইত রে জাত ভিন্ন বলে
যাওয়া কিম্বা আসার বেলায়
জাতের চিহ্ন রয় কারে ॥
ছুন্নৎ দিলে হয় মুসলমান
নারীর তবে কি হয় বিধান
বামন চিনি পৈতেয় প্রমাণ
বামনী চিনি কি প্রকারে ॥
জগৎ বেড়ে জাতির কথা
লোকে গল্প করে যথাতথা
লালন বলে, জাতির ফাৎনা
ডুবিয়েছি সাধ-বাজারে ॥

৫৫

আপন মনের গুণে সকলই হয়।
পিড়ে নেয় পেড়োর খবর, কেউ দূরে যায় ॥
জাতিতে জোলা ফকির
উড়িষ্যায় তাহার জাহির
বার দেশ জুড়ে তাহার
তুড়ানি যায় ॥
রামদাস রাম বলে
জাতিতে মুচির ছেলে
গঙ্গা তাকে নিল কোলে
চামড়ার ঠোটায় ॥

আপন মনোগুণে
বনে কেউ বাঁধে কুঁড়ে
লালন কয়, রিপু ছেড়ে
কেলি কোথায় ॥

৫৬

রাত পোয়ালে পাখিটে[১] বলে দে রে তাই।
(তখন) গুরু কার্য মাথায় থুয়ে কি করিরে কেম্‌নে যাই ॥
আমি বলি আত্মারাম,
নেওরে মুখে কৃষ্ণনাম,
যাতে মুক্তি পাই ॥
সে নামেতো হয় না রত, খাবো খাবো রব সদাই[২] ॥
এমন পাখি কে পোষে,
খেতে চায় সাগর চুষে
কেমনে[৩] যোগাই ॥
আমার বুদ্ধি গেল সাধ্যি গেল সার হ'লরে পেট্‌কো বাই ॥
আমি একজন[৪] নাল পড়া
পাখিটে মোর[৫] সেই আড়া
তার সাবরি কিছুই নাই।
(তাইত) লালন বলে, পেট ভরলে হয় কি আর গুরু গোঁসাই ॥

৫৭

আজ[৬] করছে রে সাঁই ব্রহ্মাণ্ডের পর সে রূপ লীলে।
নরাকারে ভেসে[৭] ছিল সেরূপ হালে ॥

১ পাখ্‌টে ২ সদায় ৩ আমি কিরূপে ৪ লালন ৫ সেও
৬ আজু ৭ শেষে

আবিম্ব উজালিয়ে নীরো
পড়িছে সে নরেকারো,
ডিম্বরূপে হয় গো তারো
স্বষ্টির ছলে ॥
নিরাকারের গম্ভো ভারি
আমি কি তাই জানতে[১] পারি[১]
কিঞ্চিৎ প্রমাণ তারি
শুনি সু কুফলে ॥
আপন তত্ত্বে আপনি কানা
মিছে করি পড়াশুনা,
লালন বলে, যাবে জানা,
আপনারে চিনিলে ॥

৫৮

যেখানে সাঁইর বারাম খানা।
শুনিলে প্রাণ চমকে ওঠে
দেখে যেন ভুজঙ্গনা ॥
যা ছুঁইলে প্রাণে মরি
এ জগতে তাইতে তরি
বুঝে তা বুঝতে নারি
কি করি তার নাই ঠিকানা ॥
আত্মতত্ত্ব যে জেনেছে
দিব্যজ্ঞানী সেই হয়েছে,
কু-বৃক্ষে সুফল পেয়েছে,
আমার মনের ঘোর গেল না ॥

১-১ বুঝতে পারি

যে ধনের উৎপত্তি প্রাণধন,
সে ধনের হ'ল না যতন,
অকাজের[১] ফল পাকায় লালন
দেখে শুনে জ্ঞান হ'ল না ॥

৫৯

ফকিরি করবি ক্ষ্যাপা কোন্ রাগে।
হিন্দু-মুসলমান দুইজন দুইভাগে ॥
আছে বেহেস্তের আশায় মমিনগণ,
হিন্দুদিগের স্বর্গেতে মন,
বেহেস্তের মুখ ফাটক সমান
শরায় ভাল তাই জানে ॥
যায় ফকিরি সাধন ক'রে,
খোলসা রয় হুজুরে
টল কি অটল মকাম সেই
নেহাজ ক'রে জান আগে ॥
আখের অটল প্রাপ্ত কিসে হয়,
মুরশিদের ঠাঁই জানা যায়,
সিরাজ সাঁই কয়, লালন ভেড়ো
ভুগিস্‌নে ভবের ভোগে ॥

৬০

কোথা আছেরে সেই দীন দরদী সাঁই।
চেতন-গুরুর সঙ্গ ধরে[২] খবর করো ভাই ॥

১ অকর্মের ২ লয়ে

চক্ষু অন্ধ দেলের ধোঁকায়।
যেমন কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়
কি রঙ্গ সাঁই দেখছে সদাই
বসে নিগুম ঠাঁই॥
[জ্যান্তে যদি না দেখিবে
আর কোথা কিরূপে পাবে
ম'লে গুরু-প্রাপ্ত হবে
কিসে বুঝি তাই॥]*
এখানে না দেখি[১] যারে
চিনবো তখন[২] কেমন ক'রে
ভাগ্যগতি আখেরে তারে
দেখতে যদি পাই॥
সমঝে[৩] ভজন সাধন করো
নিকটে ধন পেতে পার,
লালন কয়, নিজ মোকাম ধরো
বহু দূরে নাই॥

৬১

মন আমার তুই কল্লি একি ইতরপানা।
দুগ্ধেতে যেমন রে মন তোর মিশলো চোনা॥
শুদ্ধ রাগে থাকতে[৪] যদি
হাতে পেতে অটল নিধি
বলি মন তাই নিরবধি
বাগ মানে না॥

১ দেখলাম ২ তারে ৩ ঠাউরে

* রবীন্দ্র-সদনে রক্ষিত খাতার অতিরিক্ত পাঠ

৪ থেকতে

কি বৈদিকে ঘিরলো হৃদয়
হল না সু-রাগের উদয়
নয়ন থাকিতে সদায়—
হ'লি কানা ॥
বাপের ধন তোর খেলো সর্পে
জ্ঞান[১]-চক্ষু নাই দেখবি কারে—
লালন বলে, হিসাব কালে
যাবে জানা ॥

৬২

দেখ না এবার আপনারো ঘর ঠাওরিয়ে।
আঁখির কোনায় পাখির বাসা যায় আসে হাতের কাছ দিয়ে ॥
ঘরে সবে তো পাখি একটা
তায় সহস্র কুঠরী কোঠা
আছে আড়া পাতিয়ে ও তার নিগুমে তার
মূল একটি ঘর অচিন হয় সেথা যেয়ে ॥
ঘরের আয়না আঁটা চৌপাশে
মাঝখানে পাখি বসে আছে
আনন্দিত হয়ে।
তোরা দেখনা রে তাই[২] ধরার জো নাই
সামান্য হাত বাড়ায়ে[৩] ॥
পাখি[৪] দেখতে যদি সাধ করো,
সন্ধানী চিনে ধর
দিবে দেখায়ে।

১ রাগ ২ ভাই ৩ বাড়িয়ে ৪ কেউ

দরবেশ সিরাজ সাঁই কয়, লালন তোমায়
বুঝাতে দিন যায় বয়ে ॥

৬৩

কি করি ভেবে মরি মন-মাঝি ঠাওর[১] দেখিনে।
ব্রহ্মা আদি খাইছে খাবি, সেই নদী-পার যাই কেমনে ॥
মাড়ুয়াবাদী যেমন ধারা
মাঝ-দরিয়ায় ডুবায় ভারা,[২]
দেশে যায় পরিয়ে ধড়া
সেই দশা মূল ভাব না জেনে ॥
শক্তিপদে ভক্তিহারা,
কপট ভাবের ভাবুক তারা,[৩]
মন আমার তেমনি ধারা
ভাবের[৪] চুরি[৪] রাত্রি দিনে।
মাকাল ফলটি রাঙা চোঙা,
তাই দেখে মন হ'লি ঘোঙা[৫]
লালন কয়—তাল-ডোঙা
[৬]ফেলে খড়ি[৬] ডোবে তুফানে ॥

৬৪

গোসাঁইর ভাব যেহি ধারা।
আছে সাধু শাস্ত্রে তার প্রমাণ আচার
শুনলে রে জীবন অমনি হয় সারা ॥

১ ঠাহর ২-২ ভরা ৩ যারা ৪-৪ কাকে স্মরি ৫ খোঙা
৬-৬ কোন ঘড়ি

ও সে মরার সঙ্গে মরে
ভাবের সাগরে ডুবতে যদি পারে
স্থ-ভাবিক তারা ॥
দুগ্ধেতে ননীতে মিশালে সর্বদা
মন্থন-দণ্ডে করে আলাদা আলাদা,
মনরে, এমনি ভাবের ভাবে সুধানিধি পাবে
মুখের কথা নয়রে সে ভাব করা ॥
অগ্নি যৈছে ঢাকা ভস্মের ভিতরে
সুধা তেমনি আছে গরল হল করে
ও কেউ সুধার লোভে যেয়ে মরে গরল খেয়ে
মন্থনের স্থতার না জানে তারা ॥
যে স্তনের দুগ্ধ খায়রে শিশু ছেলে
জোঁকে[১] মুখ লাগালে[১] রক্ত এসে মেলে
অধীন লালন বলে, বিচার করিলে
কু-রসে স্থ-রসে মেলে সেই ধারা ॥

৬৫

যে পথে সাঁই চলে ফেরে
তার খবর কে করে ॥
যে[২] পথে আছে সদায়
বিষম কালনাগিনীর ভয়
যদি কেউ আজগবি যায়
ওমনি উঠে ছোঁ মারে।
পলক ভ'রে বিষ ধেয়ে তার উঠে ব্রহ্মরন্ধ্রে রে ॥

১-১ জোঁকের মুখে তথা ২ সে

যে জানে উল্টো[১] মন্তর[১]
খাটিয়ে সেহি তন্তর[২]
গুরু-রূপ করে নজর
বিষ ধ'রে সাধন[৩] করে।
ও তার করণ রীতি সাঁই দরদী
দরশন দিবে তারে॥
সেই[৪] সে অধর ধরা
যদি কেউ[৫] চাহে তারা
চৈতন্য গুণীন্ যারা
গুণ শেখে তাদের দ্বারে।
সামান্যে কি পারবে যেতে
সেই কূপ-কাপের ভিতরে॥
ভয় পেয়ে জন্মাবধি
সে পথে না যায় যদি
হবে না সাধন সিদ্ধি
তাও শুনে মন ঝরে।
অধীন লালন বলে, যা করে সাঁই
থাকতে হয় সেই পথ ধরে॥

৬৬

কোন্ রসে কোন্ রতির খেলা,
জানতে হয় এই বেলা।
তিন রস সাড়ে তিন রতি
বিভাগে করে স্থিতি

১-১ উলট মন্ত্র ২ তন্ত্র ৩ ভজন ৪ সেহি ৫ কেহ

গুরুর ঠাঁই জেনে পাতি
শাসন করে নিরালা।
ও তার মানব জনম সফল হবে
এড়াবে শমন-জ্বালা॥

সাড়ে তিন বটে
লেখা যায় শাস্ত্রপাটে
মধ্যের মূল তিন রস ঘটে
তিনশো ষাট রসের বালা।
জানলে সে রসের মরম রসে কি তারে যায় বলা॥

রসবতীর ন্যায়[১] বিচক্ষণ
আন্দাজী করে[২] সাধন
কি সে হয় প্রাপ্ত কি ধন
ঘোচে না মনের ঘোলা।
আমি উজাই কি ভেটেনে পড়ি ত্রিবেণীর[৩] তীর নালা॥

শুদ্ধ প্রেম রসিক হলে
রসবতী উজান চলে
ভেয়ানে[৪] শুদ্ধ ফলে
অমৃত মিছরী উলা।
লালন বলে, আমার কেবল শুধুই জল তোলা ফেলা॥

৬৭

হায় চিরদিন পুষলাম এক অচিন পাখি।
ভেদ পরিচয় দেয় না আমায় ঐ খেদে ঝোরে আঁখি॥
পাখি বুলি বলে শুনতে পাই,
রূপ কেমন দেখিনা ভাই
এতো বিষম ঘোর দেখি॥

১ নাই ২ করি ৩ তিরপিনির ৪ ভিয়ানে

আমি চিনাল পেলে চিনে নিতাম
যেতো মনের ঢুকঢুকি ॥
পুষে পাখি চিনলাম না
এ লজ্জাতো যাবে না
উপায় করি কি ॥
পাখি কখন যেন যাবে উড়ে
ধুলো দিয়ে দুই চোখি ॥
আছে নয় দুয়ার এই খাঁচাতে
যায় আসে পাখি কোন্ পথে
চোখে দিয়ে রে ভেল্কি ॥
দরবেশ সিরাজ সাঁই কয়,
রয় লালন রয়
ফাঁদ পেতে ঐ পথমুখি ॥

৬৮

আমারে কি রাখবেন গুরু চরণদাসী।
ইতরপানা কার্য আমার অহর্নিশি ॥
জঠর যন্ত্রণা পেয়ে
এলাম যে কড়ার দিয়ে,
রৈলাম তা সকল ভুলিয়ে
এই ভবে আসি ॥
গুরুবস্তু[১] চিনলে না মন
অসময়ে কি করবি তখন[১]
ঘুরতে বুঝি হ'লোরে মন
চৌরাশী ॥

১-১ চিনলাম না সে গুরু কি ধন
জেনলাম না তার সেবা সাধন

গুরু যারে থাকে সদয়
শমন বলে তার কিসের ভয়
লালন বলে, মন তুই আমায়
করলি দুখী ॥

৬৯

সে করণ সিদ্ধি করা সামান্য[১] কাজ নয়[১]।
গরল হইতে সুধা নিতে আত্যশে প্রাণ যায় ॥
সাপের[২] কাছে নাচায় বেঙ্গা,
এতো বড় আজব রঙা
রসিক যদি হয় সে ঘোঙা
অমনি ধরে খায় ॥
ধন্বন্তরির গুণ শিখিলে
সে[৩] কি হয়[৩] রূপের কালে
সে গুণ তার উল্‌টিয়ে ফেলে
মস্তকে দংশায় ॥
একান্ত সে অনুরাগী
জ্যান্তে-মরা ভয়-ত্যাগী
লালন কয়, সে রসিক যোগী
আমার কার্য নয় ॥

৭০

জানগে মানুষের করণ কি সে হয়।
ভুলো না মন বৈদিক ভোলে
রাগের ঘরে রয়[৪] ॥

১-১ সামান্যে কি হয় ২ সর্পের ৩-৩ তাই কি মানে ৪ বয়

অকৈতব সে ভেদের কথা
কইতে মর্মে লাগে ব্যথা
না[১] কহিলে জীবের নাহিক নিস্তার
কয় সেই জন্যে ॥
তিনশ ষাট রসের মধ্যে[২]
তিনরস গণ্য হয় রসিকার
সাধিলে সে করণ এড়াইবে শমন
এ ভুবনে ॥
অমাবস্যা প্রতিপদ
দ্বিতীয়ার প্রথমে সে তো
দরবেশ[৩] লালন বলে, তাই কার আগমন
সেই যোগের সনে

৭৪

কোনদিন সূর্যের আমাবস্যে।
দেখি চাঁদের আমাবস্যা হয় মাসে মাসে ॥
আকাশে পাতালে শুনবো না
দেহ-রতির চাই উপাসনা
কোন্‌পথে কখন করে আগমন
চাঁদে চকোর খেলে কখন এসে
বার মাসে ফোটে চব্বিশ ফুল
জানতে হবে কোন্ ফুলে তার মূল
আন্দাজী সাধন ক'রোনারে মন,
মূলে ভুলিলে ফল পাবে কিসে ॥

১ আবার না ২ মাঝার ৩ অধীন

যে করে এই আশমানী কারবার
না জানি তার কোথায় বাড়ীঘর
যদি চেতন-মানুষ পাই তাহারে শুধাই
লালন বলে, ঘুচাই মনের দিশে ॥

৭৫

সুম্‌ঝে কর ফকিরি মন রে।
এবার গেলে আর হবে না
পড়বি ঘোর তারে ॥
বিষামৃতে আছে মিলন
জান্‌তে হয় তার কি রূপ সাধন
দেখ, যেন গরল ভক্ষণ
ক'রো না হায় রে ॥
অগ্নি যৈছে ভস্মে ঢাকা
অমৃত[১] গরলে মাখা[১] ;
মৈথন-দণ্ডে যাবে দেখা
বিভিন্ন করে ॥
ক'বার করলে আসা-যাওয়া
নিরূপণ কি রাখলে তাহা ;
লালন বলে, কে দেয় খেয়া[২]
চিনলে[৩] না তারে[৩] ॥

৭৬

সে[৪] পরশের জোর যে পরশ সে পরশ চিনিলে না[৪]।
সামান্য পরশের গুণ লোহার কাছে গেল জানা ॥

১-১ সুধা তমনি গরল মাখা ২ খেওয়া ৩-৩ ভব-মাঝারে
৪-৪ যে পরশের পরশে পরশ সে পরশ চিনে লে না

পরশমণি স্বরূপ গোঁসাই
সে পরশের তুলনা নাই
পরশিবে যে জনা তাই
ঘুচিবে জঠর-যন্ত্রণা ॥
কুমীরেতে পরকে যেমন
ধরায় সে আপন ধরন
পরশে জানিবে মন
এমনি যেন পরশোনা ॥
ব্রজের ঐ জলদ কালো
যে পরশে পরশ হ'লো
লালন বলে, মনরে চলো
জানিতে সেই উপাসনা ॥

৭৭

আমার এ ঘরখানায় কে বিরাজ করে।
আমি জনম ভর একদিন দেখলাম না রে ॥
নড়ে চড়ে ঈশান কোণে
দেখতে পাইনে এ নয়নে
হাতের কাছে যার ভবের হাট-বাজার
ধরতে গেলে হাতে পাইনে তারে
সবে বলে প্রাণ-পাখী,
শুনে চুপে চুপে থাকি
জল কি হুতাশন, মাটি কি পবন,
কেউ বলে না একটা নির্ণয় ক'রে।
আপন ঘরের খবর হয় না
বাঞ্ছা করি পরকে চেনা

লালন বলে, পর বলতে পরমেশ্বর,
সে কেমন রূপ, আমি কিরূপ ওরে ॥

৭৮

কি এক অচিন পাখি পুষলাম খাঁচায়।
না হলো জনম ভরে তার পরিচয় ॥
পাখি রাম রহিম বুলি বলে,
ধরে সে অনন্ত লীলে
বলো তারে কে চিনিলে
বলো গো নিশ্চয় ॥
আঁখির কোনায় পাখির বাসা
দেখতে নারে কি তামাশা
আমার এই আদলা দশা
কে আর ঘুচায় ॥
যারে সাথে সাথে লয়ে ফিরি
তারে যদি চিনতে নারি
লালন কয়, অধর ধরি
কেমন ধ্বজায় ॥

৭৯

মনের মানুষ খেলছে দ্বি-দলে।
যেমন সৌদামিনী মেঘের কোলে ॥
ও সে দল[১] নিরূপণ হবে যখন
মানুষ ধরা যাবে তখন
জনম সফল হবে রূপ দেখিলে ॥

১ রূপ

আগে জেনে সে দল উপাসনা
আন্দাজী কি হয় সাধনা
মিছে ঘুরে মরা গোলেমালে ॥
ও সে মানুষ চিনিল যারা
পরম মহৎ[১] তারা
ফকির[২] লালন কয়, দেখি নয়ন খুলে ॥

৮০

আছে মায়ের ওতে জগৎপিতা ভেবে দেখ না ॥
হেলা কোর না বেলা মেরো না ॥
কোরানে তার ইশারা দেয়
আলেক যেমন নামে লুকায়
তেমনি আকারে সাকার ঝাপা রয়
সামান্যে কি যায় জানা ॥
নিষ্কামী নির্বিকার হয়ে
দাঁড়াও মায়ের স্মরণ লয়ে
বর্তমানে দেখ চেয়ে
স্বরূপে রূপ নিশানা ॥
কেমন পিতা কেমন মা সে
চিরদিন[৩] সাগরে ভাসে
লালন বলে, করো দিশে
ঘরের মাঝে ঘরখানা ॥

৮১

সোনার মানুষ ঝলক দেয় দ্বি-দলে।
যেমন মেঘে বিদ্যুৎ খেলে ॥

১ মহত্ত্ব ২ অধীন ৩ চিরকাল

দল নিরূপণ হবে যদি
জানা যায় সে রূপ-নিধি
মানুষের করণ হবে সিদ্ধি
সে রূপ দেখিলে ॥
গুরুকৃপা তনু যারা
নয়ন তাদের দীপ্তকারা
রূপ-আশ্রিত হয়ে তারা
যায় ভবপারে চলে ॥
স্বরূপ রূপে রূপের কিরণ
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ভুবন
সিরাজ সাঁই কয়, অবোধ লালন
একবার দেখ নয়ন খুলে ॥

৮২

যেও না আন্দাজী পথে মন রসনা।
কুপথে কুপাকে প'লে প্রাণ বাঁচবে না
পথেরো পরিচয় ক'রে
যাও না মনের সন্দ মেরে
লাভ লোকসান বুঝের দ্বারে
যায় গো জানা ॥
উজান ভেটেল পথ দুটি
দেখ নয়ন করে খাঁটী,
দেয় যদি মন ভাটী
কূল পাবে না ॥
অনুরাগ তরণী করো,
ধার চিনে উজানে ধরো,

লালন কয়, তবে করতে পার,
মূল ঠিকানা ॥

৮৩

সেভাব উদয় না হলে,
কে পারে সেই অধর চাঁদের বারাম কোন কালে[১]
ডাঙ্গাতে পাতিয়ে আসন,
জলে রয় তার কৃতি এমন,
বেদে কি তার পায় অন্বেষণ,
রাগের পথ ভুলে ॥
ঘর ছেড়ে বৃক্ষেতে বাসা,
অপথে তার যাওয়া আসা,
না জেনে তার ভেদ খোলসা,
কথার কি মেলে ॥
জলে যেমন চাঁদ দেখা যায়,
ধরতে গেলে হাতে না পায়,
লালন ওমনি সাধন দ্বারায়
প'লো গোলমালে ॥

৮৪

আপনার আপন খবর নাই।
গগনের চাঁদ ধরবো বলে
মনে করি তাই।
যে গঠেছে এ প্রেম-তরী,
সেই হয়েছে চড়নদারী,

১ কোনখানে

কোলের ঘোরে চিনতে নারি,
মিছে গোল বাধাই ॥
আঠার মোকামে জানা,
মহারসের বারাম খানা,
সেই রসের ভিতরে সে-না,
আলো করে সাঁই ॥
না জেনে চাঁদ ধরার বিধি,
কথারি কোট সাধন সাধি,
লালন বলে, বাদী, ভেদী
বিবাদী সদাই ॥

৮৫

গুরু দেখায় গৌর তাই দেখি কি গুরু দেখি।
গৌর দেখতে গুরু হারাই কোন রূপে দেই আঁখি ॥
গুরু গৌর রহিল[১] দুই ঠাঁই
কিরূপে একরূপ করি তাই
এক নিরূপণ না হলে মন
সকল হবে ফাঁকি ॥
প্রবর্তের নাই কোন ঠিকানা
সিদ্ধি হবে কি সে হবে সাধনা
মিছে সদায় সাধু হাটায়
নাম পড়াই সাধ কি ॥
একরাজ্যে হ'লে দুজনা রাজা
কার হুকুমে গত হয় প্রজা
লালন বলে, তেমনি গোলে
খাতায় প'লো বাকী ॥

---

১ ছিল

৮৬

অনাদির আদি শ্রীকৃষ্ণ-নিধি
তার কি কভু আছে গোষ্ঠখেলা।
ব্রহ্মা রূপে সে অটলে বসে
লীলাকারী হয় তার অংশ কলা॥
পূর্ণ চন্দ্র কৃষ্ণ রসিক শিখরে
শক্তির উদয় যাহার শরীরে
শক্তিতে সৃজন মহা-আকর্ষণ[১]
বেদ আগমে যায় বিষ্ণু বলা॥
সত্য সত্য শরণ বেদ আগমে গায়
চিদানন্দ রূপ পূর্ণ ব্রহ্ম হয়
জন্ম মৃত্যু যার নাহি ভাবের পর
তবু ত নয় স্বয়ং নন্দলালা॥
দরবেশের দেল-দরিয়া যেথায়[২]
অজানা খবর সেহি জানে ভাই
ভজ দরবেশ, পাবে উপদেশ
লালন ধায় তার উজ্জ্বল হৃদ্-কমলা

৮৭

দেখবি যদি সে চাঁদেরে।
যা, যা, কারণ সমুদ্দুরের পারে॥
তারুণ্য কারুণ্য আড়ি
যে জন দিতে পারে পাড়ি,
সেই বটে সাধক
এড়ায় ভবরোগ
বসত হবে তার অমর-নগরে॥

১ সঙ্কর্ষণ ২ অথই

যাসনেরে সামান্য নৌকায়
সে নদীর বিষম ওড় খায়
গেলে প্রাণ হবি নাশ
থাকবি অপযশ পারে।
যদি সাজাও প্রেমের তরীরে ॥
কারণ সমুদ্দুর পারে
গেলে পায় অধর চাঁদেরে
কারণ সমুদ্দুর পার হয়ে গুরুর,
যা রে লালন সৎগুরুর বাক ধ'রে ॥

৮৮

গুরু-রূপের পুলক ঝলক দিচ্ছে যার অন্তরে।
কিসের আবার ভজন-সাধন লোক-জানিত করে ॥
বকের ধরন-করণ তাহার হয়
দিক্-ছাড়া তার নিরিখ সদাই
ও সে পলক ভরে নিরিখ ধ'রে যায়
সে ভবপারে ॥
জ্যান্তে গুরু না পেলাম হেথা
ম'লে পায় সে কথার কথা
সাধক জানে গুরু মিলে না যথাতথা
সদাই দেখে ভজে তারে ॥
গুরু-ভক্তের তুল্য দিব কি
যে ভক্তিতে সাঁই থাকে রাজি
লালন বলে, গুরু-রূপে
নি-রূপ মানুষ ফেরে ॥

৮৯

পাখি কখন যেন উড়ে যায়।
বদ হাওয়া লেগে খাঁচায়॥
খাঁচার আড়া প'লো ধসে
পাখি আর দাঁড়াবে কিসে
এ ভাবনা ভাবছি বসে
চমক-জ্বরা বইছে গায়॥
কার বা খাঁচা, কে বা পাখি
ভেবে অন্ত নাহি দেখি
আমার এই আঙ্গিনায় থাকি
আমারে মজাইতে চায়॥
আগে যদি যেত জানা
জঙ্গলা কভু পোষ মানে না
তবে উহার প্রেম করতাম না
লালন ফকির কেঁদে কয়॥

৯০

আছে দীন দুনিয়ার অচিন মানুষ একজনা।
কাজের বেলায় পরশমণি আর সময় কেউ চেনে না॥
নবী আলী এই দুজনে
কলমা-দাতা দল আরফিনে
বে-কালমায় যে অচিন জনে
পীরের পীর হয় চেন না[১]॥
যেদিন সাঁই নরেকারে
ভাসলেন একা একেশ্বরে

---

১ জান না

সেই অচিন মানুষ তারে
দোসর হ'ল ততখানা ॥
কেউ তারে জেনেছে দড়
খোদার ছোট নবীর বড়
লালন বলে নড়চড়
সে নইলে কুল পাবা না ॥

৯১

আমার[১] দেখে শুনে জ্ঞান হ'লো না[১]।
আমি কি করিতে কি করিলাম আমার দুগ্ধেতে মিশিল চোনা ॥
মদন রাজার ডঙ্কা ভারী
হলাম তার আজ্ঞাকারী
আমি যার মাটিতে বসত করি
চিরদিন তারে চিনলাম না ॥
রাগের আশ্রয় নিলে তখন
কি করিতে পারে মদন
আমার হল কামলোভী মন
মদন রায়ের গাঁটরী-টানা ॥
উপর হাকিম একদিনে
কৃপা করতেন নিজ গুণে
দীনের অধীন লালন ভনে
যেত রে মনের দোটানা ॥

৯২

ঐ রূপ তিলে তিলে জপ মন জুতে
ভুল না রে মন অন্য ভোলেতে ॥

১-১ ও মন দেখে শুনে ঘোর গেল না

গুরু রূপ ধিয়ানে রয়
কি করবে তারে শমন রায়
সে নেচে গেয়ে ভব পারে যায়
যায় সে গুরুর চরণ-তরীতে ॥
উপর বারি সদর-আলা
স্বরূপ রূপে করছে খেলা
স্বরূপ-গুরুর স্বরূপ-চেলা
কে আছে এই জগতে ॥
এমনি তায় অঙ্গ ভারী
গুরু বিনে নাই কাণ্ডারী
(ফকির) লালন বলে, ভাসাও তরীরে
যা করেন সাঁই কৃপাতে ॥

৯৩

মনরে, কবে ভবে সূর্যের যোগ হয় কর বিবেচনা
চন্দ্রকান্তি যোগ মাস অন্তে ভবে আছে জানা ॥
যে জাগে সেই যোগের সাথে
অমূল্য ধন পাবে হাতে
ক্ষুধা তৃষ্ণা যাবে তাতে
এমন ধন খুঁজলে না ॥
চন্দ্রকান্তি সূর্যকান্তি
ধরে আছে আলেক কান্তি
যুগল গত হও একান্তি
ঋবি উপাসনা ॥
অখণ্ড উল্লাস রতি
রসিকের প্রাণরসের প্রতি

লালন ভেবে কয়, সম্প্রতি
দেহ খুঁজে দেখ না ॥

৯৪

গুরুবস্তু চিনে নে না।
অপারের কাণ্ডারী গুরু
তা বিনে কূল কেউ পাবে না ॥
কি কার্য করিব বলে
এ ভবে আসিয়াছিলে
কি ছার মায়ায় র'লি ভুলে
সে কথা মনে প'লো না ॥
হেলায় হেলায় দিন গেল
মহাকালে ঘিরে এলো,
আর কবে কি করবি বলো,
রঙমহলে পড়লে হানা।
ঘরে এখন বইছে পবন
হ'তে পারে কিছু সাধন
সিরাজ সাঁই কয়, অবোধ লালন
এবার গেলে আর হবে না ॥

৯৫

জানগে যা গুরুর দ্বারে জ্ঞান উপাসনা।
কোন্ মানুষের কেমন কৃতি যাবেরে জানা ॥
পুরুষ পরশমণি
কালাকাল তার কি সে জানি
জল দিয়ে সব চাতকিনী
করে সান্ত্বনা ॥

যার আশায় জগৎ বিহালো
তার কি আছে সকাল বিকাল
তিলেকমাত্র না দিলে জল
ব্রহ্মাণ্ড রয় না ॥
বেদবিধির অগোচর সদাই
কৃষ্ণপদ্ম নিতি উদয়
লালন বলে, মনের দ্বিধায়
দেখে দেখ না ॥

৯৬

এক ফুলে চার রঙ ধরেছে।
ও সে ভাব-নগরে ফুলে কি আজব শোভা করেছে।
মূল ছাড়া সে ফুলের লতা,
ডাল ছাড়া তার আছে পাতা,
এ বড় অকৈতব কথা
প্রত্যয়[১] হবে[১] কই কার কাছে ॥
কারণ বারির মধ্যে সে ফুল
ভেসে বেড়ায় একূল ওকূল
শ্বেত-বরন এক ভ্রমরা ব্যাকুল
সে ফুলের মধুর আশে ॥
ডুবে দেখ মন দেল-দরিয়ায়
যে ফুলে নবীর জন্ম হয়
সে ফুল তো সামান্য নয়
লালন কয়, যার মূল নাই দেশে ॥

১-১ কে পর ভাবে

৯৭

ও সে ফুলের মর্ম জানতে হয়।
যে ফুলে অটল বিহার বলতে[১] লাগে বিষম ভয়॥
ফুলে মধু প্রফুল্লতা
ফলে তার অমৃত-সুধা
এমন ফুল দীন দুনিয়ায় পয়দা
জানিলে দুর্গতি যায়॥
চিরদিনে সেহি যে ফুল
দীন দুনিয়ার মোকবুল
যাতে পয়দা দীনের রছুল
মালেক সাঁই যার পৌরুষ গায়॥
জন্মপথে ফুলের ধ্বজা
ফুল ছাড়া নাই গুরুপূজা
সিরাজ সাঁই কয়, এ ভেদ বুঝা
লালন ভেড়ের কার্য নয়॥

৯৮

নরেকারে ভাসছে রে এক ফুল।
বিধি বিষ্ণু হর আদি পুরন্দর
তাদের সে ফুল হয় মাতৃফুল
বল[২] কি সে[২] ফুলের গুণ-বিচার
পঞ্চমুখে সীমা দিতে নারে হর
যারে বলে মূলাধার, সেই ত অধর
ফুলে আছে ধরা সমতুল॥

১ শুনতে ২-২ কি বলিব সেই

লীলে[১] নিত্য পাত্রস্থিত সেই ফুলে
সাধকের মূল বস্তু এ ভূমণ্ডলে
সে যে বেদের অগোচর যে ফুলের নগর
সাধুজনা ভেবে করেছেন[২] রে[২] উল ॥
কোথা[৩] সেই বৃক্ষ, কোথায় সে ডাল,[৩]
তরঙ্গের উপরে ফুল ভাসছে চিরকাল,
সে যে কখন এসে ফুলে মধু খায় সে অলি
লালন বলে চাইতে গেলে দেয় ভুল ॥

৯৯

কে ভাসায় ফুল প্রেমের ঘাটে।
অপার মহিমা তার ফুলের বটে ॥
যাতে জগতের গঠন
সে ফুলের হল না যতন
বারে বারে তাইতে ভ্রমণ
ভবের হাটে ॥
মাস অন্তে ফোটে সে ফুল
কোথায় গাছ তার কোথায় রে মূল
জানিলে তাহার উল
ঘোর যায় ছুটে ॥
গুরুকৃপা যার হইল
ফুলের মূল সেই চিনিল
লালন মহাভেড়ো প'লো
ভক্তি ঘটে ॥

১ লীলা ২-১ করেছে ৩-৩ কোথায় বৃক্ষ হা রে কোথায় রে তার ডাল

১০০

এ কি আজগবি এ[১] ফুল।
ও তার কোথায় বৃক্ষ কোথায় আছে[২] মূল॥
ফুটেছে ফুল মন-সরোবর
শূন্য গোফায় ভ্রমরা তার
কখন মিলন হয় রে দোঁহার
রসিক হ'লে জানা যায় রে স্থূল॥
সাম্বু[৩] বিম্বু নাইরে ফুলে
মধুকর কেমনে খেলে
পড়ো সহজ প্রেমস্কুলে[৪]
জ্ঞানের উদয় হবে, যাবে ভুল॥
শনি শুক্র এরা দুইজন
সে ফুলে হইল সৃজন
সিরাজ সাঁই বলেরে, লালন
ফুলের ভ্রমর কে তা কর্‌গা উল॥

১০১

ঠাওর নাই মোর মন-কাণ্ডারী।
বুঝি তিরো ধারায় এবার ডুবাই তরী॥
যেমন মাঝি দিশেহারা,
তেমনি দাঁড়ী মাল্লা তারা,
এরা কে কোন্ দিকে বয়
কেউ কারো বশ নয়,
পারে যাওয়া কঠিন হ'লো ভারি॥

১ এক ২ আছে রে ৩ শুম্বু ৪ ইস্কুলে

এক নদীর তিন বইছে ধারা,
নাইকো নদীর কূল-কিনারা,
ও সে বেগে তুফান ধায়
দেখে লাগে ভয়,
ভাসিয়েছি ডিঙ্গা উপায় কি করি ॥
কোথায় হে দয়াল হরি
এসে আমার হও কাণ্ডারী
তব স্মরণ লয়ে
তরণী ভাসিয়ে যাই,
অধীন লালন বলে, বুঝি বিপাকে মরি ॥

১০২

যেদিন ডিম্বভরে ভেসেছিলেন সাঁই।
সেদিন কে হ'লো তার সঙ্গী কাহারে শুধাই ॥
পয়ার রূপ ধরিয়ে সে
দেখা দিল ঢেউতে ভেসে
কি নাম তাহার[১] পাইনে[১] দিশে
আগম ইসারায় বলে কহে তাই ॥
সৃষ্টি না করিল যখন
কে ছিল তার আগে তখন
শুনতে অ-সম ভাব সে বচন,
একের কুদরতে দুজনে তারাই ॥
তারে না চিনিতে পারি
অধর কেমনে ধরি,
লালন বলে, সেই যে নূরী
খোদার ছোট নবীর বড় কেহ কয় ॥

১-১ তারো না পাই

১০৩

একি আশমানী চোর ভাবের শহর লুটছে সদায়।
ও তার আসা-যাওয়া কেমন রাহা কে দেখেছো বল আমায়॥
শহর বেড়ে অযুত দোরে
মাঝখানে ভাবের মন্দিরে
সেই নিগম জায়গায়, ও তার পবন দ্বারে
চৌকি ফেরে রে, এমন ঘরে চোর আসে যায়॥
এক শহরে চব্বিশ জেলা,
দাগছে রে কামান দুবেলা (বলিয়ে জয় জয়)
ধন্য চোরে এ ঘাট মারে রে—
রাখে না সে কাহারো ভয়॥
মন-বুদ্ধির অগোচর চোরা,
বললে কি প্রত্যবি তোরা
আজ আমার কথায়; সাঁই লালন বলে,
ভাবুক হলে ধাক্কা লাগে তাহারি গায়॥

১০৪

কে কথা কয় রে দেখা দেয় না।
নড়ে চড়ে হাতের কাছে খুঁজলে
জনম ভোর মেলে না॥
খুঁজি তারে আশমান জমি
আমারে চিনিনে আমি
এ ত বিষম ভোলে ভ্রমি
আমি কোন্ জন, সে কোন্ জনা॥
রাম রহিম বলছে সেজন
সে জনা কি বায়ু হুতাশন

শুধালে তার অন্বেষণ
মূর্খ দেখে কেউ বলে না ॥
আমার হাতের কাছে হয় না খবর
কি দেখতে যাও দিল্লী শহর
সিরাজ সাঁই কয়, লালন রে তোর
সদায় মনের ভ্রম যায় না ॥

১০৫

আল্লা বলো মন রে পাখি।
ভবে কেউ কারো দুখের নয় রে দুখী ॥
ভুলোনারে ভব ভ্রান্ত কাজে
আখেরে এসব কাণ্ড মিছে,
মন রে, আসতে একা যেতে একা,
একা এ ভব পিরিতের ফল আছে কি ॥
হাওয়ায় বন্ধ হ'লে কিছুই নাই
বাড়ির বাহির করে সবাই,
(মন রে) কেবা আপন পর কে তখন
দেখে শুনে খেদে ঝরছে আঁখি ॥
গোরের কিনারে যখন লয়ে যায়,
কাঁদিয়ে সবাই জীবন ছাড়তে চায়
ফকির লালন বলে, কারো গোরে
কেউ তো যায় না, থাকতে হয় একাকী ॥

১০৬

সামান্যে কি তার মর্ম জানা যায়।
হৃদ্-কমলে ভাব দাঁড়ালে অজান খবর আপনি হয়।

দুগ্ধে জলে মিশাইলে
বেছে খায় রাজহংস হ'লে
কারো সাধ যদি যায়, সাধন-বলে
হয় সে হংসরাজের ন্যায় ॥
মানুষে মানুষের বিহার
মানুষ হলে দৃষ্ট হয় তার
সে কি বেড়ায় দেশদেশান্তর
পিঁড়েয় পেড়োর খবর পায়।
পাথরেতে অগ্নি থাকে
বের করতে হয় ঠুকনি ঠুকে
দরবেশ সিরাজ সাঁই দেয় অমনি শিক্ষে
বোকা লালন সঙ নাচায় ॥

১০৭

মানুষ-তত্ত্ব যার সত্য হয় মনে।
সে কি অন্য তত্ত্ব মানে ॥
মাটির ঢিবি, কাঠের ছবি
ভূত ভাবি সব দেব আর দেবী
ভোলে না সে এসব রূপী,
ও যে মানুষ-রতন চেনে ॥
জিন-ফেরেস্তার খেলা,
পেঁচো পেঁচি আলা ভোলা—
তার নয়ন হয় না ভোলা,
(ও সে) মানুষ ভজে দিব্যজ্ঞানে ॥
ফেও-ফেঁপি ফেকসা যারা
ভাকা-ভুকোয় ভোলে তারা,

লালন তেমনি চটা-মারা
ও ঠিক দাঁড়ায় না একখানে ॥

১০৮

স্বরূপ রূপে নয়ন দেরে।
দেখবি সে রূপের রূপ, কেমন সে রূপ ঝলক মারে ॥
স্বরূপ বিনে রূপ দেখা
সে তো কেবল মিথ্যা ধোঁকা,
সাধকের লেখাজোখা
স্বরূপ-শক্তি সাধন-দ্বারে ॥
অবতার আর অবতরি,
দুই রূপে যুগল তারি,
তাহে রূপ চড়ন-দারী
রূপের রূপ বলি যারে ॥
শূন্য ধ্যানের ধ্বজা স্বরূপ
তারে আজ ভাবিও বে-রূপ,
সিরাজ সাঁই বলেরে, রূপ
সাধবি লালন কেমন করে ॥

১০৯

চাঁদ আছে চাঁদ-ঘেরা।
আজ কেমন করে সে চাঁদ ধরবি গো তোরা ॥
লক্ষ লক্ষ চাঁদে করেছে শোভা,
তাহার মাঝে অধর চাঁদের আভা,
একবার দৃষ্টি ক'রে দেখি
ঠিক থাকে না আঁখি,
রূপের কিরণে চমকে পারা ॥

রূপের গাছে চাঁদ-ফল ধরেছে তায়,
থেকে থেকে ঝলক দেখা যায়,
ও সে চাঁদের বাজার দেখে
চাঁদ ঘুরনি লাগে,
দেখিস দেখিস, পাছে হোস্‌নে জ্ঞানহারা ॥
আলেক নামে শহর আজব কুদরতি
রেতে উদয় ভানু, দিবসে বাতি
যেজন আলের খবর জানে দৃষ্ট হয় নয়নে
লালন বলে, সে চাঁদ দেখেছে তারা ॥

১১০

অনেক ভাগ্যের ফলে সে চাঁদ কেউ দেখতে পায়।
অমাবস্যে নাই সে চাঁদে দ্বি-দলে তার কিরণ উদয় ॥
বিন্দুমাঝে সিন্ধুবারি,
মাঝখানে তার শূন্য গিরি,
অধর চাঁদের শূন্য পুরী,
সেই তো তিল-প্রমাণ জাগায়[১] ॥
যেথা রে সেই[২] চন্দ্র ভুবন,
দিবারেতের নাই আলাপন
কোটি চন্দ্র জিনি কিরণ
বিজরী সঞ্চারে সদায় ॥
দরশনে দুঃখ হরে
পরশনে সোনা[৩] করে
এমনি সে চাঁদের মহিমা
লালন ডুবে ডোবে না তায় ॥

---

১ জায়গায় ২ সে ৩ পরশ

১১১

চাঁদে চাঁদে চন্দ্রগ্রহণ হয়।
সে যোগের উদ্দীপন যে জানে, সে-ই সে মহাশয়॥
চাঁদ রাহু চাঁদেরি গ্রহণ,
সে বড় করণ কারণ
বেদ পড়ে তার ভেদ-নিরূপণ
ও তুই পাবিরে কোথায়॥
উভয় যেন বিমুখ থাকে,
মাস-অন্তে সুদৃষ্টি দেখে,
মহাযোগ তার গ্রহণ-যোগে
বলতে লাগে ভয়॥
ও সে কখন রাহু-রূপ ধরে
কোন চাঁদে কোন চাঁদ ঘেরে,
লালন বলে, স্বরূপ-দ্বারে
লীলে[১] জানা যায়॥

১১২

জানা চাই অমাবস্যে চাঁদ থাকে কোথায়।
গগনে চাঁদ উদয় হলে দেখে যে আছে যথায়॥
অমাবস্যের মর্ম্ম না জেনে
বেড়াই তিথি নক্ষত্র গুনে,
প্রতি মাসে নবীন চাঁদ সে,
মরি এ কি ধরে কায়॥
অমাবস্যে আর পৌর্ণমাসী[২]
কি ধর্ম্ম[৩] হয় কারে জিজ্ঞাসি

১ জানলে ২ পুণ্যমাসী ৩ সম

তোমরা যে জান সে বলো বলো
মন জুড়াই আজ সেথায় ॥
সাতাশ নক্ষত্র হয় গণন
স্বাতী নক্ষত্রের যোগ কখন
না জেনে অধীন লালন
সাধক নাম ধরে বৃথায় ॥

১১৩

দেখরে দিন রজনী কোথা হতে হয়।
কোন্ পাকে দিন আসে ঘুরে কোন্ পাকে রজনী যায় ॥
কয় দমে দিন চালাচ্ছে বারি,
কয় দমে রজনী আখেরি,
আপন ঘরের নিকাশ ক'রে
যে জানে সে মহাশয়।
রাত্রদিনের খবর নাইরে যার
কিসের একটা উপাসনা তার
নাম গোয়ালা কাজি সার[১]
ফকিরি তার তেমনি[২] প্রায় ॥
সামান্যেতে[৩] কি যাবে জানা
কারিকরের কিবা গুণপনা
অধীন লালন বলে তিনটি তারে
অনন্ত রূপ কল খাটায় ॥

১১৪

নিচে পদ্ম চড়ক বাণে যুগল মিলন চাঁদ চকোরা।
সূর্যের সুসঙ্গে কমল
কিরূপে হয় যুগল মিলন

১ ভক্ষণ ২ অমনি ৩ বাইরে খুঁজে

জান না মন হ'লি কেবল
কামাবেশে মাতোয়ারা ॥
স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ নাহি
নপুংসক যে সেহি
যে লিঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডের উপর
কি দিব তুলনা তাহার
রসিক জনা জানছে এবার
অরসিকের চমৎকারা ॥
সামর্থ্যারে পুণ্য জেনে
বসে আছ সেই গুমানে
যে রতিতে হ'য়ে মতি
সে রতির কেমন আকৃতি
যারে বলে সুধার পতি
ত্রিলোকেরো সেই নেহারা ॥
শুনি শুক্ল চম্পকলি
কোন্ স্বরূপ কাহারে বলি
ভৃঙ্গ রতির কর নিরূপণ
চম্পকলির গুণী যে জন
ভাব অনুসারে বলেছে লালন,
কি যাবে তায় ধরা ॥

১১৫

মায়েরে ভজিলে হয় সে বাপের ঠেকানা।
নিগম বিচারে সত্য তাই গেল জানা ॥
পুরুষ পরবাদিকার[১]
অঙ্গে ছিল প্রকৃতি তার

---

১ পরওয়ারদেগার

প্রকৃতি প্রকৃতি সংসার
সৃষ্টি সব জনা ॥
নিগম খবর নাহি জেনে
কেবা সে মায়েরে চেনে
যাহার[১] দীন হুনিয়ার ভার[১]
দিলেন রব্বানা ॥
ডিম্বমধ্যে কেবা ছিল
বার হ'য়ে কারে দেখিলো
লালন কয় সে[২] ভেদ যে পেলো
ঘুচিল দিনকানা ॥

১১৬

মধুর দিল-দরিয়ায় যেজন ডুবেছে।
সে না সব খবরে জবর হয়েছে ॥
অগ্নি যৈছে ভস্মে ঢাকা
অমৃত গরলে মাখা
সেইরূপে আছে রসিক সুজন
ডুবাইয়ে মন তার অন্বেষণ পেয়েছে ॥
যে স্তনের হুধ শিশুতে খায়
জোঁকে মুখ লাগিলে সেথা রক্ত পায়,
অধমে উত্তম উত্তমে অধম
যে যেমন তাই দেখতেছে ॥
হুগ্ধে জলে মিশলে যেমন
হংসরাজ করে ভক্ষণ
সেই হুগ্ধ বেছে ॥

১-১ যাহার ভার দীন হুনিয়ার ২ তার

সিরাজ সাঁই ফকির বলে,
লালন ঘুরে বেড়ায়
সব ফিকির না বুঝে ॥

১১৭

যারে ধ্যানে পায় না মহামুনি।
আছে সেই অচিন মানুষ মীনরূপ ধরিয়ে পানি ॥
আজব রঙের মীন বটে সে
সাত সমুদ্র জুড়ে আছে
সবার হাতের কাছে,
চিনতে পারে কোন্ ধনী ॥
করবে সমুদ্র নির্ণয়
কোন্ যোগে তার কোন্ ধারা বয়
যোগ চিনে ডুবলে তাতে
মীনকে ধরা যায় আপনি ॥
যোগ বুঝে মীন পড়ে ধরা
জানতে পাল্লে নদীর ধারা
সিরাজ সাঁই বলছে খাড়া,
লালন সে ঘাটে খায় চুবনি ॥

১১৮

নদীর তির ধারা বয় রে নদীর তির ধারা বয়।
উহার কোন ধারাতে কি ধন প্রাপ্তি হয় ॥
তারুণ্য কারুণ্য এসে
লাবণ্যেতে কখন মেশে
যার আছে মন এসব দিশে
সচেতন তারে বলা যায় ॥
শক্তি-তত্ত্ব পরম অর্থ সত্য সত্য যাহার হৃদয় ॥

তিন্ন ধারায় যোগানন্দ
কাহার সঙ্গে কি সম্বন্ধ
(তাই) জানলে ঘোচে মনের সন্দ,
প্রেমানন্দ বাড়ে সদায় ॥
আমার হ'ল মতি মন্দ,
সে পথে ডুবলো না মন্‌রায় ॥
কখন শুকনো নদী, কখন বরষা অতি
কোথারে সে কালের স্থিতি
সাধকে করেছে নির্ণয় ॥
আমি এ অভাগা লালন না জেনে ভাবতেছি কিনারায় ॥

১১৯

নরেকারে দুজন নূরী ভাসছে সদায়।
ঝরার ঘাটে যুগ অন্তরে হচ্ছে উদয় ॥
একজন পুরুষ একজন নারী,
ভাসছে সদাই বরাবরি
উপর-আলা সদর বারি
যোগ তাতে দেয় ॥
মাস অন্তে সেই দুইজনা
আবেশে হয় দেখাশুনা
জেনেছে সেই উপাসনা
কেউ ভাগ্যোদয়ে ॥
যে জানে সেই দুই নূরীকে
সিদ্ধ হবে যোগে জেগে
লালন ফকির পড়ল ফাঁকে
মনের দ্বিধায় ॥

১২০

থাক না মন একান্ত হয়ে।
গুরু গোসাঁইর বাক লয়ে॥
চাতকের প্রাণ যদি যায়
তবু কি অন্য জল খায়
উর্ধ্বমুখে থাকে সদায়
নবঘন জল চেয়ে।
তেমনি মত হলে সাধন সিদ্ধি
হবে এই দেহে॥
এক নিরিখ দেখ ধনি
সূর্যগত কমলিনী
দিনে বিকশিত তেমনি
নিশিতে মুদিত রহে।
তেমনি যেন ভক্তের লক্ষণ
একরূপে বাঁধে হিয়ে॥
বহু বেদ পড়াশুনা
সম্বিতে পায় রে মনা
সদা শিব যোগী সে না,
কিঞ্চিৎ ধ্যান করিয়ে শ্মশানে মশানে
ফেরে কিঞ্চিতের লাগিয়ে।
গুরু ছেড়ে গৌর ভজে
তাতে নরকে মজে
দেখ না পুঁথি পাথি
সত্য কি মিথ্যা কহে॥
মন তোরে বুঝাবো কত
লালন কয় দিন যায় বয়ে

১২১

কি শোভা দ্বি-দলময়।
মন-মোহিনী রূপ ঝলক দেয়॥
কিবা রে রূপের বাখানি
লক্ষ লক্ষ যন্ত্র জিনি
ফণী মণি সৌদামিনী
সে রূপের তুলনা নাই॥
সহজ সু-রাগের গোরা
রস-কূপে আছে ঘেরা
কিরণে চমকে পারা
দ্বি-দলে ব্যাপিত হয়॥
সে রূপ জাগে যার নয়নে
কি কাজ তার ও বেদ সাধনে
দীনের অধীন লালন ভনে
রসিক হলে জানা যায়॥

১২২

দেল-দরিয়ায় ডুবিলে সে দরের খবর পায়।
নইলে পুথি পড়ে পণ্ডিত হইলে কি হয়॥
স্বয়ং রূপ দর্পণে ধরে,
মানব রূপ সৃষ্টি করে, (হে)
দিব্যজ্ঞানী যারা
ভাবে বোঝে তারা
মানুষ ভজে কার্যসিদ্ধি ক'রে যায়॥
একেতে হয় তিনটি আকার
অযোনী সহজ সংস্কার (হে)

যদি ভব-তরঙ্গে তরো
মানুষ চিনে ধরো
দিনমণি গেলে কি হবে উপায়
মূল হইতে হয় ডালের সৃজন,
ডাল ধরলে হয় মূল অন্বেষণ (হে)
তেমনি রূপ হইতে স্বরূপ
তারে ভাবিয়ে বেরূপ
অবোধ লালন সদায় নিরূপ ধরতে যায়

১২৩

কোন সাধনে তারে পাই।
আমার জীবনের জীবন সাঁই ॥
সাধিলে সিদ্ধের ঘরে,
শুনিলাম সেও পায় না তারে,
মাধুর্যে মুক্তি পেলেও সে ব্যক্তি ঠকে যাবে
এমনি শুনিরে ভাই ॥
শাক্ত শৈব বৈরাগ্য ভাব
তাতে যদি হয় চরণ লাভ
তবে দয়াময় কেন সর্বদায়
বিধি ভক্তি বলে ছুষিল তায় ॥
গেলনারে মনের ভ্রান্ত
পেলাম না সেই ভাবের অন্ত
বলে মূঢ় লালন ভবে এসে
মন কি করিতে না জানি কি ক'রে যাই ॥

১২৪

এ বড় আজব কুদরতি।
আঠার মোকামের মাঝে জ্বলছে একটি রূপের বাতি॥
কি বারে কুদরতি খেলা
জলের মাঝে অগ্নি জ্বালা
খবর জানতে নয় নিরালা,
নীরে ক্ষীরে আছে জ্যোতি॥
ছনি মণি লাল জহরে
সে বাতি রেখেছে ঘিরে,
তিন সময় তিন যোগে[1] ধরে,[1]
যে জানে সে মহারথী॥
থাকতে বাতি উজ্জ্বলাময়,
দেখ না[2] যার বাসনা হৃদয়,
লালন কয়, কখন কোন্ সময়
অন্ধকার হবে বসতি॥

১২৫

কি সাধনে আমি পাই গো তারে।
আমার মন অহর্নিশি চায় যাহারে॥
দান ব্রত তপ যজ্ঞ যত
তাহাতে সাঁই হয় না রত,
সাধু-শাস্ত্রে কয় সতত,
মনে কোন্‌টা জানি সত্য করে
পঞ্চপ্রকার মুক্তির বিধি,
অষ্টদশ প্রকারে সিদ্ধি,

১-১ যোগ সেই ঘরে ২ দেখতে

এ সকল[১] কয় হেতু-ভক্তি,
ইহার বশ নাই আলেক সাঁইজী মেরে
ঠিক পড়ে না প্রবর্ত্তের ঘর
সাধন সিদ্ধি হয় কি প্রকার,
সিরাজ সাঁই কয়, লালন তোমার
নজর হয় না কিছুই কোলের ঘোরে ॥

১২৬

কি সাধনে পাইগো তারে,
যার নাম অধর এই সংসারে
মুনি ঋষি হদ্দো হ'লো ধ্যান করে ॥
কেউ ফকির কেউ হচ্ছে যোগী,
কেউ মোহান্ত কেউ বৈরাগী,
কারও বা কথায় মন,
সুতায় দেও গিরে ॥
ব্রহ্মজ্ঞানী খ্রীষ্টানেরা
নামব্রহ্ম সার বলেন তারা
দরবেশে কয় বস্তু কোথায়
দেখ না রে।
গুরুতত্ত্ব বিধি শোনা যায়
তাও ত দেখি একরূপ সে নয়
লালন বলে, সে যা বোঝে
তাই করে ॥

১ সব

১২৭

মুখের কথায় কি সে চাঁদ ধরা যায়
রসিক না হ'লে।
সে চাঁদ দেখলে অমনি ত্রিজগৎ ভোলে ॥
সাম্ভু রসের উপাসনা
না জানিলে রসিক হয় না,
গজমোতি গোরোচনা,
নানা শস্য যাতে ফলে ॥
মনমোহিনীর মন-হরা
যে রসে পড়েছে ধরা,
জানতে পারে রসিক যারা,
অহিমুণ্ডে উভয় ধীর হ'লে ॥
নিগূঢ় প্রেম রস রতির কথা,
জেনে মুড়াও মনের মাথা,
কেন লালনে ঘুরিস বৃথা,
শুদ্ধ সহজ রাগের পথ ভুলে ॥

১২৮

হ'লাম না রে রসিক ভেয়ে।
না জেনে রসের ভেয়ান মরতে হল গরল খেয়ে ॥
গোঁসাইর লীলা চমৎকারা
বিষেতে অমৃত পোরা
অসাধ্যকে সাধ্য করা
ছুঁলে বিষ উঠে ধাইয়ে ॥
দুগ্ধে যেমন থাকে ননী
ভেয়ানে বিভিন্ন জানি

সুধা অমৃত বয় তেমনি
গরলে আছে ঢাকিয়ে ॥
দুগ্ধে জলে যদি মেশায়
হংস হ'লে সেই বেছে খায়
লালন বলে, আমি সদায়
আমোদ করি জল হৃদ নিয়ে

১২৯

নামে রসিক নাম ধরিয়ে
মন বেড়াও জগৎ মাতিয়ে।
ভাব জান না ভাবের ডোঙা
ভাঙ্গিলে মাটি গুতিয়ে ॥
পেয়েছ জলসেঁচা এক চাকুরি
জরিয়ে ধড়ি মেরে গুড়ি
সেঁচলি সুরু আখেরি
রসিক যারা চতুর তারা
আছে হাওয়ায় ফাঁদ পাতিয়ে ॥
নাদায় গুড় নাইরে মনা,
খাপ্‌রি ভাঙ্গা, ঘুরে বেড়িয়ে হ'ল না,
তুই গাড়ে পড়লি, চুবনি খেলি
তবু উঠিস্ কুত্‌কুতিয়ে ॥
পিচাশে স্বভাব রে তোর যায় না,
তোর কথায় দৈন্য কাজে শূন্য
মদন-রসে মগনা
লালন বলে, স্বভাব-গুণে হলি রে তুই বেজাতীয়ে ॥

১৩০

যে সাধন-জোরে কেটে যায় কর্ম-ফাঁসি।
যদি জানবি সে সাধনের[১] কথা হও গুরুর দাসী॥
স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গটি আর
নপুংসককে শাসিত কর
আছে যে লিঙ্গ ব্রহ্মাণ্ডের উপর
কর প্রকাশি॥
মারে মৎস্য না ছোঁয় পানি,—
রসিকের তেমনি করণি
ও সে আকর্ষণে আনে টানি
ক্ষীরোদ-শশী॥
কারণ-সমুদ্দুরের[২] পারে
গেলে পায় অধর চাঁদেরে;
ফকির[৩] লালন বলে, নইলে ঘুরে
মরবি চৌরাশী॥

১৩১

আজব এক রসিক নাগর ভাসছে রসে।
হস্তপদ নাইকো রে তার বেগে ধায় সে॥
সেই রসের সরোবর
তিলে তিলে হয় মা তার
উজান ভেটেন কল কেবা তার
ঘুরায় বশে॥

১ ধনের ২ কারণ-সমুদ্দুর ৩ অধীন

ডুবলে রে দেল-দরিয়ায়
সে রসের লীলা জানা যায়
মানব-জনম সফল হয়
তার পরশে ॥
তার বামে কুলকুণ্ডলী
যোগমায়া যারে বলি
লালন কয়, তার স্মরণ নিলে
যায় স্বদেশে ॥

১৩২

মুরশিদ রঙমহলে সদাই ঝলক দেয়।
যার ঘুচেছে মনের আঁধার
সেই দেখিতে পায় ॥
শতদল অন্তঃপুরী
আলিপুরে তার কাছারী
দেখিলে সে কারিগরি
হ'বি মহাশয় ॥
সজল উদয় সেই দেশেতে
অনন্ত ফল ফলে যাতে
প্রেম-পাতি-জাল পাতলে তাতে
অধর ধরা যায় ॥
রত্ন সে পায় আপন ঘরে
সে কি খোঁজে বাহিরে
না বুঝিয়ে লালন ভেড়ে
দেশ-বিদেশে ধায় ॥

১৩৩

বেদে কি তার মর্ম জানে।
যে রূপে সাঁইর লীলা-খেলা
আছে এই দেহ-ভুবনে॥
পঞ্চতত্ত্ব বেদের বিচার,
পণ্ডিতেরা করেন প্রচার,
মানুষ-তত্ত্ব ভজনের সার
বেদ ছাড়া বৈরাগ্যের মনে॥
গোলে হরি বললে কি হয়,
নিগূঢ় তত্ত্ব নিরালা পায়,
নীরে ক্ষীরে যুগলে রয়,
সাঁইর বারামখানা সেইখানে॥
পড়িলে কি পায় পদার্থ,
আত্মতত্ত্বে যারা ভ্রান্ত,
লালন কয়,[১] সাধু মোহান্ত,
সিদ্ধি হয় আপনারে চিনে॥

১৩৪

তিল পরিমাণ জায়গাতে কি কুদরতিময়।
একজন নাড়া জগৎজোড়া সেইখানেতে বারাম দেয়
আমি বলবো কি সেই নাড়ার গুণ-বিচার,
চার যুগে তার রূপ নর কেশব,
অমাবস্যা নাই সে দেশেতে,
দিন সেখানে সদাই রয়॥

১ বলে

ভাবের নাড়া ভাব দিয়ে বেড়ায়,
সে যা ভাবে সেই হয়ে দাঁড়ায়,
রসিক যারা বসে তারা
পেঁড়োর খবর পিঁড়েয় পায়॥
শতদল সহস্রদলের দল,
নাড়া ঠাকুর নাড়ছে সদাই ফল,
লালন বলে, জানি কবে
ফল ফেলিয়ে নাড়া যায়॥

১৩৫

না জানি কেমন রূপ সে।
নামের সৌরভে যার ত্রিভুবন মোহিত করেছে॥
দেখতে মনে হয় বাসনা
পাইনে তার উপাসনা
কোথায় বাড়ী কোথায় ঠিকানা,
খুঁজিয়ে পাব কোন্ দেশে॥
আকার কি সাকার ভাবিব,
নিরাকার কি জ্যোতিরূপ,
এ কথা কারে শুধাব,
সৃষ্টি করলেন কোথায় বসে॥
উপদেশে গোল যদি রয়
কি ভাবিয়ে কি করে যায়
গোলে হরি বললে কি হয়
লালন ভেবে পায় না দিশে॥

১৩৬

ও সে রূপের ঘরে অটল রূপ বিহারে
দেখ না তোরা।
ফণী মণি জিনি রূপের বাখানি
তুই রাগে আছে সেই রূপ হল করা।
যে জন অনুরাগী হয় রাগের দেশে যায়
রাগের তলা খুলে সে রূপ দেখতে পায়।
শুদ্ধ রাগেরি করণ বিধি বিস্মরণ
লীলা নিত্যের উপর রাগ নেহারা॥
ও সে অটল রূপ সাঁই
ভেবে দেখ তাই
সে রূপের তো কভু লীলা নৃত্য দেখায়।
যে জন পঞ্চতত্ত্ব নিল,
রূপে মজে সে কি জানে অটল রূপ কি ধারা॥
আছে রূপের দরজায় শ্রীরূপ মহাশয়
রূপের তালা ছোড়ান তার হাতে সদাই।
যে জন শ্রীরূপ গত হবে
তালা ছোড়ান পাবে
লালন বলে অধর ধরবে তারা॥

১৩৭

ষড় রসিক বিনে কেবা তারে চেনে
যার নাম অধরা।
শাক্ত শক্তি বুঝে সে রূপে যে মজে
বৈষ্ণবের বিষ্ণুরূপ নেহারা॥

বলে সপ্তপন্থীর মত সপ্তরূপ-বেষ্টিত
রসিকের মন নয় তাহে রত,
রসিকের মন রসেতে মগন
রূপ রস জানিয়ে খেলছে তারা
হলে[1] পঞ্চতত্ত্ব-জ্ঞান পঞ্চ রূপ বাখানি,
রসিক বলে সেও তো লীলে রূপ গণি,
বেদ বিধিতে যার লীলার নাই প্রচার
নিগুম শহরে সাঁইজী মেরা ॥
যেজন ব্রহ্মজ্ঞান হয় সেও ত কথায় কয়,
না দেখে নাম ব্রহ্মসার করে হৃদয় ;
স্বরূপ-দর্পণে রূপ দেখে নয়নে,
লালন বলে, রসিক দীপ্ত যারা।

১৩৮

মীনরূপে সাঁই খেলে।
রূপে দেখনারে প্রেম-নদীর জলে ॥
প্রেম-ডুবারু না হলে
মীন বেদনারে জ্বালে
ও সে খার করে মীন রয় চিরদিন
প্রেমসন্ধি খুলে ॥
প্রেম-নদীর তীর-সন্ধি
খুলতে পারে সেই বন্দী
প্রেম-ডুবারু হলে।
তবে সে মীন আসবে হাতে
আপনার আপনি চলে ॥

---

১ করে

স্বরূপ-শক্তি প্রেম-সিন্ধু
মীন অবতার দীনবন্ধু
সিরাজ সাঁই বলে, ও তুই শোনরে লালন
ম'লি এখন গুরু-তত্ত্ব ভুলে ॥

১৩৯

গুরুর দয়া যারে হয় সেই জানে।
যে রূপে সাঁইর লীলা-খেলা এ দেহ-ভুবনে ॥
জলে ডিম্ব আগের উপর
অখণ্ড প্রলয়ের মাঝার
বিন্দুতে সিন্ধু তাহার
ধারা ত্রিগুণে ॥
শহরে সহস্র পাড়া
ওই পথ তার এক মহড়া
আলেক ছায়ার পবন-ঘোড়া
ফিরছে সেইখানে ॥
হাতের কাছে আলেক শহর
রূপে রূপের হচ্ছে লহর
সিরাজ সাঁই কয়, লালন রে তোর
সদাই ঘুরে মনে ॥

১৪০

স্বরূপে রূপ আছে গিল্‌টি করা।
রূপ সাধন করলো স্বরূপ নিষ্ঠা যারা ॥
শতদল সহস্র-দলে
রূপ স্বরূপে ভাটা খেলে,

ক্ষণেক রূপ রয় নিরালে
নিরাকারা ॥
যদি রূপ বললে কি হয়,
রূপ সাধন তবে কি আর ভয়,
ছিল মন সে মহারাগের করণ,
স্বরূপ দ্বারা ॥
এসবে বলে স্বরূপ মণি
থাকনা বসে ভাব-ত্রিবেণী,
লালন কয়, সামাল ধনি,
সেই কিনারায় ॥

১৪১

কিবা রূপের ঝলক দিচ্ছে দ্বি-দলে।
সে রূপ দেখলে নয়ন যায় ভুলে ॥
ফণী-মণি-সৌদামিনী
জিনি এ রূপ উজ্জ্বলে ॥
অস্থি-চর্ম্ম-শূন্য রূপ
তাহে মহা রসের কূপ
বেগে ঢেউ খেলে।
ও তার একবিন্দু অপার সিন্ধু
হয়রে এই ভূমণ্ডলে ॥
দেহের দল পদ্ম যার,
উপাসনা নাই গো তার
তীর্থ ব্রত যার জন্য
এই দেহে তার সব লীলে ॥

রসিক যারা সচেতন,
রসরতি টেনে উজান
উজ্জ্বল রূপে উদয় খেলে।
লালন গোঁড়া নেংটি-এড়া
মিছে বেড়ায় রূপ বলে ॥

১৪২

না জেনে করণ কারণ কথায় কি হবে।
কথায় যদি ফলে কৃষি তবে বীজ কেন রোপে ॥
গুড় বললে কি মুখ মিঠা হয়
দিন না জানলে আঁধার কি যায়
তেমনি জেনো হরি বলায়
হরি কি পাবে ॥
রাজায় পৌরুষ করে
জমির কর সে বাঁচেনা রে
তেমনি সাঁইর একরারী কাজ রে
পৌরুষে ছাড়বে ॥
গুরু ধর খোদকে চেনো
সাঁইর আইন আমলে আনো
লালন বলে, তবে মন
সাঁই তোরে নিবে ॥

১৪৩

জানরে মন সেই রাগের করণ।
যাতে কৃষ্ণ বরণ হ'ল গৌর বরণ

শতকোটী গোপীর সঙ্গে
কৃষ্ণপ্রেম রসরঙ্গে,
সে যে টলের কার্য নয় অটল না বলায়
সে আর কেমন ॥
রাধারে কি ভাব কৃষ্ণেরো
কি ভাবে বশ গোপিকারো
সে ভাব না জেনে সে সঙ্গ কেমনে
পাবে কোন জন ॥
সাম্য রসের উপাসনা
না জানিলে রসিক হয় না
লালন বলে, সে যে নিগূঢ় করণ
ব্রজে অকৈতব ধন ॥

১৪৪

অন্তরে যার সদাই সহজ রূপ জাগে।
নাম বলুক না বলুক মুখে ॥
যার[২] কীর্তিকে[২] সংসার
নামের অন্ত নাই কিছু তার
বলুক যে নাম ইচ্ছে হয় যার
বলে যদি রূপ দেখে ॥
যে নয় গুরু রূপের আশ্রি
কুজন[৩] যেয়ে ভুলায় তারে
ধন্য যারা রূপ নেহারী
রূপ দেখে রয় ঠিক বাগে

১ সদায় ২-২ যার কর্তৃক ৩ দুর্জন

নামি চেয়ে রূপ নেহারা
সর্বজয় সিদ্ধি তারা
সিরাজ সাঁই কয়, লালন গোঁড়া
আ'লি গেলি কি লেগে ॥

১৪৫

কৃষ্ণ পদ্মেরি[১] কথা করোরে দিশে।
রাধা কান্তি পদ্মের উদয় হয় মাসে মাসে ॥
না জেনে সেই যোগ নিরূপণ,
রসিক নাম ধরা সে কেমন
অসময়ে চাষ করলে তখন
কৃষি হয় কিসে ॥
সামান্য বিচার কর
বিশ্বাস লইয়ে ধর
অমূল্য ফল পেতে পার
তাহে অনায়াসে ॥
শুনতে নাই আন্দাজী কথা
বর্তমানে জান হেথা
লালন কয়, সে জন্মলতা
দেখরে কিসে ॥

১৪৬

ঘরে বাস করি সে ঘরের খবর নাই।
চার যুগের ঘর চাবি আঁটা ছোড়ান পরের ঠাঁই।

১ পদ্মের

ঘর ছেড়ে ধন বাইরে খোঁজা
বয় সে যেমন চিনির বোঝা
পায়নারে সে চিনির মজা
বলদ যেই ছাই ॥
কলকাঠি যার পরের হাতে
তার ক্ষমতা কি জগতে
লেনা দেনা দিবারেতে
পরে পরে ভাই ॥
একি বেহাত আপন ঘরে
থাকতে রতন হই দরিদ্রে
দেয় সে রতন হাতে ধরে
তারে কোথায় পাই ॥
পর দিয়ে পর ধরাধরি
সে পর কৈ চিন্তে পারি
লালন বলে, হায় কি করি
না দেখি উপায় ॥

১৪৭

আমার ঘরের চাবি পরের হাতে।
কেমনে খুলিয়ে সে ধন দেখবো চক্ষেতে ॥
আপন ঘরে বোঝাই সোনা
পরে করে লেনা দেনা
আমি হলাম কর্মকানা
না পাই দেখিতে ॥
রাজী হলে দরোয়ানী
দ্বার ছাড়িয়ে দেবেন তিনি

তারে বা কৈ চিনি শুনি
বেড়াই কুপথে ॥
এই মানুষে আছেরে মন
যারে বলে মানুষ-রতন
লালন বলে, পেয়ে সে ধন
পারলাম না গো চিনতে ॥

১৪৮

খুঁজে ধন পাই কি মতে পরের হাতে
ঘরের কলকাঠি।
শতেক তালা আঁটা মান কুঠী ॥
শব্দের ঘর নিঃশব্দের কুঁড়ে
সদায় তারা আছে জুড়ে
দিয়েছি বের নজরে
ঘোর টাটী ॥
আপন ঘরে পরের আমি
দেখলাম না রে তার বাড়িঘর
আমি বেহুঁশ মুটে রে কার
মোট খাটি ॥
থাকতে রতন আপন ঘরে
একি বেহাত আজ আমারে
ফকির লালন বলেরে,
মিছে ঘরবাটী ॥

১৪৯

আছে রে ভাবের গোলা আশমানে তার মহাজন কোথা।
কে জানে কারে শুধাই সেই কথা ॥

জমিনেতে মেওয়া ফলে
আশমানে বরিষন হ'লে
কমে না কোন কালে
তার নেতা ॥
রবি শশী সৃষ্টির কারণ
সেই গোলায় হ'য়ে ধারণ
আছেরে সে দুজন
যে যথা ॥
ধন্য ধনীর ধন্য কারবার
আমি দেখলামনা রে তার বাড়ীঘর
লালন কয়, জন্ম আমার
যায় বৃথা ॥

১৫০

দেখনা রে ভাব-নগরে ভাবের ঘরে ভাবের কীর্তি।
জলের ভিতরে রে জ্বলছে বাতি ॥
ভাবের মানুষ ভাবের খেলা
ভাবে বসে দেখ নিরালা
নীরেতে ক্ষীরেতে ভেলা
বয়ে জুতি ॥
জ্যোতিতে রতির উদয়
সামান্যে কি তাই জানা যায়
তাতে কত রূপ দেখা যায়
লাল মতি ॥
যখন নিঃশব্দ শব্দেরে খাবে
তখন ভাবের খেলা ভেঙে যাবে

লালন কয়, দেখবি তবে
কি গতি ॥

১৫১

করেছে কি শোভা সাঁই রঙমহলে।
অজান রূপে দিচ্ছে ঝলক
দেখলে নয়ন যায় গো ভুলে ॥
জলের মধ্যে কলের কোঠা,
সপ্ততালা আয়না আঁটা
তার ভিতরে রূপের ছটা,
মেঘে যেমন বিজরি খেলে ॥
লাল জরদ আর ছনিমণি,
বেড়ে সে রূপের কণি,
দেখতে শোভা যায় অমনি
তারার মালা চাঁদের গলে ॥
অনুরাগে যার বাঁধা হৃদয়
তারই সে রূপ চক্ষে উদয়
এড়াইবে শমন দায়
লালন ম'ল অবহেলে ॥

১৫২

কে বানালে এমন রঙমহলখানা।
হাওয়া দমে দেখ তারে আসল চেনা ॥
বিনাতেলে জ্বলছে বাতি,
দেখতে যেমন মুক্তামতি,

জলময় তার চতুর্ভিতি
মধ্যে খানা ॥
তিল পরিমাণ যায়গা সে যে,
হদ্দো রঙ্ তাহার মাঝে,
কালায় শোনে অন্ধ দেখে
ন্যাংড়ার নাচনা ॥
যে গঠিল এ রঙমহল,
না জানি তার রঙ্‌টি কেমন,
সিরাজ সাঁই কয়, নাইরে লালন
তার তুলনা ॥

১৫৩

দিল-দরিয়ায় ডুবে দেখ না।
অতি অজান খবর যাবে জানা ॥
আলখানার শহর ভারি,
তাহে আজব কারিগুরি,
উত্তরায় পানি নাই ভিটে ডোবে ভাই,
কি প্রতারি এ কারখানা ॥
ত্রিবেণীর পিছন ঘাটে,
বিনে হাওয়ায় সোজা ছোটে,
ও সে বোবায় কথা কয় কালায় শুনতে পায়,
আধলাতে পরখ করছে সোনা ॥
কহিবার যোগ্য নয় সে কথা
সাগরে ভাসে জগৎ-মাতা
লালন বলে, সে মার উদরে পিতা
জন্মে পত্নীর দুগ্ধ খেলে সে না ॥

১৫৪

মেরে সাঁইর আজব লীলেখেলা তা কেউ বুঝতে পারে।
কালায় শোনে অন্ধ দেখে এই ভাব-নগরে॥
ন্যাংড়া সে নেচে বেড়ায়
অন্ধ জনায় সব দেখেরে।
মরা করে তাজা আহার ধ'রে ধ'রে॥
জল নাই দেখি সত্য,
ভাসে পদ্ম সেই পুকুরে।
এ বড় রহস্য-কথা বোলবো কারে॥
খাঁচায় কৌতর[1] নাই তার
উড়ছে পাখি নিরন্তরে।
সিরাজ সাঁই কয়, দেখরে লালন দেখ নজরে॥

১৫৫

হায় কি আজব কল বটে।
কি ইসারায় টিপে দেয় অমনি ছবি যায় উঠে॥
অগ্নি জল হতে সে কল
সদা নাচে ভিতরিতে।
ধড়্‌ফড়্‌ ক'রে চলছে ছবি, কোন টিপে দাঁড়ায় হেঁটে।
হু হু শব্দে ধূম উঠছে কল ফেটে।
একজনা সে ভিতর ঝোঁকে, তার জাগা ঐ বারপিটে॥
দমের ঘরে রয়েছে সকল কলের মূল গুটে।
লালন বলে, সব অকারণ কখন সে কল যায় কেটে॥

১ কবুতর

১৫৬

যে জন হাওয়ার ঘরে ফাঁদ পেতেছে।
ঘুচেছে তার মনের আঁধার
সে যে দিক্ ছাড়া নিরিখ বেঁধেছে॥
হাওয়া দমে বেঁধে ভেলা,
উর্ধ্বে নলে চলা-ফেরা,
বহু সাধন-গুণে কেউ দেখেছে॥
হাওয়া দ্বারে দম কুঠরি,
মাঝখানে অটল-বিহারী,
শূন্য বিহার শূন্য পুরী
কলকাঠি তার ব্রহ্মদ্বারে আছে॥
মন ছুটে প্রেম-ফাঁসি করে,
জ্ঞান শিকারী শিকার ধরে,
ফকির লালন কয়, অতি বিনয় ক'রে,
সে ভাব ঘটলো না মোর হৃদয়-মাঝারে

১৫৭

কয় দমেতে বাজে ঘড়ি করবে ঠিকানা।
কয় দমে আজ দিন রজনী চলছে বল না॥
দেহের খবর যে জন করে
অনেক রূপ সে দেখতে পারে,
অনেক দম হাওয়ায় চলেরে
কি আজব কারখানা॥
দেহ-তলায় ঘড়ি ঘোরে,
শব্দ হয় শব্দের ঘরে,
ও আর কলকাঠি মুকুলের দ্বারে
দমে আসল চেনা॥

দমের সঙ্গে কর সম্মিলন
অজান খবর জানবি রে মন
বিনয় ক'রে বলছে লালন,
ঠিকের ঘর ভুলো না ॥

১৫৮

সাঁই দরবেশ যারা,
আপনারে ফানা করে অধরে মিশায় তারা
মন যদি আজ হওরে ফকির,
নেও জেনে সেই ফানার ফিকির
ধরো অধরা।
ফানার ফিকির না জানিলে
ভস্ম মাখা হয় মসকরা ॥
কূপ জলে সে গঙ্গাজল
পড়িলে সে হয়রে মিশাল
উভয় একধারা।
তেমনি জেনো ফানার করণ
রূপে রূপ মিশল[১] করা
মুরশিদ রূপ আর আলেক নূরী
এক মনে কেমনে করি
দুই রূপ নেহারা।
লালন বলে, রূপ সাধনে
হ'সনে যেন ঠিকহারা ॥

১ মিলন

১৫৯

যদি ফানার ফিকির জানা যায়।
খোদরূপ ফানা ক'রে খোদে খোদা হয় ॥
খোদা-রূপ খোদ করে ধারণ
অকৈতব সে করণ কারণ,
আই থাকিতে হইলে মরণ
ফানার যোগ্য করণ তাইরি কয় ॥
একে একে জেনে চেনা
চার রূপ করিতে হয় ফানা
একরূপে করে ভাবনা
এড়াইবে সেই শমন-দায় ॥
না জানিলে ফানার করণি,
করণ তার ঐ মিথ্যা জানি,
সিরাজ সাঁই কয়, অর্থ বাণী
দেখরে লালন মজে মুরশিদের পায়

১৬০

শুদ্ধ প্রেম রসিক বিনে চিনে[১] কে তায়[১]।
যার নাম আলেক মানুষ আলেকে রয় ॥
রসিক রস অনুসারে
নিগূঢ় ভেদ জানতে পারে
রতিতে মতি ঝরে
মূল খণ্ড হয় ॥
নীরে নিরঞ্জন আমার
আধ-লীলে করে প্রচার

১-১ কে তারে পায়

হোলে আপন জন্মের বিচার
সব জানা যায় ॥
আপনার জন্ম-লতা
খুঁজগে তার মূলটি কোথা
লালন কয়, হবে সেথা
সাঁইর পরিচয় ॥

১৬১

করি কেমন[১] শুদ্ধ সহজ প্রেম সাধন।
প্রেম সাধিতে ফাঁপরে ওঠে কামনদীর তুফান ॥
প্রেমরত্নধন পাবার[২] আশে
ত্রিবেণীর[৩] ঘাট বাঁধিলাম কসে
কামনদীর এক ধাক্কা এসে
যায় বাঁধন ছাঁদন ॥
বলবো কি সেই প্রেমের কথা
কাম হ'লো সেই প্রেমের লতা[৪]
কাম ছাড়া প্রেম যথাতথা
নাইরে আগমন ॥
পরমগুরু প্রেমপীরিতি
কামগুরু হয় নিজ পতি
কাম ছাড়া প্রেম পায় কি গতি
তাই ভাবে লালন ॥

১৬২

সামান্যে কি সে প্রেম হবে।
গুরু পরশিলে আপনি প্রেম উদয় দিবে ॥

১ কেমনে ২ পাওয়ার ৩ ত্রিপিনের ৪ নতা

যে প্রেমে রাই হরে কৃষ্ণের মন,
অকৈতব সে প্রেমেরি করণ,
যোগ্য অনুসর মর্ম জানে তার
অযোগ্য পাত্রে কি সে ভাব সম্ভবে
বলবো কি সেই প্রেমের বাণী,
কামে থেকে হয় নিষ্কামী,
সে যে শুদ্ধ সহজ রস করিয়ে বিশ্বাস,
দোঁহার মন করে দোঁহার ভাবে ॥
কমলিনী প্রফুল্ল-বদন,
সে যে লক্ষ যোজন অন্তে দোহার প্রেম,
একান্তে লালন কয়,
রসিকের তেমনি প্রেম-ভাব ॥

১৬৩

সে প্রেম গুরু জানাও আমায়।
আমার মনের কৈতব-আদি যাতে ঘুচে যায় ॥
দাসীকে আজ নিদয় হয়ো না,
দাও হে কিঞ্চিৎ প্রেম উপাসনা,
ব্রজের জলদ কালো গৌরাঙ্গ হলো কোন্ প্রেম সেধে,
সে বাঁকা শ্যামরায় ॥
পুরুষ কোন্ দিন সহজ ঘটে,
তাই জানলে সন্দ যায় মিটে,
তবে ত জানি প্রেমের করণি,
সহজে সহজে লেনা-দেনা হয় ॥
কোন্ প্রেমে সব গোপীর দ্বারে,
কোন্ প্রেমে শ্যাম রাধার পায় ধরে,

বলো বুঝায়ে হে গুরু গোসাঁই,
দীন অধীন লালন বিনয় করে কয় ॥

১৬৪

শুদ্ধ প্রেম না দিলে ভজে কে আর পায়।
ও সে না মানে আচার না মানে বিচার,
প্রেমের রসে রসিক সে দয়াময় ॥
জান না মন শুষ্ক কাষ্ঠে
কবে তার মালঞ্চ ফোটে,
ওমনি প্রেম নাই যার ওমনি কষ্টে,
সে নিজ সুখ সাধনা বলিদান দেয় ॥
সে প্রেমের প্রেমী যারা
ফণী যেন মণিহারা,
দেখলে তার মুখ হৃদয়ে বাড়ে সুখ,
আমার দয়ালচাঁদ তাহারে থাকে সদয় ॥
যোগেন্দ্র মণীন্দ্র আদি,
যোগ সেধে না পায় যে নিধি,
প্রেম দিয়ে আর বাঁধলে গোপীরে
লালন বলে, সে প্রেম কি ঘটবে আমার

১৬৫

মন রে, সামান্য কি তারে পায়।
শুদ্ধ প্রেম ভক্তির বশ দয়াময় ॥
কৃষ্ণের আনন্দ-পুরে
কামী লোভী যেতে নারে

শুদ্ধ ভক্তি ভক্তের দ্বারে
সে চরণ-কমল নিকটে যায় ॥
বাঞ্ছা থাকলে সিদ্ধি মুক্তি
তারে বলে হেতু-ভক্তি
নি-হেতু ভক্তের রতি
সবে মাত্র দীননাথের পায় ॥
ব্রজের নিগূঢ় তত্ত্ব গোসাঁই
রূপেরে সব জানালো তাই
লালন বলে, মোর সাধ্য নাই
সে দলে যে মত রসিক মহাশয় ॥

১৬৬

শুদ্ধ প্রেম সাধলে যারা কামরতি রাখিলে কোথা।
বলগো রসিক রসের মাফিক ঘুচাও আমার মনের ব্যথা ॥
আগে উদয় কামের রতি
রস-আগমন গতি তারি সাথী
সেই রসে হ'য়ে স্থিতি
খেলছে মানুষ প্রেমদাতা ॥
মন জানে সে রসের করণ
নয়রে সে প্রেমের ধরন
হৃদয়-জলে হয়রে স্মরণ
কথায় কেবল বাজী জিতা ॥
মনের অবাধ্য যে জন
আপনার আপনি ভুলে সে জন
ভেবে কয় ফকির লালন,
ডাকলে সে তো কয়না কথা ॥

১৬৭

গৌর-প্রেম অথাই আমি ঝাঁপ দিয়েছি তায়।
এখন আমার প্রাণ বাঁচাবার করি কি উপায়॥
ইন্দ্র বারি শাসিত করে
উজান ভাটা বাইতে পারে
সে ভাব আমার নাই অন্তরে
কোট সাধি কথায়॥
একে সে প্রেম-নদীর জলে
থাই মেলে না নোঙর ফেলে
বেহুঁশারে নাইতে গেলে
কাম-কুমীরে খায়॥
গৌর-প্রেমের এমনি লেঠা
আসতে কাটা যেতে কাটা
না বুঝে মুড়ালাম মাথা
অধীন লালন কয়॥

১৬৮

শুদ্ধ প্রেমরাগে সদায় থাকরে আমার মন।
সোঁতে গা ঢালান দিও না বেয়ে যাও উজান॥
নিভাইয়ে মদন-জ্বালা
অহিতুণ্ডে[১] করগে খেলা
উভয় নেহার ঊর্ধ্বতালা
প্রেমের এই লক্ষণ॥
একটা সাপের দুটো মণি[২]
দুই মুখে কামড়ালে তিনি

১ মুণ্ডে   ২ ফণি

প্রেম-বাণে বিক্রমি[১]
তার সনে দেও রণ ॥
মহারস মুদিত কমলে
প্রেম শৃঙ্গারে নেওরে খুলে
আত্ম সামাল সেই রণকালে
কয় ফকির লালন ॥

১৬৯

যে যাবি আজ গৌর-প্রেমের হাটে।
তোরা আয় না মনে হ'য়ে খাঁটি যেন যাসনে চোটেফাটে
প্রেম-সাগরের তুফান ভারি
ধাক্কা লাগে ব্রহ্মপুরী
কর্ম্মযোগে ধর্ম্মতরী
কারো কারো তাতে বেয়ে ওঠে ॥
চতুরালি থাকলে বলো
প্রেমযাজনে বাধবে ফলো
হারিয়ে সে সে দুটি কুল
কাঁদাকাটি লাগাবে পথে ঘাটে ॥
আগে পাছে সুখ হয়
সয়ে বয়ে কেঁউ যদি রয়,
লালন বলে, প্রেম পরশ পায়
সামান্য মনে কি মন তাই ঘটে ॥

১৭০

প্রেম কি সামান্যেতে রাখা যায়।
প্রেমে মজলে ধর্ম্মাধর্ম্ম ছাড়তে হয় ॥

১ বিক্রমে

দেখরে সেই প্রেমের লেগে
হরি দিলো দাসখত লিখে
ষড়ৈশ্বর্য তেজ্য করে
কাঙ্গাল হয়ে ফেরে নদীয়ায়॥
ব্রজে ছিল জলদ কালো
প্রেম সেধে গৌরাঙ্গ হ'লো
সে প্রেম কি সামান্য বলো,
যে প্রেমেরো রসিক দয়াময়॥
প্রেম পীরিতের এমনি ধারা,
এক মরণে দুইজন মরা
ধর্মাধর্ম যায় না তারা
লালন বলে, প্রেমের রীতি তাই॥

১৭১

শুদ্ধ প্রেমের প্রেমী মানুষ যে জন হয়।
মুখে কথা ক'ক বা না ক'ক
নয়ন দেখলে চেনা যায়॥
মণিহারা ফণী[১] যেমন[১]
প্রেম রসিকের দুটি নয়ন,
কি দেখে কি করে সেজন
কে তাহার অন্ত পায়॥
রূপে নয়ন ক'রে খাঁটি,
ভুলে যায় সে নামমন্ত্রটি
চিত্রগুপ্ত তার পাপ-পুণ্যি
কিরূপ লেখে খাতায়॥

১-১ ফণীর মত

গুরুজী কয় বারে বারে,
শোনরে লালন বলি তোরে,
তুমি[1] মদন-রসে বেড়াও[2] ঘুরে
সে প্রেম মনে কই দাঁড়ায়

১৭২

ও সে প্রেম করা কি কথারি কথা।
প্রেমে মজে হরির হ'লো গলায়ে কেতা॥
একদিন রাধে মান করিয়ে,
ছিলেন ধনি শ্যাম তেজিয়ে,
মানের দায়ে শ্যাম যোগী হয়ে,
মুড়ালে মাথা॥
আরেক প্রেমে মজে ভোলা
শ্মশানে মশানে খেলা
গলে শক্তি হাড়ের মালা
পাগল অবস্থা॥
রূপ সনাতন উজীর ছিল,
প্রেমে মজে ফকির হ'লো
লালন বলে, এমনি যেন
প্রেমের ক্ষমতা॥

১৭৩

জানি মন প্রেমের প্রেমী কাজে পেলে।
পুরুষ-প্রকৃতি-স্বভাব থাকতে কি প্রেম রসিক বলে।

---

১ তুই ২ বেড়াস

মদন-জ্বালায় ছিন্নভিন্ন
প্রেম প্রেম বলে জগৎ জানানো,
অ-হকদারে[১] রসিক মান্য,
ঘুসকি জারি প্রেম-টাকশালে ॥
সহজ সুরসিক জনা,
শুষায়[২] শোষে বাণ ছাড়ে না,
সে প্রেমের সন্ধি জানা যায় না
ম'রে না ডুবিলে ॥
তিনরসে প্রেম সেধে[৩] হরি,
শ্যাম অঙ্গ গৌরাঙ্গ তারি,
লালন বলে বিনয় করি,
সেই রসে প্রেম-রসিক খেলে ॥

১৭৪

প্রেম জান না প্রেমের হাটে বোলাবোলা ।
ও তার কথায় দেখি ব্রহ্ম-আলাপ
মনে গলদ ষোলকলা ॥
বেশ করে সে বোষ্টমগিরি,
রস নাহি তার গুমর ভারি,
হরিনামের ঢুঢু তারি,
তিন গাছি তার জপের মালা
খাঁদা-বাঁধা ভূত চালানি,
সেইটে বটে গণ্য জানি,
ও তোর সাধুর হাটের ঘুসঘুসানি,
প্রেমগুণে পাও জ্বালা ॥

১ অ-হিকদার ২ শোসায় ৩ সাধলে

তার মন মেতেছে মদন-রসে,
সদাই থাকে সেই আবেশে,
লালন বলে, মিছে মিছে
লবলবানি প্রেম উতলা ॥

১৭৫

বিদেশীর প্রেম কেউ কোরো না।
আগে ভাব জেনে প্রেম করো
যাতে ঘুচবে মনের যাতনা ॥
ভাব দিলে বিদেশীর ভাবে,
ভাবে ভাব কভু না মিশিবে,
শেষে পথের মাথায় গোল বাধাবে[১]
কারো সাথে কেউ যাবে না ॥
এক দেশের মানুষ যদি হয়
তার[২] সনে করিগো প্রণয়[২],
ও সে বিদেশী আর জঙ্গলা টিয়ে
কখন পোষ মানে না ॥
নলিনী আর সূর্য্যের প্রেম যেমন,
সেই প্রেমের ভাব নেও রসিক সুজন,
অধীন লালন বলে, ঠকলে আগে
কাঁদলে শেষে সারবে না ॥

১৭৬

রাধার তুলনা পিরিত সামান্য কেহ যদি করে।
মরে বা না মরে পাপী অবশ্য যায় ছারেখারে ॥

১ বাধিয়ে ২-২ মনে করলে পাই সময় সময়

কোন্ প্রেমে সে ব্রজপুরী
বিভোরা কিশোর-কিশোরী
কে পাইবে গন্ধ তারই
কিঞ্চিৎ ব্যক্ত গোপীর দ্বারে ॥
গোপী অনুগত যারা
এবে সে প্রেম জানবে তারা
তাদের কামের ঘরে সুরকি মারা
মরায় মরে ধরায় ধরে ॥
পুরুষ-প্রকৃতি স্মরণ
থাকতে কি হয় প্রেমের করণ
সিংহের দায় দিয়ে লালন
শৃগালের কাজ করে ফেরে ॥

১৭৭

পিরিতি অমূল্য নিধি।
বিশেষ বিশ্বাস মতে কারো হয় যদি ॥
এক পীরিতি শক্তিপদে
মজেছিল চণ্ডী-চাঁদে
জানলে সে ভাব মন্‌কে বেঁধে
ঘুচে যেতো পথের বিবাদী ॥
এক পীরিত ভবানীর সনে
মজে ছিল পঞ্চাননে
রহিল ত্রিভুবনে কিঞ্চিৎ ধ্যানে
মহাদেব সিদ্ধি ॥
এক পীরিতি রাধার অঙ্গ
পরশিয়ে শ্যাম গৌরাঙ্গ

কর লালন এমনি সঙ্গ
কহে সিরাজ সাঁই নিরবধি ॥

১৭৮

মন আমার না জেনে মজনা পীরিতে।
জেনে শুনে করগে পীরিত শেষ ভাল যাতে ॥
ভবের পীরিত ভূতের কীর্তন
ক্ষণেক বিচ্ছেদ ক্ষণেক মিলন
অবশেষেতে[১] হবে[১] মরণ
তেমাথা পথে ॥
পীরিতের হয় বাসনা
সাধুর কাছে জানগে চেনা
লোহা যেমন পরশে সোনা
হবি সে মতে ॥
এক পীরিতের বিভাগ চলন
কেউ স্বর্গে কেউ নরকে গমন
জেনে শুনে বলছে লালন
এই জগতে ॥

১৭৯

চারিটি চন্দ্র ভাবের ভুবনে।
ও তার দুটি চন্দ্র প্রকাশ্য হয়
তাই জানে অনেক জনে ॥
যে জানে সে চন্দ্র-ভেদ কথা
বলবো তার কি ক্ষমতা,

১ অবশেষে বিপাকে

ও সে চাঁদ ধরে পায় চাঁদ অন্বেষণ,
যে চাঁদ কেউ না পায় গুণে ॥
একচন্দ্রে চারচন্দ্র মিশে রয়,
ক্ষণেক ক্ষণেক বিভিন্ন রূপ হয়,
ও সে মণির কোঠায় খবর জানগে,
সকল খবর সেই জানে ॥
ধরতে চায় মূল চন্দ্র কোন্ জন,
গরল চন্দ্র করো নিরূপণ,[১]
সিরাজ[২] সাঁই কয়, দেখরে লালন
বিষামৃত মিলনে ॥

১৮০

চেয়ে[৩] দেখনারে মন দিব্য নজরে।
চারি চাঁদ দিচ্ছে ঝলক মণিকোঠার ঘরে ॥
হ'লে সেই চাঁদের সাধন
অধর চাঁদ পায় দরশন পায় রে,
চাঁদেতে চাঁদের আসন
রেখেছে ফিকিরে ॥
চাঁদে চাঁদ ঢাকা দেওয়া
চাঁদে দেয় চাঁদের খেওয়া দেয় রে,
জমিনেতে ফলছে মেওয়া
(ও সে) চাঁদের রূপ[৪] ঝরে ॥
নয়ন-চাঁদ প্রসন্ন যার
সকল চাঁদ দৃষ্ট[৫] হয় তার[৫] হয় রে
অধীন লালন বলে, বিপদ আমার
গুরু-চাঁদ ভুলে রে ॥

১ অন্বেষণ ২ দরবেশ সিরাজ ৩ তোরা ৪ সুধা ৫-৫ হয় গো নেহার

১৮১

চাঁদ-ধরা ফাঁদ জান না মন।
নেহার নাই তোমার লাফালাফি[১] সার,
একবার লাফ দিয়ে ধরতে যাও গগন॥
সামান্য রূপের[২] গণ্য পাবে কে,
শুদ্ধ[৩] প্রেম রসের রসিক যে,
ও সেই প্রেম কেমন, করো নিরূপণ,
প্রেমের সন্ধি জেনে থাকো চেতন॥
ভক্তিপাত্র সিঁড়ি[৪] করো রে নির্ণয়,
মুক্তিদাতা এসে যথা বারাম দেয়,
নইলে হবে না প্রেম উপাসনা,
মিছে জল বাড়িয়ে হবে মরণ॥
মুক্তিদাতা আছেন নয়নের অজান,
ভক্তিপায়ে সিঁড়ি দেখ বর্তমান,
মুখে দীন দীন বল, সিঁড়ি ধরে চল,
সিঁড়ি ছাড়লে ফাঁকে পড়বি লালন॥*

১৮২

কি আজব কলে রসিক বানিয়েছে কোঠা।
শূন্যভরে পোস্তা করে তার উপরে ছাদ আঁটা॥
অনন্ত কুঠরি থরে থর,
চারিদিকে আয়না-মহল তার,

১ নাচানাচি ২ রসে তার ৩ কেবল ৪ আগে

* রবীন্দ্র-সদনে রক্ষিত খাতাতেও এই পদটিতে লালনের ভণিতা পাওয়া যায়; কিন্তু অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের সংকলনে এটি মদনের পদ বলিয়া নির্দিষ্ট।

হাওয়ার পথ নাই রূপ দেখা যায়,
মণি-মাণিকের ছটা ॥
যেদিন যাবে রসিক চাঁদ সরে,
হাওয়া প্রবেশ হবে সেই ঘরে,
নিভাইবে রসের বাতি
ভেঙ্গে যাবে সব ঘটা ॥
দেখিতে বাসনা যার হয়,
দিল-দরিয়ায় ডুবলে দেখা যায়
লালন বলে, কল ছুটিলে
দেখবি[১] আর মনরে[১] কেটা ॥

১৮৩

দেখলাম কি কুদরতিময়।
বিনা[২] বীজে আজগবি গাছ চাঁদ ধরেছে তায় ॥
নাই সে গাছের আগাগোড়া
শূন্যভরে আছে খাড়া
ফল[৩] ধরে তার ফুলটি[৩] ছাড়া
দেখে ধাঁধাঁ হয় ॥
বলবো কি সেই গাছের কথা
ফুলে মধু ফলে সুধা
সৌরভেতে হরে ক্ষুধা
দরিদ্রতা যায় ॥
জানলে[৪] গাছের অর্থবাণী
চেতন বটে সেহি ধনি
গুরু বলে তারে মানি,
লালন ফকির কয় ॥

১-১ কারে আর দেখাবি ২ বিনে ৩-৩ ফুল ধরে তার ফলটি ৪ জেনলে

১৮৪

নীলে দেখে লাগে ভয়।
নৌকার উপর গঙ্গা বোঝাই
ডাঙ্গায় বয়ে যায়॥
'আব-হায়াত' নাম গঙ্গা সে যে,
সংক্ষেপে কেউ দেখ বুঝে,
পলকে পাহাড় ভাসে
পলকে শুকায়॥
ফুল ফোটে তার গঙ্গাজলে
ফল ধরে তার অচিন দলে
যুক্ত হয়ে ফলে ফুলে
তাতে কথা কয়॥
গাঙ-জোড়া এক মীন ঐ গাঙে,
খেলছে খেলা পরম রঙ্গে
লালন বলে জল শুকালে
মীন যাবে হাওয়ায়॥

১৮৫

চাতক-স্বভাব না হলে।
অমৃত মেঘের বারি কথায় কি মেলে॥
শুধু মুখের কথায় নয় রে॥
মেঘে কত করে[১] ফাঁকি
তবু চাতক মেঘের ভুখি
তেমনি নিরিখ রাখলে আঁখি
সাধক বলে॥

---

১ রে

চাতকেরি এমনি ধারা—
অন্য বারি খায় না তারা
তৃষ্ণায় জীবন যায় গো মারা
মেঘের জল না হ'লে॥
মন হয়েছে পবন গতি
উড়ে বেড়ায় দিবারাতি
লালন বলে, গুরু-প্রীতি
ও মন রয় না সুহালে॥

১৮৬

বিনে মেঘে বরষে বারি।
শুদ্ধ রসিক হলে মর্ম জানে তারি॥
ও তার নাই সকাল বিকাল
নাহি তার কালাকাল
অবধারি॥
মেঘ মেঘেতে সৃষ্টির কারবার
তারাও সকল ইন্দ্র রাজার
আজ্ঞা কারী॥
নীরসে সুরস ঝোরে
সবাই কি তা জানতে পারে
সাঁইর কারিগুরি।
ও তার একবিন্দু পরশে
সে জীব অনায়াসে
হয় অমরি॥

১ বিনে

ব্রহ্মাণ্ডের জীবন বারি
হতে শাপ বিমোচন
হয় সবারি ॥
দরবেশ সিরাজ সাঁই কয়,
লালন চিনে তার মহাজন
থাক নেহারি ॥

১৮৭

অমৃত বারি, সে বারি অনুরাগ নইলে কি যাবে ধরা।
যে বারি পরশ হইলে হবে ভবের করণ সারা ॥
বারি নামে বার এলাহি
নাইরে তার তুলনা নাহি
সহস্রদল পদ্মে সেহি
অমনি মৃনাল-গতি বহে ধারা ॥
ছায়াহীন এক মহামুনি
আমি বলবো কি রে তার করণি
প্রকৃতি হইয়ে জিনি
হইলেন বারি সেধে অমর গোরা ॥
আশমানে বরিষণ হইলে,
দাঁড়ায় জল মৃত্তিকা-স্থলে
লালন ফকির ভেবে বলে,
ও সে মাটি চিনবে ভাবুক যারা ॥

১৮৮

বারি যোগে চারি তালা খেলছে খেলা মন-কমলে।
মনের খবর মন জানে না
এ বড় আজব কারখানা,

মত্তমদে জ্ঞান থাকে না
হাত বাড়াই চাঁদ ধরবো বলে ॥
সর্ব শাস্ত্রে আছে ঠেকা
মন দিয়ে সব লেখাজোখা
কোথা মনের ঘর-দরজা
কোথা সে মনের রাজা
বয়ে বেড়াই পুঁথির বোঝা
আপনার আপনি ভুলে ॥
মন-কমলে বাড়ে কাশি
জোয়ার ভাটা দিবানিশি
অমাবস্যা পৌর্ণমাসী
মনের পরে সব কারসাজি
সুধা বরষে রাশি রাশি
মন জানে না সেরূপ লীলে ॥
চারি ভেয়ান যে করেছে
গুরুকৃপা তার হ'য়েছে
বহিছে কারুণ্য-বারি
তা হেরে অটলবিহারী
লালন বলে, মরি মরি
মনেরে বুঝাই কোন্ ছলে ॥

১৮৯

সামান্যে কি অধর চাঁদ পাবে।
যার লেগে হল যোগী দেবের দেব মহাদেবে
ভাব জেনে ভাব না দিলে তখন
বৃথা যাবে সে ভক্তি ভজন

রাঙ্গা যদি হয় সে চরণ
ভাব দে না সে ভাবে ॥
যে ভাবে সব গোপিনীরা
হয়েছিল পাগলপারা
চরণ চিনে তেমনি ধারা
ভাব দিতে (তায়) হবে
নি-হেতু ভজন গোপিকার,
তাইতে সদায় বাঁধা নটবর
লালন বলে, মনরে তোমার
মরণ ভব-লোভে ॥

১৯০

ওগো জ্যান্তে মরা সে প্রেম-সাধনে তা কি পারবি তোরা
সে প্রেমে কিশোরী কিশোর মজেছে তুজনে।
কামের কামী নিষ্কামিনী হয়
কামরূপে কামশক্তির আশ্রয়
তার সন্ধি জানা বড়ই সে নয়
জীবের মনে ॥
পাইলে রে অরুণ-কিরণ,
কমলিনী প্রফুল্ল-বদন
ওমনি গতি সে দলে
আকর্ষণে চলে ॥
সমর্থা আর সাম্ভু রসের মান
উভয় জানে সমানে সমান
লালন ফকির ফাঁকে ফেরে
কঠিন দেখে শুনে ॥

১৯১

যে প্রেমে শ্যাম গৌর হয়েছে,
সামান্য তার মর্ম জানা কি সাধ্য আছে।
না জেনে যে প্রেমের অর্থ,
আন্দাজী প্রেম ক'রছে কতো,
মরণ-ফাঁসি নিচ্ছে সে তো,
পস্তাতে পাছে ॥
মারে মৎস্য না ছোঁয় পানি,
হাওয়া ধরে বয় তরণী,
ওমনি জেনে প্রেম করণি,
রসিকের কাছে ॥
গোসাঁই অনুসন্ধি যারা
এবে সে প্রেম জানবে তারা
লালন ফকির পাগলপারা
সে প্রেম-লালসে ॥

১৯২

প্রেমের সন্ধি আছে তিন।
ষড় রসিক বিনে জানা হয় কঠিন ॥
প্রেম প্রেম বল্লে কি হয়,
না জানে[১] সে প্রেম-পরিচয়,
আগে সন্ধি বোঝ প্রেমে মজ,
সন্ধি হ'লে সে মানুষ অচিন ॥
পঙ্ক্ষ জলে ফুল সন্ধি
বিন্দু আদ্য মূল তার শুষ্ক সিন্ধু

১ জেনে

ও যে সিন্ধু-মাঝে আলেক পেচে
উদয় হচ্ছে সদায় রাত্রদিন ॥
সরল প্রেমের প্রেমিক হ'লে
চাঁদ ধরা যায় সন্ধি খুলে,
ভেবে লালন ফকির পায় না ফিকির
হয়ে আছে সদায় ভজনহীন

১৯৩

মরে ডুবতে পারলে হয়।
যদি মরা ভেসে উঠে কি সে ফল তায় ॥
মরা তো অনেকে মরে,
ডোবা কঠিন হয় গভীরে,
মাটি নাই প্রেম-সরোবরে,
ডুবতে হবে স্বরূপ রূপ আশ্রয়
গুরু যদি জানায় তারে,
তবে মরা জানতে পারে,
শমন-জ্বালা যাবে দূরে,
মানব-জনম সফল নিশ্চয় ॥
ডোবে না মন উঠে কেঁদে,
ডুবাতে চায় কলসি বেঁধে,
খেদে লালন বলছে কেঁদে,
না জানি কোন্ ঘাটে লাগায় ॥

১৯৪

মন রতি সে রিপুর বশে রাত্রদিনে।
মনের গেল না স্বভাব কিসে মেলে ভাব সাধুর মনে

নিজগুণে যা করে সাঁই,
তা বিনে আর ভরসা নাই,
জানাও মোর মনের ভক্তি
জোর যেরূপ মনে ॥
আমি বলি শ্রীচরণ যদি মনে হয়,
কখন ওমনি উঠে হয়
দুষ্ট সে সময়
যেদিক টানে।
দিনে দিন ফুরায়ে গেলো
রঙমহল অন্ধকার হ'লো,
লালন বলে, হায়
করি কি উপায় তো দেখিনে ॥

১৯৫

মনের হ'ল মতি মন্দ।
তাইতে রইলাম আমি জন্ম অন্ধ ॥
ভব রঙ্গে থাকি মজে
ভাব দাঁড়ায় না হৃদয়-মাঝে,
গুরুর দয়া হবে কিসে
দেখে ভক্তি-বিহীন পশুর ছন্দ ॥
ত্যেজিয়ে রে সুধা রতন,
গরল খেয়ে ঘটায় মরণ,
আমি মানিনে সাধু গুরুর চরণ,[1]
তাইতে মূল হারায়ে শেষ হইবে[2] ধন্দ

১ বচন ২ হই রে

বাল্য বৃদ্ধ সকলি কয়
সাধুচিত্ত আনন্দময়
লালন বলে, আমার সদায়
যায় না মনের নিরানন্দ ॥

১৯৬

কারে দিব দোষ, নাহি পরের দোষ
মনের দোষে আমি প'লাম রে ফেরে ॥
আমার মন যদি বুঝিত
লোভের দেশ ছাড়িত,
লয়ে যেত আমায় বিরজা-পারে ॥
মনের গুণে কেহ হ'লো মহাজন
ব্যাপার করে পেলো অমূল্য রতন,
আমারে মজালি[১] অবোধ মন,
আমি পারের সম্বল কিছুই না গেলাম ক'রে ॥
অন্তিম কালের কালে কিনা জানি হয়,
একদিন তা ভাবলে না অবোধ মনুরায়
মনে ভেবেছ দিন এমনি বুঝি যায়,
সকল জানা যাবে যেদিন শমনে ধরে ॥
কামে চিত্ত হত মন রে আমার,
সুধা ত্যেজে গরল খায়[২] সে বেসোমার,[৩]
(দরবেশ) সিরাজ সাঁই কয়, লালন রে, তোমার
বুঝি ভগ্ন দশা ভারি[৪]
ঘটলো আখেরে ॥

১ ডুবালি ২ খেয়ে ৩ বেশুমার ৪ বড়

১৯৭

আমি কি দোষ দিব কারে রে।
আমার[১] মনের দোষে আমি প'লাম ফেরে রে ॥
সুবুদ্ধি সু-স্বভাব গেলো,
কাকের স্বভাব মনের হ'লো
ত্যজিয়ে অমৃত ফল
মাকাল ফলে মন মজিল রে ॥
যে আশায় এই ভবে আসা,
তাতে[২] হ'ল ভগ্ন দশা,[২]
ঘটিল রে[৩] কি দুর্দশা—
(আমার) ঠাকুর গড়তে বানর হল রে ॥
গুরুবস্তু চিনলি নে মন,
অসময়ে কি করবি তখন,
বিনয়[৪] করে বলছে[৪] লালন,
(আমার) যজ্ঞের ঘৃত কুত্তায় খেলো রে ॥

১৯৮

মন বিবাগী বাগ মানে না রে।
যাতে অপমৃত্যু হবে তাই সদাই করে ॥
কিসে হবে আমার ভজন সাধন,
মন হ'ল না আমার মনেরি মতন,
দেখে শিমুল ফুল, সদাই বেয়াকুল
(মনকে) বুঝাইতে নারি জনম ভরে ॥

১ আপন ২-২ হল না তার রতি মাষা, ভাঙ্গলো রে আশার বাসা
৩ এ ৪-৪ সিরাজ সাঁই কয় অবোধ

মনের গুণে কেহ মহাজন হয়,
ঠাকুর হয়ে কেহ নিত্য পূজা খায়,
আমার এই মনে ত আমায় করলে হত তুকূলো,
হারালাম মনেরি ফেরে ॥
মনের মত মনকে পেলাম না,
কিরূপে আজ করি সাধনা,
লালন বলে, আমি হ'লাম পাতালগামী
কি ক'রতে এসে, গেলাম কি ক'রে ॥

১৯৯

মন, তোরে আজ ধরতে পারতাম হাতে।
দেখতাম হারে মন কি মনা করে সদায় আলসে মাতে ॥
ও মন সদায় বল আর ভুলবো না
তিলেক তা ঠিক থাকে না,
তুষ্ট লালসা দোষে মনা
মজালি আমারে নানান মতে ॥
কি কব বেহাত আমার,
নইলে কি মন এ তাল তোমার,
আমি পাইনে গুনে তালের শুমার,
কোন্ তালে আমায় নাচাও কোন্ পথে ॥
ক্রমে তনু পল ভাটি,
আর কবে মন হবা খাঁটি
লালন বলে, নারদ-কাঠি
বাজলে অমনি নেচে ওঠ তাতে ॥

২০০

মানুষ লুকাইল কোন শহরে।
এবার মানুষ খুঁজে পাইনে গো তারে ॥
ব্রজ ছেড়ে নদেয় এলো,
তার পূর্বান্তরে খবর ছিল,
এবে নদে ছেড়ে কোথা গেল,
যে জানো বল মোরে ॥
স্বরূপে সেই রূপ দেখা
যেমন চাঁদের আভা
এমনি মতো থেকে কোথা
প্রভু ক্ষণেক ক্ষণেক বারাম দেয় রে ॥
কেউ বলে তার নিজ ভজন,
করে নিজ দেশে গমন,
মনে মনে ভাবে লালন,
এবার নিজ দেশ বলি কারে ॥

২০১

আব-হায়াতের নদী কোনখানে।
আগে জেন্দা পীরের খান্দানে যাও দেখিয়ে দিবে সন্ধানে
মওলার মহিমারে এমনি
সেই[১] নদীতে হয় অমৃত পানি
তার এক রতি পরশে শুনি
অমর হবে সেই জনে ॥
সেই নদীর পিছল ঘাটা,
কত চাঁদ কোটালে খেলছে রে ভাটা,

১ ও সে

দীন দুনিয়ায় জোড়া একটা
মীন আছে তার মাঝখানে ॥
আব-হায়াতের মর্ম যে জন পায়,
উপাসনার সীমা তাইরি হয়,
সিরাজ সাঁইর আদেশে
অধীন লালন ফকির তাই ভণে ॥

২০২

কে[১] বোঝে তোমার অপার লীলে।
তুমি আপনি আল্লা ডাকো আল্লা বলে ॥
নরেকারে তুমি নূরী
ছিলে ডিম্ব অবতারি
তুমি সাকারে সৃজন, গঠলে ত্রিভুবন
আকারে চমৎকার ভাব দেখালে ॥
নিরাকার নিগম ধ্বনি
সেও ত সত্য সবাই জানি,
তুমি আগমের কুল, দীনের রসুল
আবার আদমের ধড়ে জান হইলে ॥
আত্মতত্ত্ব জানে যারা,
নিগূঢ় লীলা দেখছে তারা
ও সে নীরে নিরঞ্জন, অকৈতবের ধন,
লালন খুঁজে বেড়ায় বন-জঙ্গলে ॥

১ সাঁই কে

২০৩

কে তাহারে চিনতে পারে।
এসে মদীনায় তরীক যে জানালে এ সংসারে ॥
সবে বলে নবী নবী
নবী কি নিরঞ্জন ভাবি
দেল ধুড়িলে জানতে পাবি,
আহামদ নাম হ'ল কারে ॥
তার মর্ম সে না যদি কয়
কার সাধ্য কে জানিতে পায়
তাইতে আমার দীন দয়াময়
মানুষরূপে ফেরে ঘোরে ॥
*[নকী এহবাত যে বোঝে না
মিছে রে তার পড়াশোনা
লালন কয়, ভেদ উপাসনা
না জেনে চটকে মারে ॥] *

২০৪

মদীনায় রসুল নামে কে এল ভাই।
কায়াধারী হয়ে কেনে তার ছায়া নাই॥
কি দিব তুলনা তারি
খুঁজে পাইনে এ সংসারে,
মেঘে যারো ছায়া ধরে
ধুপের সময়ে ॥

রবীন্দ্র-সদনে রক্ষিত খাতার অতিরিক্ত পাঠ

ছায়াহীন যাহারো কায়া
ত্রিভুবনে তারো ছায়া
এ কথার মর্ম নেওয়া
অবশ্য চাই ॥
কায়ার শরীর ছায়া দেখি
যার নাই সে লা-শরিকী
লালন বলে তাও হয় কি
বলতে ডরাই ॥

২০৫

দেখরে আমার রসুল যার কাণ্ডারী এই ভবে।
ভাব-নদীর তুফানে তার কি নৌকা ডোবে ॥
ভুলোনা মন কারো ধোঁকায়,
চ'ড়ে[1] সেই তরীকের নৌকায়
বিষম ঘোর তুফানের দায়
বাঁচবি ওরে[2] ॥
তরীকতের নৌকাখানি
এস্ক নাম তার বলায় শুনি
বিনে হাওয়ায়[3] চলছে ওমনি
*[রাত্র দিবে ॥
সে নৌকা যে না চড়ি
কেমনে দিব ভব পাড়ি
লালন বলে, এহি ঘড়ি
দেখ না মন ভেবে ॥]*

১ চড় ২ তবে ৩ হাওয়ায়

* রবীন্দ্র-সদনে রক্ষিত খাতার অতিরিক্ত পাঠ

২০৬

নবী না চিনলে কিসে খোদার ভেদ পায়।
চিনিতে বলেছে খোদে সেই দয়াময় ॥
জানবি পারের কাণ্ডার
জেন্দা সে চার যুগের উপর,
মরছনি নাম তার
সেই জন্যে কয় ॥
কোন্ নবী হইল ওফাত,
কোন্ নবী অন্দর হায়াত,
নেহাজ ক'রে জেনলে নেহাত
যাবে সংশয় ॥
সে নবী আজ সঙ্গে তোরো
চিনে মন তার দাওন ধরো,
লালন বলে, পারের কারো
সাধ যদি বা রয় ॥

২০৭

মনের ভাব বুঝে নবী মর্ম খুলেছে।
কেউ ঢাকা দিল্লী হাত্ড়ে ফেরে কেউ দেখে কাছে ॥
সিনা আর সফিনায় মানি
কাকা কাকী দিন রজনী
ও কেউ দেখে মন্ত্র কেহ শুনে
আকাশ ধেয়েছে ॥
নবীর এই বাত যে বোঝে না
মিছে রে তার পড়াশুনা

লালন কয়, ভেদ উপাসনা
না জেনে চটকে সারে ॥*

২০৮

একি আইন নবী কল্লেন জারি।
পাছে মারা যাই, আইন সাধ ভাসা তারি ॥
শরীয়ত আর মারফত আদায়
নবীর আইন এই দুই হুকুম সদায়
নবুওত মারফত[১]
জানতে হয় রে গভীরি ॥
নবুওতে অদেখা ধেয়ান আছে
বেলায়েতে রূপের নিশান
নজর এক দিক যায় আর দিক আন্ধার হয়
দুইরূপ কিরূপে ঠিক করি ॥
শরাকে সরপোষ লেখা যায়,
বস্তু-মারফত সে ঢাকা আছে তায়
সরপোষ তুলে দিয়ে ফেলে
লালন বস্তু-ভিখিরী ॥

২০৯

নবীর আইন বোঝা সাধ্য নাই।
যার যেমন বুদ্ধিতে আসে বলে তাই ॥

* রবীন্দ্র-সদনে রক্ষিত খাতায় ইহার পরে ২১০ সংখ্যক পদের শেষের স্তবক দুইটি দেখা যায়।

১ বেলাওত

ভেস্তের লায়েক আম্মক সবে,
তাই শুনি হাদিস কেতাবে,
আমি এ মত কথার হিসাবে
ভেস্তের গৌরব কিসে জানতে পাই ॥
ঠকলে বলে আম্মক বোকা
সে আম্মক পায় ভেস্তে জায়গা
এ ত বড় পূর্ণ ধোঁকা,
কে ঘোচাবে ধোঁকা কোথা যাই ॥
রোজা নামাজ ভেস্তের ভজন
তাই করে কি আম্মক সে জন,
বিনয় করে বলছে লালন,
থাকতে পারে ভেদ মুরশিদের ঠাঁই ॥

২১০

পারে কে যাবি নবীর নৌকাতে আয়।
রূপ-কাঠের নৌকাখানি নাই ডোবার ভয় ॥
বে-শরা নেয়ে যারা
তুফানে যাবে মারা
একই ধাক্কায়।
তখন কি করবে তোর বদর গাজী
থাকবে কোথায় ॥
নবী না মানে যারা
মওয়া ছেদ কাফের তারা
আখেরে হয় ॥
সফিনায় শরার কথা
জানাইলে যথাতথা

কারো সিনায় সিনায় ভেদ পুশিদায়
বলিয়ে গিয়েছে ॥
নবুওতে নিরাকার কয়
বেলায়েতে বরজখ দেখায়
লালন প'লো পূর্ণ ধোঁকায়
এ ভবমাঝে ॥

২১১

আয় গো যাই নবীর দীনে।
দীনের ডঙ্কা বাজে সদায় মক্কা মদীনে ॥
তরীক দিচ্ছে নবী জাহের বাতনে
যথাযোগ্য লায়েক জেনে,
ও সে রোজা আর নামাজ ব্যক্ত এহি কাজ
গুপ্ত পথ মেলে ভক্তির সন্ধানে ॥
অমূল্য দোকান খুলেছে নবী,
যে ধন চাবি সে ধন পাবি,
বিনে কড়ির ধন সেধে দেয় এখন
না লইলে আখেরে পস্তাবি মনে ॥
নবীর সঙ্গে ইয়ার ছিল চারিজন
নূর নবী চারকে দিলে চার যাজন
ও সে নবী বিনে পথে গোল হ'লো চার মতে
লালন বলে, যেন গোলে পড়িস নে ॥

২১২

আগে শরীয়ত জান বুদ্ধি শান্ত করে।
রোজা আর নামাজ শরীয়তের কাজ,
শরীয়ত আসন ঠিক বলছো কারে

নামাজ রোজা কলমা জাকাত
তাও করিলে কয় শরীয়ত,
শরা কবুল করো ॥
ভাবে বোঝা যায় কলমা শরীয়ত নয়,
শরীয়ত আর পরমার্থ থাকতে পারে
বেইমান বেলীরে জনা, শরীয়তের আয়েৎ চেনে না,
মুখে তোড় ধরে ॥
চিনতো যদি আয়েৎ অদেখা নিয়াত
চিনতো না কভু বরজখ ছেড়ে
শরীয়তের গোস্তো ভারি,
যে যা বোঝে সেই হবে আখেরে ॥
লালন বলে, মর বুদ্ধিহীন অন্তর,
আমি মারি মূল লাগে বৃক্ষের পরে ॥

২১৩

যদি শরায় কার্যসিদ্ধি হয়।
তবে মারফতে কেন মর্‌তে যায় ॥
শরীয়ত আর মারফত যেমন
দুগ্ধেতে মিশাল মাখন,
মাখন তুললে দুগ্ধে তখন
ঘোল বলে তাতো জানে সবায়
মুহুরী একথা দলিলে কয়
সে মুরশিদ সেই রসুল
তাহাতে নাই কোন ভুল
খোদা সে হয় ॥

*[দরবেশ লালন কয় না এমন কথা
কোরানে কয় ॥]*

২১৪

পড়গে নামাজ ভেদ বুঝে সুঝে।
বরজখ নিরিখ না হ'লে ঠিক, নামাজ আরো মিছে ॥
সুন্নত করণ নফল সকল
রেকাত গোনা নামাজে
থাকলে এসব হিসাব-কেতাব
বরজখ ঠিক রয় কিসে ॥
আপনি কেন আপন পানে
তাকাও নামাজে বসে,
আত্মা হিয়াত রূকু সালাম
তাহার প্রমাণ আছে ॥
দেখে তার ভজনের হুকুম
সাদের করেছে,
লালন বলে, আন্দলা এমাম
ইস্তিন্দা নাই তার পিছে ॥

* ইহার পরিবর্তে রবীন্দ্র-সদনে রক্ষিত খাতায় নিম্নলিখিত পাঠ পাওয়া যায় :—

মারফত মূল বস্তু বাণী
শরীয়ত আর সরপোষ জানি
ঘুচাইলে সরপোষ খানি
বস্তু লয়ে কি সরপোষ ধরে রয় ॥
আক্কেল আওল দরিয়া
দেখ না মন তাতে ডুবিয়া
মুরশিদ ভজন যে লাগিয়া
লালন বলে তাতে ভুল সবায় ॥

২১৫

প'ড়ে ভূত আর হ'সনে মন্নুরায়।
কোন্ হরফে কি ভেদ আছে নেহাজ করে জানতে হয়॥
আলেফ হে আর মিম দালেতে
আহম্মদ নাম লেখা যায়।
ও সে মিম হরফ তার১ নফি ক'রে
দেখ্না খোদা কারে কয়॥
আকার ছেড়ে নিরাকারে
ভজ্‌লি রে অদেখার প্রায়।
আহাদে আহম্মদ হ'লো
করলি নে তার পরিচয়॥
জাতে ছেফাত ছেফাতে জাত
দরবেশে জানতে পায়।
লালন বলে, কাঠমোল্লা যে
ভেদ না বুঝে গোল বাধায়॥

২১৬

মনে না দেখলে নেহাজ ক'রে মুখে পড়লে কি হয়।
মনের ঘোরে কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়॥
আহামদ নামে দেখি মিম হরফটি নাকি যে কয়।
ও সে মিম গেলে সে কি হয় দেখ পড়ুয়া সবায়॥
আহাদ আর আহামদে একলা এক সে, মর্ম যে পায়।
ও সে আকার ছেড়ে নিরাকারে ছেজদা কি দেয়॥
জানাতে ভজন কথা, তাইতে খোদা ওলিরূপ হয়।
লালন গেল ঘোলায় পড়ে দাহিরি আর নয়॥

১ কে

২১৭

মেরে সাঁইর কুদরতি তা কেউ বুঝতে পারে।
আপনি রাজা আপনি প্রজা ভবের পরে॥
আহাদ রূপ লুকায় আহাদি আহামদি রূপ ধরে।
এ মর্ম না জেনে বান্দা পড়বি ফেরে॥
বাজিকর পুতলো নাচায় কথা কওয়ায় আপনি তারে।
জীব-দেহ সাঁই লীলায় ফেরায় সেই প্রকারে॥
আপনারে চিনবে যে জন পশবে সে জন ভেদের ঘরে।
সিরাজ সাঁই কয়, লালন কি আর বেড়াও ঘুরে[১]॥

২১৮

হাওয়ার ঘরে দম আটকা পড়েছে কি অপরূপ কারখানা।
শুদ্ধ হাওয়া-কলে অনেক দমে চলে
হাওয়া নির্বাণ হ'লে দম থাকে না॥
হাওয়া দমে জেকার গণি নিগুম তত্ত্ব শুনি
বলতে ডরাই সে-সব অসম ভাব-বাণী
লীলে নিত্যকারি, হাওয়া যোগেশ্বরী,
হাওয়ার ঘরে দমের হয় লেনাদেনা॥
নির্মল হাওয়ার গুণ বলবো কি আর
এক সঙ্গে দম হ'লো আর
অঙ্গে হাওয়া দম খেলছে সদায়
ঘরে কলকাঠি যার হাতে বাহিরে সে জনা॥
যে জন হাওয়া-শক্তি ধরে, যোগে জানতে পারে,
নিগূঢ় করণ কারণ সেই যাবে সেরে,
লালন বলে, মোর কোলে বিষম ঘোর
হাওয়ার ফাঁদ পাতিলে যেত সব জানা॥

---

১ ধুড়ে

২১৯

কারে বলবো আমার মনের বেদনা।
এমন ব্যথায় ব্যথিত মেলে না॥
যে দুখে আমার মন
আছে সদায় উচাটন
বললে সারে না॥
গুরু বিনে আর না দেখি কিনার
তারে আমি ভজলাম না॥
অনাথের নাথ যে জনা মোর
সে আছে কোন অচিন শহর
তারে চিনলাম না॥
কি করি কি হয় দিনের দিন যায়
কবে পুরবে মনের বাসনা॥
অন্য ধনের নয় রে দুখী
মনে বলে হৃদয়ে রাখি
শ্রীচরণখানা॥
লালন বলে, মোর পাপের নাই ওর
তাইতে আশা পূর্ণ হ'লোনা॥

২২০

মরার আগে ম'লে শমন জ্বালা ঘুচে যায়।
জানগে কেমন মরার কিরূপ জ্বালা তার দেয়॥
জেন্তে মরিয়ে সুদন,
লয়ে খানকা তাজ তখন
ভেক সাজায় রূহ্ ছাপাই হয়
কি সে তাহার কব্বর কোথায়॥

মরার সিঙ্গার ধরে
উচিত জানাজা করে,
যে যথায় সেই মরা
আবার মরিলে জানাজার কি হয়
কথায় হয় না সে মরা
তাদের করণ বেদ ছাড়া সর্বদায়
লালন বলে, সমঝে করো
মরার হাল গলায় ॥

২২১

কে তোমায় এ বেশ-ভূষণে সাজাইল বল শুনি।
জেন্দা দেহে মরন্দারো বেশ বোরকা তাজ আর ডোর-কোপিনী
জেন্দা মরার পোশাক পরা,
আপন সরছাদ আপনি সারা,
ভবো ডঙ্কারা
দেখে অসদ্ভাব করণি ॥
মরণের আগে মরে
ছোঁবেনা তারে
শুনেছি সাধুর দ্বারে
তাই বুঝি করেছ ধনি ॥
সেজেছ সাজ ভালই তোর
ম'রে যদি ডুবতে পারো
লালন বলে, যদি ফেরো
দুকূল হবে অপমানি ॥

২২২

যে রূপে সাঁই আছে মানুষে।
রসের রসিক না হ'লে কি পাবে তার দিশে ॥
বিধি তাই বেদ পড়ে সদায়
আসলে গোলমাল বাধায়,
রসিক ভেয়ে ডুবে
হৃদয়-রতন পায় রসে ॥
তালার উপরে তালা,
তাহার ভিতরে কালা,
দেখা দেয় সে দিনের বেলা
রসেতে ভেসে ॥
লাকুমে আছে নূরী
সে কথা অকৈতব ভারি
লালন কয়, তার দ্বারের দ্বারী,
আত্মমাতা সে ॥

২২৩

কারে শুধাব রে মর্মকথা কে বলবে আমায়।
যারে শুধাই সেই বলেনা মর্ম কোথা পাই ॥
যে দিনে সাঁই নিরাকারে
ভেসেছিলেন ডিম্ব ভরে,
কি রূপ থেকে তার মাঝারে
কি রূপে গণ্য হয় ॥
সে তার রূপ ছিল যখন
বাহন রূপ তার পায় পাঞ্জাতন
আকার কি নিরাকার তখন
সেহি দয়াময় ॥

জগৎপতি সোব্‌হানে
বরকত কে মা বল্লেন কেনে
তার পতি কি নয় সে জনে
লালন ভাবে তাই ॥

২২৪

খাকে গঠ্‌লো পিঞ্জিরে।
এ শুকপাখি আমার কিসে গঠেছে রে ॥
পাখি পুষলাম চিরকাল
নীল কিম্বা লাল
একদিন না দেখলাম সে রূপ
সামনে ধরে ॥
আবে খাকে পিঞ্জিরা বর্ত
আতসে হইল পোক্ত
পবন আড়া সেই ঘরে ॥
আছে শুকপাখি সেথায়
প্রেমের শিকল পায়
আজব খেল খেলছে গুরু গোসাঁই মেরে ॥
কিবা রে পিঞ্জিরার ধ্বজা
নিয়ে উপর নয় দরজা
কুঠরি ঘরে ঘরে ॥
আছে পঞ্চ কুঠরি তার
মাঝে মূলাধার
ও সে মূলাধারের মূল
সেই শূন্য ভরে ॥

ক'রে আজব কারিগরি
বসে আছে ভাব-মিস্ত্রী
সেই পিঞ্জরার বাহিরে
পাখির আসা যাওয়া দ্বার
মাঝে সন্ধিপর
ফকির লালন বলে,
কেউ দেখতে পারে ॥

২২৫

সদায় সে নিরঞ্জন নীরে ভাসে।
যে জানে সে নীরের খবর নীর খাটায় তারে
খুঁজলে পায় অনায়াসে ॥
বিনা মেঘে নীর বরিষণ
করিতে হয় তার অন্বেষণ,
যাতে হ'ল ডিম্বের গঠন,
থাকিয়ে আবিম্ব শুম্ভোবাসে[১] ॥
যথা নীরের হয় উৎপত্তি
সেই আবেশে জন্মে শক্তি
মিলন হ'ল উভয় রতি
ভাসলে যখন নরেকারে এসে ॥
নীরে নিরঞ্জন অবতার,
নীরেতে সব করবে সংহার,
সিরাজ সাঁই তাই কয় বারেবার,
দেখ রে লালন আত্মতত্ত্ব-বশে ॥

১ শুমোবাসে

২২৬

জানগে নূরের খবর যাতে নিরঞ্জন ঘেরা।
নূর সাধিলে নিরঞ্জনকে যাবে রে ধরা॥
নূরে নবীর জন্ম হয়
নূর গঠনে অটলময়
কান্দরা।
নূরেতে মকাম মঞ্জিল উজ্জ্বল করা
আছে নূরের শ্রেষ্ঠ নূর
জানে সদায় সুচতুর
জীব যারা।
যে নূরের আলোতে হয় নূর-জহরা
নিভলে নূরের বাতি
এসে ঘিরবে কাল-দ্যুতি
চৌমহড়া।
লালন বলে, থাকবে পড়ে সাধের পিঞ্জরা॥

২২৭

করোরে পেয়ালা কবুল শুদ্ধ ইমানে।
মিশবি যদি জাত সেফাতে এ তনু আখেরের দিনে॥
সাধিলে নূরের পেয়ালা
খুলে যাবে রাগের তালা
অচিন মানুষের খেলা
দেখবি রে তুই দুই নয়নে॥
জব্বর গুরুরে ধ'রে
সাধরে আর নূর জহরে

এ চার করণ ভারি আছে রে
অতি গোপনে ॥
ফানা-ফিস-শেখ বাকা ফানা
ফানা ফেল্লা ফানা-ফের-রসুল
এ চার ঘরেতে লালন
মুরশিদ ভজরে অতি গোপনে ॥

২২৮

ভজ মুরশিদের কদম এই বেলা।
ওগো যার পেয়ালা হৃদ্-কমলে ক্রমে হবে উজ্জ্বলা ॥
নবীজীর সন্ধানেতে[1]
পেয়ালা চারি মতে
জেনে নেও দিন থাকিতে
ওরে আমার মন ভোলা ॥
কোথা আব-হায়াত নদী
ধারা বয় নিরবধি
ধরবি সেই ধারা যদি
দেখবি অটলের খেলা ॥
এপারে কে আনিল
ওপারে কে নেবে বল
লালন কয়, তারে ভোল
কেন রে ক'রে হেলা ॥

২২৯

রসের রসিক না হলে কে গো জানতে পায়।
কোথা সে অটল রূপে বারাম দেয় ॥

১ খান্‌দানেতে

শূন্যভরে শয্যা করে
পাতাল পুরে শরণ দেয়।
অরসিক বেড়ায় ঘুরে
ঘোর ধাঁধায় ॥
মন-চোরা চোর সেই সে নাগর
তলে আসে তলে যায়।
উপর উপর খুঁজি জীব সবাই ॥
মাটি ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে
আশমানে গিয়ে হাত বাড়ায়।
অমনি সে পড়ে কাফের সেই খানায় ॥
তাল পড় তাল ধর তবে সব জানতে পার,
লালন বলে, উঁচা মনের কার্য নয় ॥

২৩০

মুরশিদ মণি গভীরে।
চার রসের মূল সেই রস
রসিক জানিতে পারে ॥
চার পথের চার লায়েক জানি
খাকি আতস পবন পানি
ইহা মুরশিদ ব'লে কারে মানি
দেখ দেখি হিসাব ক'রে ॥
শরীয়তে তরীকত আর যে
হকীকত মারফত[১] লেখ্‌ছে
এ চার ছাড়া পথও আছে
জানে দরবেশ ফকিরে ॥

১ মারুফত

চোদ্দ পোয়া দেহের বলন
করতে যদি পার লালন
তবে স্বদেশের চলন
জানবি সেই অনুসারে ॥

২৩১

আঠার মোকামে একটি রূপের বাতি জ্বলছে সদাই।
নাহি তেল তার নাহি তুলা আজগবি হয়েছে উদয় ॥
মোকামের মধ্যে মোকাম
শূন্য শিখর বলি যার নাম,
বাতির লণ্ঠন সেথায় সুদন
ত্রিভুবনে কিরণ দেয় ॥
দিবানিশি আট পহরে
এক রূপে চার রূপ ধরে
বর্ত্ত থাকতে দেখলিনা রে
ঘুরি ম'লি বেদের বিধায় ॥
যে জানে সেই বাতির খবর
ছুটেছে তার নয়নের ঘোর,
সিরাজ সাঁই কয়, লালন রে তোর
দৃষ্ট হয় না মনের দ্বিধায় ॥

২৩২

কি শোভা দ্বি-দল পরে।
রস মণি মাণিক রূপ ঝলক মারে

আবিম্বস্তম্ভেতে অনিত্য গোলোক
বিরাজ করে তাহে পূর্ণ ব্রহ্মলোক,
হ'লে দ্বি-দল নির্ণয় সকল জানা যায়,
প্রসঙ্গ থাকে না সাধন-দ্বারে ॥
শতদল কিম্বা সহস্র দল
রসরতিরূপে করে চলাচল,
দ্বি-দলে স্থিতি বিদ্যুত আকৃতি,
ষড়দলে বারাম যোগাল তারে ॥
ষড়দলে কিম্বা সে ত ষড়তত্ত্ব হয়
দশম দলে মৃণাল গতি গঙ্গা বয়
ওগো তিরোধারা তার, ত্রিগুণ বিচার,
লালন বলে গুরু অনুসারে ॥

২৩৩

ঐ এক অজানা মানুষ ফিরছে দেশে তারে চিনতে হয়।
তারে চিনতে হয় তারে মানতে হয় ॥
শরীয়তের মোনাজাতে
জানে না তা শরীয়তে
জানা যাবে মারফতে
যদি মনের বিকার যায় ॥
মূল ছাড়া সে[১] আজগবি ফুল
ফুটেছে রে[২] ভবনদীর কূল
চিরদিন এক রসিক বুলবুল
সেই[৩] ফুলেতে[৪] মধু খায় ॥

১ এক ২ সে ৩ সে ৪ ফুলের

শুনেছি সেই[1] মানুষের খবর
আলেফের জের মিমের জবর
লালন বলে হ'সনে ফাঁফর
মুরশিদ ভজলে[2] পাওয়া[3] যায়॥

২৩৪

যে জন সাধকের মূল গোড়া।
বেতালিম বে-সুহৃদ সেতো ফিরছে সদায় বেদ ছাড়া॥
গুপ্ত নূরে হয় তার সৃজন
গুপ্তভাবে করছে রে ভ্রমণ
আবার নূরেতে নূর নবী পয়দা[4]
সেই কথাটি দেশজোড়া॥
পীরের পীর দস্তগীর হয়
মুরশিদের মুরশিদ বলা যায়
চিন্তে তারে যদি পায়
সে পথের ছাড়া[5]॥
কেউ বলে সে মূলাধারের মূল
মুরশিদ বিনে কে জানবে তার উল
সাঁই লালন বলে, ভেদ না জেনে
ঝকমারী হয়[6] বেদ পড়া॥

২৩৫

নবীজী মুরশিদ কোন্ ঘরে।
কোন্ কোন্ চার ইয়ার এসে চাঁদোয়া ধরে॥

১ এক ২ ধরলে ৩ জানা ৪ হল ৫ দাড়া ৬ তার

ও তারিন তারে কোন্ পেয়ালা
জানিতে উচিত হয় নিরালা
ও রূপ বরুণ জ্যোতি জ্বালা
কোন্ যোগে কোন্ আশ্রয় সার্থক করে ॥
যার কলেমায় দীন দুনিয়ায়
কেহ মুরশিদ হ'ল কোন্ কলেমায়
নেহাজ করে দেখ মন্সুরায়
মুরশিদ-তত্ত্ব অথাই গভীরে ॥
মওরা মওরি কোন্ দিনে নিলে
যোগে প্রকাশ করিলে
সিরাজ সাঁই ইসারায় বলে,
লালন ঘুরে বেড়ায় বুদ্ধির ফেরে ॥

২৩৬

যা যা ফানার ফিকির জান্গে যা রে।
যদি দেখা বাঞ্ছা হয় সে চাঁদেরে ॥
না জানিলে ফানার ফিকিরি
তার আর কিসের ফিকির কিসের ফকিরী
নিজে হও ফানা ভাবো রব্বানা
দেখে শমন যাক ফিরে ॥
নিজ রূপ মুরশিদের রূপ
সাজার আগে ফানার বিধি
মন রে, আমার পিছে মুরশিদ রূপ
সে স্বরূপ মিলাও সাঁইর অটল ঘরে[১] ॥

---

১ নূরে

ফানার ফিকির মুরশিদের ঠাঁই
তাইতে মুরশিদের ভজন ভজলে সাঁই
সিরাজ সাঁইর কৃপায় ফকির লালন কয়,
যাজন কষ্ট সাঁইর ঘরে ॥

২৩৭

যে জানে ফানার ফিকির সেই ফকির।
ফকির হয় কি কল্লে নাম জিকির ॥
আছে কয় মত ফানার ধরন[১]
জানতে হয় তার বিবরণ
ফানা[২] শুধুই ফানা হ'ল[২]
রছুল আঁখির ॥
ফানা হয় মুরশিদের পদেতে
সে মওলারে পায় অনায়াসে
তাই না জেনে শুনে মুড়িয়ে মাথা
ফকিরী পথ কর শফির
আখেরে অকারণ হ'বি
ফানা-প্রাপ্ত ফানা হ'লে না
সিরাজ সাঁই কয়, লালন তোমার
ফকিরী নয় ফান-ফিকির

২৩৮

কারে আজ শুধাই সে কথা,
কি সাধনে পাব তারে যে আমার জীবন-দাতা

১ করণ ২-২ ফেল্লা ফানা ফেরশেখ ফানা ফের

শুনতে পাই ধার্মিক সবে,
ইল্লীন সিজ্জীন যাবে,
উভয় সব কয় আধ রবে
অটল-প্রাপ্তির কৈ ক্ষমতা ॥
ইল্লীন সিজ্জীন দুখ-সুখের ঠাঁই
কোন্‌খানে রেখেছেন সাঁই
হেথা কেন দুখ-সুখ পাই
কোথাকার পাপ[১] ভুগি কোথা ॥
যখনকার পাপ তখন ভুগি
শিশু তবে হয় কেন রোগী,
লালন বলে, বোঝ দেখি
কখন শিশুর গোনার[২] খাতা ॥

২৩৯

মুরশিদ জানায় যারে মর্ম সেই জানতে পায়।
জেনে শুনে রাখে মনে সে কি কারে[৩] কয় ॥
নিরাকার রয় অচিন দেশে
আকার ছাড়া চলে না সে,
নিরাস্ত সেই[৪] অন্ত যার নাই
যা ভাবে তাই হয় ॥
মুন্সী লোকের মুন্সীগিরি,
আমি কি তাই জানতে পারি,
আকার নাই যার বরজখ কার
বলে সর্বদাই ॥

১ ভোগ ২ গোনা ৩ কারু ৪ সাঁই

নূরেতে যুগ আলম পয়দা,
আবার কয় পানির কথা,
নূর কি পানি বস্তু জানি
লালন ভাবে তাই

২৪০

জানা[১] উচিত বটে দুটি নূরের ভেদ বিচার[১]।
নবীজী আর নিরূপ খোদা নূর সে কি প্রকার ॥
নবীর যেন আকার ছিল
তাহাতে নূর চুয়ায় বলো
নিরাকারে কি প্রকারে
নূর চুয়ায় খোদার ॥
আকার বলিতে খোদা
সুরতে সদা আকার
বিনে নূর চুয়ানে
প্রমাণ কি গো তার ॥
জাত এলাহি ছিল জুতে
কিরূপে এল সেফাতে
লালন বলে, নূর চিনিলে
ঘোচে[২] ঘোর আঁধার ॥

২৪১

অজান খবর না জানিলে কিসেরো ফকিরী।
যে নূরে নূর নবী আমার তাহে আরস বারি ॥

১-১ ও দুটি নূরের ভেদ বিচার জানা উচিত বটে ২ যেতো

বলবো কি সে নূরের ধারা
নূরেতে নূর আছে ঘেরা,
ধরতে গেলে না যায় ধরা
যৈছে রে বিজরি ॥
মূলাধারের মূল সেহি নূর
নূরের ভেদ অকূল সমুদ্দুর
যার হয়েছে প্রেমের অঙ্কুর
ওই নূর ঝলক দিচ্ছে তারি ॥
সিরাজ সাঁই বলে রে, লালন
করগে আপন দেহের বলন
নূরে নরে ক'রে মিলন
ঐ রূপ থেকো রে নেহারি ॥

২৪২

কৃতিকর্মার খেল কে বুঝতে পারে।
যে নিরঞ্জন সেই নূর নবী নামটি ধরে ॥
গঠিতে সয়াল সংসার
এক দেহে দুই দেহ হয় তার
আহাদ আহামদের বিচার
দেখ নজরে[১] ॥
চারেতে নাম আহামদ হয়
এক হরফ তার নফি কেন কয়
সে কথাটি জানবো কোথায়
নিশ্চয় ক'রে ॥

১ বিচারে

এ মর্ম যাহারে শুধাই
কাজিয়া[১] ঝগড়া বাধায় সে ভাই
লালন বলে স্থূল[২] ভুলে যাই
যার[৩] তোড়েরে ॥

২৪৩

মেয়ারাজের কথা শুধাবো কারে।
আদম তন[৪] আর[৪] নিরূপ খোদা
নিরাকারে মিললো কি ক'রে ॥
নবী কি ছাড়িল আদম তন,
কিবা আদম তন[৫] হইল নিরঞ্জন
কে বলিবে সে অন্বেষণ
এ অধীনেরে ॥
নয়নে নয়নে বুকে বুক
উভয় মেলে হইয়ে কৌতুক
তবে যে দেখ্‌লো না সাঁইর রূপ
নবীর নজরে ॥
তুণ্ডে তুণ্ড করিল কাহার
সেই কথাটি শুনতে চমৎকার
সিরাজ সাঁই কয়, লালন তোমার
বোঝ জ্ঞান-দ্বারে ॥

২৪৪

নিগূঢ় প্রেম কথাটি তাই আজ আমি শুধাই কার কাছে ॥
কোন্ প্রেমে সে আল্লা নবী মিশলো মেয়ারাজে ॥

১ ফাজিল ২ স্থল ৩ তার ৪-৪ তোনার ৫ রূপ

মেয়ারাজ ভাবেরি ভুবন
গুপ্ত ব্যক্ত আলাপ হয় দুইজন
কে পুরুষ আকার কে প্রকৃতি তার
প্রমাণ কি পেয়েছে ॥

কোন্ প্রেমের প্রেমী ফাতিমা
করে সাঁইকে পতি ভজনা
কোন্ প্রেমেরি দায় ফাতিমাকে
সাঁই মা ব'লে বলেছে ।

কোন্ প্রেমে গুরু ভব-তরী
কোন্ প্রেমে শিষ্য হয় কাণ্ডারী
না জেনে লালন প্রেমের উদ্দীপন
পীরিত করে মিছে ॥

২৪৫

আছে আল্লা আছে রছুল আমার এ ত জ্ঞান হ'লো না
অজানা এক মানুষের করণ তলে করছে আনাগোনা ॥

আল্লা আল্লা যিনি দুই রূপ মিলে
নিত্য করেন কৌতুকেরে
দুই রূপ মজার রূপ মনোহর সে রূপ
কেউ বলে না ॥

নারী পুরুষ নপুংসক রে
তাহার তুলনা তাইরি হয় রে
সে রূপ অন্বেষণ জানে যেহি জন
শক্তি-উপাসনা ॥

শক্তিহারা ভাবুক যে
কপট ভাবের ভাবুক সে রে

লালন বলে, তার জ্ঞানচক্ষু আঁধার
রাগের পথ চেনে না ॥

২৪৬

ভজরে জেনে শুনে নবী রসুল নিজ প্রাণে।
নিজ স্বরূপ পাবি রে তুই কি ধন দানে ॥
নিলে ফাতেমার স্মরণ
করতে হয় রে করণ
আছে ফরমান সাঁইর জবানে ॥
সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি কল্লেন সার
সবারি তারে চেনা হ'লো ভার
ভুলে র'লি ওরে মন আমার
ভবের ভাব-ভূষণে ॥
শুনেছি মা আমার আবেশধারী
যুগে যুগে মাতা হও যোগেশ্বরী
ও তার সুযোগ না বুঝে কুযোগে মজে
মারা গেল এ জীব ঘোর তুফানে ॥
সাড়ে সাত পাস্তি পথের ছাড়া
আছ পাস্তি তার আগু মূল গোড়া
দরবেশ সিরাজ বলে রে, লালন
ও ঘাটেতে মারা যাচ্ছ কেনে ॥

২৪৭

আই হারালি আমাবতি না মেনে।
ও তোর হয় না সবুর একদিনে ॥

একে[১] আমাবতির বার,
মাটি রসে সরোবর
[মাটি রসে সরোবর]*
সাধু গুরু বোষ্টম তারা[২]
উদয় সে রসের সনে ॥
তুই খোত্‌না চাষা ভাই
ও তোর জ্ঞান কিছুই নাই
[রে তোর জ্ঞান কিছুই নাই]*
এবার অমাবস্তে প্রতিপদে
হাল বয়ে কাল হও কেনে ॥
যে জন রসিক চাষা হয়
ও সে যোগ বুঝে হাল বয়
[রে সে যোগ বুঝে হাল বয়]*
লালন ফকির পায় না ফিকির
হাপুর হুপুর ভুঁই বোনে ॥

২৪৮

মরো জেন্দেগির আগে।
দেখে শমন যাক ভেগে ॥
সই থাকিতে আগে মরা
ভাবুক তার এমনি ধারা
প্রেমমদে মাতোয়ারা
সে কি বিধির ভয় রাখে

১ হ'ল ২ তিনে
* রবীন্দ্র-সদনে রক্ষিত খাতার অতিরিক্ত পাঠ

ম'রে যদি ভেসে উঠে
সেও বেড়ায় ঘাটে ঘাটে
ম'রে অমনি ডোব শ্রীপাটে
বিধির অধিকার ত্যেগে ॥
হায়াতের আগে যে মরে
বাঁচে সে মওতের জোরে
দেখ রে মন হিসাব ক'রে
দরবেশ লালন কয় ডেকে ॥

২৪৯

কে পারে সে মকরউল্লার মকর বুঝিতে।
আহাদে আহামদ নাম হয় জগতে ॥
আহামদ নামে খোদায়
মিম[১] হরফ নফি কেন[১] কয়
মিম উঠায়ে দেখ সবায়
কি হয় তাতে ॥
সাকারেতে[২] হয়ে জুদা
খোদা সেই বলে খোদা,
দিব্যজ্ঞানী নইলে কি
কে পায় জানতে
কুলহো আল্লা সুরাতে তার
ইসারায় আছে বিচার
লালন বলে, দেখনা এবার
দিন থাকিতে ॥

১ ১ হরফটা নফি ২ আকারে

২৫০

কে বুঝিতে পারে কুদরতি।
সে যে আপনি জাগে আপনি ঘুমায়
আপনি ঘোরে অশেষ প্রতি ॥
গগনের চাঁদ গগনে রয়,
ঘটে পটে তার জ্যোতির্ময়
অমনি যেন খোদ খোদা হয়
অনন্তরূপ আকৃতি ॥
নিরূপ বটে সেহি খোদা
অনেকেতে তাই কয় সদা,
আহামদের কবে কেবা
নামের সৃষ্টি হ'লো উৎপত্তি ॥
আদমের এ দেহের মাঝে
হায়াতরূপে কে বিরাজে
লালন বলে, তাই না বুঝে
আজাজীলের দুর্গতি ॥

২৫১

মুরশিদকে মানিলে খোদার মান্য হয়।
শুভা যদি হয় কাহারো কেতাব দেখলে মিটে যায় ॥
বে-মুরিদেরা যত
শয়তানের অনুগত
এবাদৎ বন্দেগি তার তো
সই দেবে না দয়াময় ॥
মুরশিদ যা এসারা দেয়
বন্দেগির তরীক যে হয়

কোরানেতে সাফ লেখা যায়
আবার ওলি দরবেশ তারাও কয় ॥
মুরশিদের মেহের হ'লে
খোদার মেহের তাইরি হেন,
মুরশিদ না ভজিলে
তার কি আর আছে উপায় ॥
মুরশিদ পথেরো ছাড়া
যাবা কোথায় তারো দাড়া
দরবেশ সিরাজ সাঁই কয়, লালন গোড়া
পথ ধরে থেকো সদায় ॥

২৫২

এমন দিন কি হবে রে আর ।
খোদা সেই ক'রে গেল রসুল রূপে অবতার ॥
আদমের রুহু সেই
কেতাবে শুনিলাম তাই,
নিষ্ঠা যার হ'লো রে ভাই
মানুষ মুরশিদ করলে সার ॥
খোদ সুরাতে পয়দা আদম
এও জানা যায় অতি মরম
সাকার[১] নাই যার[২] সুরাত কেমন
লোকে বলবে তাও আমার[৩]
আহাম্মদের[৪] নাম লিখিতে
মিম[৫] হরফ কয় নফি ক'রতে[৫]

১ আকার ২ তার ৩ আবার ৪ আহমদের ৫-৫ মি-মুন কি কয় তার কিসেতে

সিরাজ সাঁই কয়, লালন তাতে
দেখরে[1] কিঞ্চিৎ নজীর এবার[1] ॥

২৫৩

কি সাধনে পাই গো আমি তারে।
ও সে ব্রহ্মা বিষ্ণু ধ্যানে পায় না যারে ॥
শূন্য শিখর যার নির্জন গোফা
স্বরূপে সেই তো চন্দ্রের আভা,
ও সে ধরতে যাই হাতে নাহি পাই
কেমনে সে রূপ যায় গো সরে ॥
জেনে শাস্ত্র ভাল কেহ কেহ
পঞ্চতাত্ত্বিক হ'লে সেহি জানতে পায়
ও সে পঞ্চতত্ত্বের ঘর সেও তো অন্ধকার
নিরপেক্ষ সেই হয় বিচারে ॥
গুরুপদে আজ হইত মরণ
তবে বুঝি সফল হইত জীবন
ভাবিয়ে লালন কহে, ওরে আমার ভাগ্যে
তা তো ঘটলোনা রে ॥

২৫৪

(মনরে) আত্মতত্ত্ব না জানিলে
সাধন[2] হবে না পড়বি রে গোলে
আগে জান্‌গে কালুল্লা
আনাল হক্ আল্লা
যারে মানুষ বলে ॥

১-১ কিঞ্চিৎ নজীর দেখ এবার ২ ভজন

প'ড়ে ভূত মন আর হস্নে বারংবার
একবার দেখ্‌নারে প্রেম-নয়ন খুলে।
আপনি সাঁই ফকির আপনা হয় ফিকির
ও সে লীলেছলে আপনারে আপনি ভুলে
আপনি ভাসে আপন প্রেম-জলে ॥
লায়লাহা তন ইল্লেল্লা জীবন
আছে প্রেম যুগলে ॥
*[যাবি মন কোথায়
আপনারে আজ আপনি ভুলে ॥]*
সেই আমি কি আমি
তাই জানিলে যায় দুর্নামি
লালন কয়, তবে কি ভ্রমি
তব কৃপায় ॥

২৫৫

আমি কি তাই জানলে সাধন সিদ্ধি হয়।
আমি শব্দের অর্থ ভারি, আমি সে তো আমি নয় ॥
অনন্ত শহর বাজারে
আমি আমি শব্দ করে
আমার খবর নাই আমারে
বেদ পড়ি পাগলের প্রায় ॥
যখন না ছিল স্বর্গ মর্ত্য
তখন কেবল আমি সত্য
পরেতে হইল বর্ত,
আমি হইতে তুমি কায় ॥

* রবীন্দ্র-সদনে রক্ষিত খাতার অতিরিক্ত পাঠ

মনছুর হাল্লাজ ফকির সে তো
বলেছিল আমি সত্য
সেই প'লো সাঁইর আইন মত
শরায় কি তার মর্ম পায়
কুম বেইজনি কুম বেয়েজনিল্লা
সাঁইর হুকুম দুই আমি হীলা
লালন বলে, এ ভেদ খোলা
আছে রে মুরশিদের ঠাঁয়

২৫৬

মুরশিদের মহৎ গুণ নে না বুঝে।
যারো কদম বিনে ধরম করম মিছে॥
যত সব কালমা কালাম
ধুড়িলে মিলে তামাম কারণ কি যে।
তবে কেন পড়া ফাজিল
মুরশিদ ভজে॥
মুরশিদ যার আছে নেহার
ধরিতে পারে অধর
সেই অনায়াসে।
মুরশিদ খোদা ভাববে জুদা
পড়বি পেচে॥
আলাদা কভু কি ভেদ
কিবা সেই ভেদি মুরশিদ
জগৎ-মাঝে।
সিরাজ সাঁই কয়, দেখ্ রে লালন
আক্কেল খুঁজে॥

২৫৭

মুরশিদ বিনে কি ধন আর আছে রে মন এ জগতে।
যে নাম[১] মরণ হরে[১]
তাপিত অঙ্গ শীতল করে
ভব-বন্ধন দূরে[২] যায় রে
জপ ঐ নামে দিবারেতে[৩] ॥
মুরশিদের চরণ-সুধা
পান করিলে যাবে ক্ষুধা,
ক'রনা রে দেলে দ্বিধা,
যেই মুরশিদ সেই খোদা
বোঝ 'অলিয়ম[৪] মরশেদা'
আয়েৎ লেখা কোরানেতে ॥
*[আপনি খোদা আপনি নবী
আপনি সেই আদম সফি,
অনন্ত রূপ করে ধারণ
কে বোঝে তার নিরাকরণ
নিরাকার হাকিম নির্জন
মুরশিদ-রূপ ভজন-পথে ॥
কুল্লে শাইন শহীদ আরো
আলাকুল্লে শাইন কাদীর
পড়ো কালাম নেহাজ করো
তবে সব জানিতে পারো
কেনে লালন ফাঁকে ফেরো
ফকিরী নাম পাড়াও মিথ্যে ॥]*

১-১ স্মরণে হা রে ২ ছুটে ৩ দিবরেতে ৪ অলিয়েল
* রবীন্দ্র-সদনে রক্ষিত খাতার অতিরিক্ত পাঠ

২৫৮

দিন থাকতে মুরশিদ রতন চিনলেনা।
এমন সাধের জনম বয়ে গেলে আর হবে না॥
মুরশিদ আমার দয়াল নিধি
মুরশিদ আমার বিষয় আদি
পারে যেতে ভবনদী
ভরসা চরণখানা॥
কোরানে সাফ শুনতে পাই
ওলি আব্বলে মুরশিদ সাঁই
ভেবে বুঝে দেখ মন তাই
মুরশিদ সে কেমন জনা॥
মুরশিদ চিনলে পরে
চেনা যায় মন অচিনারে
লালন কয়, সে মূল ধরে
নজর হবে ততখনা॥

২৫৯

মুরশিদের ঠাঁই নে না রে সেই ভেদ বুঝে।
এই দুনিয়ায় সিনায় সিনায়
কি ভেদ নবী জানিয়েছে[১]॥
সিনার ভেদ সিনায় সিনায়
সফিনারো ভেদ সফিনায়
যে ভাবে যার মন হ'লো ভাই
সেই ভাবে সে দাঁড়িয়েছে॥

১ বিলিয়েছে

কু-তর্কী কু-স্বভাবী
তারে ভেদ বলে নাই নবী
ভেদের ঘরে দিও চাবি
শরার কথা বলেছে ॥
লেকেতন[১] বান্দারা যত
বেদ[২] পড়িয়া[২] আওলিয়া হ'তো
নাদানেরা শূল যাচিত[৩]
মনছুর তার সাবুদ আছে ॥
তফসীর[৪] হোসেনি যার নাম
তাই ধরে মসনবী কালাম
ভেদ ইশারায় লিখা তামাম
লালন বলে[৫] নাই নিজে ॥

২৬০

ভুলো না মন কারো ভোলে ।
রছুলের দীন সত্য মানো ডাক সদায় আল্লা বলে ॥
খোদা প্রাপ্ত মূল সাধনা
রছুল বিনে কেউ জানে না
জাহের বাতিন উপাসনা
রছুল দ্বারায়[৬] প্রকাশিলে ॥
* [দেখাদেখি সাধিলে যোগ
বিপদ ঘটিবে বাড়িবে রোগ
যে জনা হয় শুদ্ধ সাধক
নবীর ফরমানে সে চলে ॥

---

১ লেক তন্‌ ২-২ ভেদ শুনে ৩ চাচিত ৪ তপছির ৫ বলি ৬ হইতে

অপরকে বুঝাইতে তামাম
করে রছুল জাহেরা কাম
বাতুনে মশগুল সুদাম
কারু কারু জানাইলে ॥
যেরূপ মুরশিদ সেরূপ রছুল
যে বোঝে সে হবে মকবুল
সিরাজ সাঁই কয়, লালন কিরূপ পাবি
মুরশিদ না ভজিলে ॥]*

২৬১

রছুলকে চিনিলে খোদা চেনা যায়।
রূপ ভাঁড়িয়ে দেশ বেড়িয়ে গেলেন সেই দয়াময় ॥
জন্ম যার এই মানবে
ছায়া তায় প'ল না ভূমে
দেখ দেখি ভাই বুদ্ধিমানে
কে আইল মদীনায় ॥
মাঠে ঘাটে রছুলেরে
মেঘে রইত ছায়া ধরে
জানতে হয় তাও নেহাজ করে
জীবের ও কি ধৈর্য হয় ॥
আহামদ নাম লিখিতে
মিম হরফ কয় নফি ক'রতে,
সিরাজ সাঁই কয়, লালন তাতে
দেখরে কিঞ্চিৎ নজীর দেয় ॥

* রবীন্দ্র-সদনে রক্ষিত খাতার অতিরিক্ত পাঠ

২৬২

তোমার মত দয়াল বঁধু আর পাবো না।
দেখা দিয়ে ওহে রছুল ছেড়ে যেও না॥
তুমি হে খোদার দোস্ত
অপারের কাণ্ডারী সত্য
তোমা বিনা পারের লক্ষ্য
আর দেখা যায় না॥
আমরা সব মদীনাবাসী
ছিলাম যেমন বনবাসী
তোমা হ'তে জ্ঞান পেয়েছি
আছি সান্ত্বনা॥
আসমানী আয়েন দিয়ে
আমাদের সব আনলে রাহে
আজ মোদের ফাঁকি দিয়ে
ছেড়ে যাবে না॥
তোমা বিনে এরূপ শাসন
কে করবে আর দীনের কারণ
লালন বলে, আর ত এমন
বাতি জ্বলবে না॥

২৬৩

দিবারেতে থেকো সব রে বাহু সারি।
রছুল বলে, এই দুনিয়া যেন ঝকমারি॥
পড়িও আওজ বেল্লা
দূরে যাবে লানতুল্লা
মুরশিদ রূপ যে করে হেল্লা
শঙ্কা যায় তারি॥

জাহের কথা সব সফিনায়
গুপ্ত কথা দিলাম সিনায়
এমনি মত তোমরা সবায়
দিও প্রচারি ॥
*[অসৎ অভক্তজনা
তারে গুপ্ত ভেদ ব'ল না
বলিলে সে মানিবে না
করবে এস্কারি ॥
খলিফা আউলিয়া র'লে
যে যা বুঝে দিও বলে
লালন বলে, রসুলের যে
নছিহৎ জারী ॥]*

২৬৪

রছুলের সব খলিফা কয় বিদায়-কালে।
উপরি খবর আর কি পাব আজ তুমি গেলে ॥
মহাপীর আয়েন তোমার
বুঝে উঠা কি সাধ্য কার
কি করিতে কি করি আর
সহি না বুঝে ॥
কোরান ভিতরে সে তো
মকাত্তেয়াৎ হরফ কত
শুনি কও তার ভাল মত
ফেলো না গোলে ॥

* রবীন্দ্র-সদনে রক্ষিত খাতার অতিরিক্ত পাঠ

আহাদ নামে কেন আসি
মিম দিয়ে মিম করে নফি
কি তার মর্ম কও নবীজী
লালন তাই বলে ॥

২৬৫

পড়োরে দায়েমী নামাজ এ দিন হ'লো আখেরি।
মাশুক রূপ হৃদয় রেখে
দেখ আশক বাতি জ্বেলে
কিবা সকাল কিবা[১] বৈকাল[১]
দায়েমীর নাই অবধারি ॥
সালেকের চার্জপানা
মজ্জ্বি আশক দেওয়ানা
আশকে দেল করে ফানা
মাশুক বৈ অন্য জানে না
আশা-ঝুলি পেয়ে সে না
মাশুকের চরণ-ভিখারী ॥
কে কায়া আইল জিনি
এহি ফরজ জাত নিশানি,
দায়েমী ফরজ আদায় যে করে
তার নাই জাতের ভয়
জাত এলাহি ভাবে সদায়
মিশাইয়ে জাতে নূরী ॥

১-১ কি বৈকালে

*[দায়েমীর অসংখ্য অভক্তজনা
তারে গুপ্ত ভেদ বলো না
বলিলেও সে মানিবে না
করবে অহংকারী ॥
খলিফা আওলিয়া বলে
যে যা বোঝে দিও বলে
লালন বলে রছুলের
যে নছিহত জারী ॥]*

২৬৬

না পড়িলে দায়েমী নামাজ সে কি রাজী হয়
কোথায় খোদা কোথায় ছেজদা করি সদায় ॥
বলেছে তার কালাম কিছু বুঝি,
কিসে হয় বোঝ কেহ
দিন বয়ে যায় ॥
একি আয়েৎ ওফাৎ কারণ
বুঝতে হয় তার মানে কেমন,
কলুর বলদের মতন
ঘোরার কাজ নয় ॥

* এই অংশের পরিবর্তে রবীন্দ্র-সদনে রক্ষিত খাতায় নিম্নলিখিত পাঠ আছে :—

দায়েমীর বরজখে নিরিখ
সিরাজ সাঁই দরবেশের চরণ
ভেবে কহে ফকির লালন
দায়েমী নামাজী যে জন
শমন তারো আজ্ঞাকারী ॥

আন্ধার ঘরে সর্প ধরা
আছে সাপ, নাই সাপ, তাই করা,
লালন তেমনি বুদ্ধিহারা
পাগলের ন্যায় ॥

২৬৭

ধন্য আশকী জনা এ দীন দুনিয়ায়।
আশকী জোরে গগনের চাঁদ পাতালে নামায় ॥
সুই ছিদ্দিরে চালায় হাতী
বিনে তেলে জ্বালায় বাতি
আশকে বলিস আল্লা
আবার তাও হয়েছে ॥
মাশুকের যে হয় আশকী,
খুলে যায় তার দিব্য আঁখি
নফস আল্লা নফস নবী
দেখবি অনায়াসে ॥
মুরশিদের হুকুম মান
দায়েমী নামাজ জান
রছুলের যে ফরমান
লালন তাই রচে ॥

২৬৮

আশকে উন্মত্ত যারা।
তাদের মনের বিয়োগ জানে তারা ॥
কোথা বা শরার টাটি,
আশকে বেভুল সেটি

মাশুকের চরণ ছুটি
নয়নে আছ নেহারা ॥
মাশুক রূপ হৃদয়ে রেখে
থাকে সে পরম সুখে
শত শত স্বর্গ দেখে
মাশুকের চরণে ধরা ॥
না মানে সে ধর্মাধর্ম
না মানে সে কর্মাকর্ম
যার হয়েছে বিচার সাম্য
লালন কয় তার করণ সারা ॥

২৬৯

ওপারের[১] কাণ্ডারী নবীজী আমার।
ভজন সাধন বৃথা নবী না চিনে ॥
নবী[২] আব্বল আখের বাতিন জাহের
(নবী)[৩] কখন কি রূপ ধারণ করে কোন্‌খানে
আশমান জমিন জল আদি পবন
যে নবীর নূরে হ'ল[৪] সৃজন
বল কিসে ছিল সে নবীর আসন
নবী পুরুষ কি প্রকৃতি আকার তখনে ॥
আল্লা নবী ছুটি অবতার
গাছ বীজ যেরূপ দেখি যে প্রকার
তোমার[৫] সুবুদ্ধিতে কর[৫] বিচার
ওর[৬] গাছ বড় কি ফলটি বড় নেও জেনে ॥

১ অপারের ২ ও সে ৩ রবীন্দ্র-সদনে খাতার অতিরিক্ত পাঠ
৪ হয় ৫-৫ তোমরা সুবুদ্ধিতে কর হে ৬ তার

আত্মতত্ত্বে ফাজিল যে জনা
জানতে পায় সে নিগূঢ় কারখানা
হ'ল রছুল রূপে প্রকাশ রব্বানা
অধীন লালন বলে, দরবেশ সিরাজ সাঁইর গুণে ॥

২৭০

মন কি ইহাই ভাবো, আল্লা পাবো
নবী না চিনে।
কারে বলিস নবী দিশে পেলিনে[১] ॥
যার নূরে হয় আদম পয়দা
সেই নবীর তরীক জুদা
নূরের পেয়ালা খোদা
দিলেন তারে খোদ অঙ্গ জেনে ॥
মালেক সাঁই ব্রহ্ম নবী
দেল ধুড়িলে জানতে পাবি,
বলবো কি সেই ব্রহ্মার কখন[২] হয়[৩] নিষ্ঠাগতি,
সব ঠাঁই সে রয়[৩] ॥
চার কারের উপরে দেখো
রাগ পেয়ে সে ছিল কে গো
পূর্বাপর তার খবর রাখো
তবে জানবি লালন নবীর ভেদ মনে ॥
আশকের আশকী নামাজ
রাজী যাতে হয় বেনিয়াজ
লালন করে শৃগালের কাজ
দিয়ে সিংহের দায় ॥

১ পালিনে ২ খুবি ৩-৩ তার একদিন আর ডালে ছুলে

২৭১

নবীর অঙ্গে জগৎ পয়দা হয়।
সেই যে আকার কি হ'ল তার কে করে নির্ণয়॥
আবদুল্লার ঘরে বলো
সেই নবীর জন্ম হ'লো,
মূলদেহ তার কোথায় রইলো
শুধাবো কোথায়॥
কিরূপে নবী জান সে
যুক্ত হয় রাগের বীজে
আব-হায়াত যার নাম লিখেছে
হাওয়া নাই সেথায়॥
একজনে দুই কায় ধরে
কেউ পুণ্য কেউ পাপ করে,
কি হবে তার বোঝ মন রে,
হিসাবের সময়॥
নবীর ভেদ পায় একান্তি
ঘুচে যায় তার সব সন্ধি
দৃষ্ট হয় তার অনেক ফন্দি
লালন ফকির কয়॥

২৭২

নবী না চিনে কি আল্লা পাবে।
নবী দীনের চাঁদ আজ দেখনা রে ভেবে॥
যার নূরে হয় স্য়াল সংসার,
সেই আজ কলির ভাবে নবী পয়গম্বর,
হাটের গোলমালে আমার
মন রে, তারে চিনলাম না ভবে

বাতিনের ঘর নূর নবী,
ও সে পুরুষ কি প্রকৃতি ছবি,
পড়ো দেল-কেতাব করবে বিধান
মনের অন্ধকার যাবে ॥
বোঝা কঠিন কুদরতি[১] খেয়াল
আমার নবীজী গাছ, সাঁইজী তারি ফল,
সেই ফল পাড় ঐ গাছে চড়,
লালন কয় কাতর-ভাবে ॥

২৭৩

কুদরতের সীমা কে জানে।
আপনি করে আপন জিকির বসিয়ে আল-জবানে
আল-জবানের খবর হলে
তাইরি কিঞ্চিৎ নজির মেলে,
নইলে কাগড়া কথা ব'লে
উড়িয়ে দিবে সব জনে ॥
খোদকে চিনলে খোদা চিনি
খোদ খোদা বলেছে তেমনি[২]
মান আরাফা নফসহু[৩] বাণী
বোঝ তার কি মানে ॥
যে বোলায় রে আমি আমি
সেই আমি কি আমি আমি
লালন বলে, কেবা আমি
আমায় আমি চিনি নে ॥

১ কুদরতো ২ আপনি ৩ নকচুহু

২৭৪

জান গে পদ্ম নিরূপণ।
কোন্ পদ্মে জীবের স্থিতি
কোন্ পদ্মে গুরুর আসন ॥
অধোপদ্ম ঊর্ধ্বপদ্ম
নিত্য লীলার এই ছরহদ্দ
সে পদ্মে সাধকের বর্ত
সে পদ্ম কেমন বরন ॥
আড়া পদ্মের কোড়া ধরে
ভৃঙ্গরতি চলে ফেরে
সে পদ্ম কোন্ দল 'পরে
বিকশিত হয় কখন ॥
গুরুমুখে পদ্মবাক্য
হৃদয়েতে করে ঐক্য
জানে সে সকল পক্ষ
কহে দীনহীন লালন ॥

২৭৫

সাঁই আমার কখন খেলে কোন্ খেলা।
জীবের কি সাধ্য আছে[১] শুনে পড়ে তাই বলা[১]
কখনো ধরে সাকার[২]
কখনো হয় নিরাকার
কেউ বলে সাকার সাকার
অপার ভেবে হই ঘোলা ॥

১-১ তাই বলা ২ আকার

অবতার অবতরি
সেও[১] সম্ভাবে তারি,
দেখো জগত ভরি
এক চাঁদে হয় উজ্জ্বলা।
ভাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড[২]-মাঝে
সাঁই বিনে কি খেল আছে
লালন কয়, নাম ধরে[৩] সে[৩]
কৃষ্ণ করিম কালা॥

২৭৬

ও মন যে যা বোঝে সেইরূপ সে হয়।
সে যে রাম রহিম করিম কালা এক আল্লা জগৎময়
কুল্লে শাইন সহিত খোদা
আপন জবানে কয় সে কথা
যার নাই রে আচার-বিচার
বেদ পড়িয়ে গোল বাধায়॥
আকার সাকার নিরাকার হয়
একেতে অনন্ত উদয়
নির্জন ঘরে রূপ নেহারে
এক বিনে কি দেখা যায়॥
এক নেহারে দেও মন আমার
ভজ না রে দেখ তায়।
লালন বলে, এক রূপ খেলে
ঘটে পটে সব জা'গায়॥

১ তো ২ বেভাণ্ড ৩-৩ ধরেছে

২৭৭

কে বোঝে মন মওলার আলেক বাজী।
করছে রে কোরানের মানে যা আসে যার মনের বুঝি ॥
(সবে) একই কোরান পুড়াশুনা
কেউ মৌলবী কেউ মওলানা,
দাহিরে হয় কত জনা,
সে মানে না শরার কাজী ॥
রোজ-কেয়ামত বলে সবায়
কেউ বলে না তারিখ নির্ণয়
হিসাব হবে কি হচ্ছেরে সদায়
কোন্ কথায় মন রাখি রাজী ॥
ম'লে জান ইল্লীন সিজ্জীন রয়
যতদিন রোজ হিসাব না হয়,
কেউ বলে জান ফিরে জন্মায়
তবে ইল্লীন সিজ্জীন কোথায় আজি ॥
এরাফ বিধান শুনিতে পাই,
এক গোর মানুষের মওত নাই
সে আমারি কোন্ ভাইরে ভাই
বলছে লালন, কারে পুছি ॥

২৭৮

আলেফ নামে মিমেতে।
কোরান তামাম শোধ লিখেছে ॥
আলেফ আল্লাজী মিম মানে
নবী নামের হয় দুই মানে[১]

---

১ মনে

ও তার এক মানে হয় শরায় প্রচার
আর মানে মারফতে ॥
ও তার দরমিয়ানে নাম আছে জানি,[১]
আলেফ মিম দুই জনে,
যেমন গাছ বীজ অঙ্কুর
সেই মত ঘুর, না পারি বুঝিতে ॥
ইসারা লিখন কোরানেরো মানে
হিসাব কর দেহেতে।
ওরে[২] পাবি লালন সব অন্বেষণ
ঘুরিসনে ঘুর পথে[৩] ॥

২৭৯

নাম সাধন বিফল বরজখ বিনে।
এখানে সেখানে বরজখ মূল ঠিকানা
তাই দেখ মনে মনে ॥
বরজখের ঠিক না হয় যদি
ভুলাইবে শয়তান গিধি
ধরিয়ে রূপ নানান বিধি
চিনবো তখন কিরূপ প্রমাণে ॥
চার ভেঙে দুই হলো পাকা,
এই দুই বরজখ লেখাজোখা,
তাতে প'লো আরেক ধোঁকা
দুই দিকে কবে ঠিক হয় ধেয়ানে ॥
যেমন নৌকা ঠিক নয় বিনে দাঁড়ায়[৪]
নি-আকারে মন কি দাঁড়ায়

১ ডানে বাম ২ তবে ৩ পাকে ৪ গড়ায়

লালন মিছে ঘুরে বেড়ায়
অধর ধরতে যায় বরজখ না চিনে

২৮০

আকার কি নিরাকার[১] সাঁই[২] রব্বানা।
আহাদ[৩] আর আহামদের[৩] বিচার হ'লে যায় জানা॥
আহামদ নামে দেখি
মিম হরফ লেখে নবী
মিম গেলে আহাদ বাকি
আহামদ নাম থাকে না॥
খুঁজিতে বান্দার দেহে
খোদা সে লুকাইয়ে
আহাদে মিম বসায়ে
আহামদ নাম[৪] হ'লো সে না॥
এই পথের[৫] অর্থ ধুড়ে
কার বা জ্ঞান বসবে ধড়ে
কেউ বলবে[৬] লালন ভেড়ে
ফাকড়া সই বোঝে না॥

২৮১

সাঁইর লীলা দেখে লাগে চমৎকার।
(সে না) স্বুরাতে করিল সৃষ্টি, আকার কি সে নিরাকার॥

---

১ নি-আকার ২ সেই ৩-৩ আহামদ আর আহাদ নামের
৪ আহামদ হলে ৫ পদের ৬ কবে

আদমেরে পয়দা করে, খোদ স্থরাতে পরওয়ার।
স্থরাত বিনে পয়দা[১] কিসে হইল সে হঠাৎকার॥
নূরের মানে হয় কোরানে, কি বস্তু সে নূর তাহার।
নিরাকারে কি প্রকারে[২] নূর চুয়ায়ে হয় সংসার॥
আহামদি-রূপে আহাদি[৩] ত্নিয়ায় দিয়াছে বার।
লালন বলে, শুনে[৪] দেখে[৫] সেও তো বিষম ঘোর আমার॥

২৮২

আহাদে আহামদ এসে নবী নাম তার জানালে।
যে তনে করিল সৃষ্টি সে তন কোথায় রাখিলে॥
নবী যারে মানিতে হয়
উচিত বটে ভাই চিনে নেয়
পুরুষ কি প্রকৃতির কার
সৃষ্টির সৃজন-কালে॥
আহাদ নামে পরওয়ার
আহামদ নাম সেই এবার
জন্মমৃত্যু হয় যদি তার
শরার আইন কৈ চলে॥
আহাদ নামে কেন ভাই
মানব-লীলা করেন সাঁই
লালন বলে, তবে কেন যাই
অদেখা ভাবুক দলে॥

১ স্থরাত ২ কেমন ক'রে ৩ হাদি ৪ মনে ৫ দেলে

২৮৩

তরীকতে[১] দাখিল না হ'লে।
শরীয়ত হবে না সিদ্ধি পড়বি গোলমালে ॥
শরার নামাজের বীজ
আরকান আহকাম চিজ
তরীকতের আরকান আহকাম
কয় বীজে বলে ॥
সালেকি মজ্জুব হয়
হকীকতে পরিচয়
মারফত সিদ্ধির মোকাম
দেখনা রে খুলে ॥
আত্মতত্ত্ব জানে যে
সব খবরে জবর সে
লালন ফকির ফেরে প'লো
নিগূঢ় পথ ভুলে ॥

২৮৪

তরীকতে দাখিল হ'লে সকল জানা যায়।
কেন রে মন কোলের ঘোরে ঘোরে ডানে বাঁয়
আব্বলে বিসমিল্লা ব্যক্ত
মূল বটে তার তিনটি অর্থ
আগমে বলেছে সত্য
ডুবে জানতে হয় ॥
নবী আদম খোদ বা খোদা
এ তিন কভু নহেক জুদা

১ ওগো তরীকতে

আদমকে করিলে ছেজদা
সালেক জনে পায় ॥
যথা সালেক মকাম বাড়ি
সফিউল্লা তাহার সিঁড়ি
লালন বলে, মনের বেড়ি
লাগাও তার পায় ॥

২৮৫

আপন সুরাতে আদম গঠলে দয়াময়।
নইলে কি ফেরেস্তাকে ছেজদা দিতে কয় ॥
আল্লা আদম না হ'লে
পাপ হ'তো ছেজদা দিলে
সেরেফ পাপ যারে বলে
এ দীন ছুনিয়ায় ॥
দুষে সে আদম সফি
আজাজীল হল পাপী,
মন তোমার লাফালাফি
ওমনি দেখা যায়।
আদমি সে চেনে আদম
পশু কি তার পায় মরম,
লালন কয়, আদ্য ধরন
আদম চিনলে হয় ॥

২৮৬

জানতে হয় আদম সফির আদ্য কথা।
না দেখে আজাজীল সে রূপ[১] কিরূপ আদম গঠলো যেথা[১] ॥

১-১ সে ত গঠলো আদম কিরূপ সেথা

আনিয়ে জেন্দারো মাটি
গঠলে[১] বোরখা পরিপাটি
মিথ্যা নয় সে কথা খাঁটি
কোন্ চিজে তার গঠন[২] আত্মা[৩] ॥
সেই যে আদমের ধড়ে
অনন্ত কুঠরি গড়ে
মাঝখানে হেতলে কল জুড়ে
কীর্তিকর্মা বসলো কোথা ॥
আদমি হল আদম চিনে
ঠিক নামায় সে দেল-কোরানে,
লালন কয়, সিরাজ সাঁইর গুণে
আদম অধর ধরায় সুতা ॥

২৮৭

খাকি আদমের ভেদ সে ভেদ পশু কি বোঝে।
আদম কালেবে খোদে খোদা বিরাজে ॥
আদম শরীর আমার ভাষায়
বলেছেন অধর সাঁই নিজে।
নইলে কি আদম কে ছেজদা
ফেরেস্তায় সাজে ॥
শুনি আজাজীল খাস তন
খাকে আদম তন গঠেছে।
আবার সেই আজাজীল শয়তান হ'লো
আদম না ভজে ॥

১ গঠিল ২ গঠিল ৩ আওয়া

আব খাক আতস বাদে ঘর গঠন
জান মালেক কোন্ চিজে।
লালন বলে, এ ভেদ জানলে
সব জানে সে যে॥

২৮৮

ধ'রে আজাজীল ছেজদা বাকি রেখেছে কোন্‌খানে।
কর রে মন ছেজদা সেই যায়গা চিনে॥
জগৎ জুড়ে দিলে ছেজদা
তবু ঘটলো দুর-অবস্থা
ইমান হইল পোক্তা
বেড়েছে জমীনে॥
এমনি মাহাত্ম্য জায়গায়
ছেজদা দিলে মকবুল হয়
আজাজীলের বিশ্বাস নয়,
করেনি সেই জন্যে॥
ইবলীসের ছেজদার উপর
ছেজদা দিলে কি ফল হয় তার
লালন বলে, সেই বিচার
ত্বরায় নেও জেনে॥

২৮৯

ইবলীসের ছেজদার ঠাঁই ছেড়ে চাই ছেজদা করা
হুজুরের নামাজের আইন এমনি ধারা॥
ছেজদা করেছে সে ত
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল জোড়া।

কোন্ জায়গায় সে বাদ রেখেছে

দেখ্ না তোরা ॥

জায়গার মাহাত্ম্য বুঝে

ছেজদা দিতে পারে যারা ।

আগম কয়, তাদের

হবে নামাজ সারা ॥

কিসে হয় আসল নামাজ

করো সেই কাজ ভাই সকলেরা ।

লালন বলে, আখের যাতে

না যায় মারা ॥

২৯০

ও মন, বল রে সদা লায়লাহা ইল্লেল্লা ।

আইন ভেদিলো রছুলুল্লা ॥

লায়লাহা নফি সে হয়

ইল্লাহা সে দীন দয়াময়,

নফি এসবাত যাহারে কয়

সেই এবাদতুল্লা ॥

লা-শরীক জানিয়ে তাকে

করো জেকের দেলে মুখে,

মুক্তি পাবি থাকবি সুখে,

দেখ্‌বি রে নূর বজলুল্লা ॥

নামের সহিত রূপ

ধেয়ানে রাখিয়ে জপ

যদি ডাক চিনাবি কিরূপ

কে আল্লা ॥

বলেছেন সাঁই আল্লা নূরী
এ জেকেরের দরজা ভারী
সিরাজ সাঁই তাই কয় ফুকারি,
শোন রে লালন বেলেল্লা ॥

২৯১

হরদম পড় এল্লেল্লা।
আরো রাখিয়ে বরজখ মন রে ভোলা ॥
মরাকেবা মশাহেদা
হইলে দেলের কাটবে পর্দা
রোশনি দেল হবে সর্বদা
ও সে মরাকেবা কয় তরীক ব'লে
ও তাই জানলে খোলে রাগের তালা ॥
তরীকের মঞ্জিলে বসে আরফান আহকাম
করো দিশে ফকিরী কায়েম
ও সে তরীকের কয় মঞ্জিল ব'লে
জানগে হকীকতে আছে খোলা ॥
সিরাজ সাঁই দরবেশের চরণ
ভেবে কহে ফকির লালন,
দেল-দরিয়ায় ডুবলে হবে অন্বেষণ,
এবার মুরশিদ যারে দয়া করে
ও তার তরীকের পথ হয় উজ্জ্বলা ॥

২৯২

জানগে বরজখ ভেদ প'ড়ে বেলায়েত অচিনকে চিনবো
ঐ বরজখ ধ'রে।

নবুওতে সব অদেখা তপ জপ বেলায়েত দীপ্ত ক'রে
দেখ নজরে ॥
বরজখে আর এবে নাহি নেহারা
আখেরে সাঁইর রূপ চিনবে না তারা
নবী বলছে বারে বার জানা গেল তার
হাদিস-মাঝারে ॥
সেই প্রমাণ এখানে জানি
অদেখারে দেখে কেমনে চিনি,
যদি চেনা যায় তার বিধি হয়
আরেক জনকে সত্য বিশ্বাস করে
নবুওত বেলায়েত কারে বলা যায়
যে ভজে মুরশিদ সেই জানতে পায়,
লালন ফকির কয়, আরেক বাধা হয়
বস্তু চিনে নামে পেট কি ভরে ॥

২৯৩

নজর একদিকে দিলে[১] আর একদিকে অন্ধকার হয়।
নূরে নূরে দুটি নেহার[২] কেমনে ঠিক রাখা যায় ॥
আইন জারী জগৎ-জোড়া
ছেজদা হারাম খোদা ছাড়া
মুরশিদ বরজখ সামনে বেড়া
কোথা থুই ছেজদার সময় ॥
'সোগোলো রাবেতা' ব'লে
বরজখ লেখে দলিলে,

১ গেলে ২ নিহার

কারে রাখি কারে ফেলি,
একমনে তুই কৈ দাঁড়ায় ॥
বেলায়েতের হ'লে বিচার
ঘুচে যেতো ঘোর অন্ধকার
লালন ভেড়ে[1] এধার ওধার
দু ধারাতে খাবি খায় ॥

২৯৪

পড়গে নামাজ জেনে শুনে।
নিয়াত বাঁধগে[2] মানুষ-মক্কা পানে ॥
মানুষে মনস্কামনা[3] সিদ্ধি করো
বর্তমানে।
(ও কে) খেলছে খেলা বিনোদ কালা এই মানুষের
তন্-ভুবনে ॥
শতদল কমলে কালার আসন শূন্য
সিংহাসনে।
চৌদ্দ ভুবন ঘোরায় নিশান ঝলক দিচ্ছে
নয়ন-কোণে ॥
মুরশিদের মেহেরে মোহর যার খুলেছে
সেই তা জানে।
(এবার) বলছে লালন, ঘর ছেড়ে ধন
খুঁজিস কেন বনে বনে ॥

২৯৫

আছে আদি মক্কা এই মানবদেহে
দেখনা রে মন ভেয়ে।

১ বলে ২ বেন্দগে ৩ মানুষ কামনা

দেশ-দেশান্তরে দৌড়ে এবার
মরছো[১] কেন হাঁফিয়ে ॥
ক'রে অতি আজব হুক্কা
গঠেছে সেই মানুষ-মক্কা
কুদরতি নূর দিয়ে।
ও তার চার দ্বারে চার নূরের ইমাম
মধ্যে সাঁই বসিয়ে ॥
তিল-প্রমাণ জায়গার ভিতর
বানিয়েছে সাঁই ঊর্ধ্ব শহর
এই মানুষ-মক্কায়ে।
কত লাখ লাখ হাজী করেছে রে হজ
সেই জায়গায় বসিয়ে ॥
মানুষ-মক্কা কুদরতি কাজ
উঠছে রে আজগুবি আওয়াজ
সাত তালা ভেদিয়ে।
শতদল সহস্রদলে আছে আনন্দিত হ'য়ে ॥
আছে সিংদরজা দশদুয়ারী,
এ নাম নিদ্রা-ত্যাগ হ'য়ে নূরী
মানুষ-মক্কা মুরশিদ-পদে
ডুবে দেখগা ধাক্কা সামলিয়ে।
সাঁই লালন বলে, গুপ্ত মক্কা আদি ইমাম সেই মিঞে

২৯৬

ধড়ে কোথায় মক্কা মদীনে চেয়ে দেখ নয়নে[২]।
ধড়ের খবর না জানলে ঘোর যাবে না কোনদিনে

১ মরিস   ২ নজরে

ওহাদানিয়েৎ-এর রাহা
ভুল যদি মন কর তাহা
হুজুর যেতে পথ পাবা না
ঘুরবি কত ভুলে[1] ॥
উপর-ওয়ালা সদর বাড়ি
অচিন দেশে তার কাছারি
সদায় করে হুকুম জারী
মক্কায় বসে নির্জনে ॥
চারি রাহার[2] চারি মকবুল
ওহাদানিয়েতে রছুল,
সিরাজ সাঁই কয়, না জেনে উল
লালন তুই ঘুরিস কেনে ॥

২৯৭

কিসে আর বোঝাই মন তোরে।
দেল-মক্কার ভেদ না জানিলে
হজ কিসে হয় রে ॥
দেল-মক্কা খোদ কুদরতি কাম,
খোদ খোদা দেয় তাইতে বারাম,
সেইজন্য নূর[3] দেল-মক্কা নাম
সর্ব সংসারে ॥
এক দেল যারো জেয়ারত হয়
হাজার হাজী তার তুল্য নয়,
কেতাবেতে সাফ লেখা যায়
তাইতে বলি রে ॥

১ ভুবনে ২ রাহে ৩ হয়

মানুষের মক্কা গঠন
মানুষে তাই করে ভজন
লালন কয়, আদি মক্কা কেমন
চিনবি কবে রে

২৯৮

সে যারে বোঝায়, সেই বোঝে।
মকরউল্লার মকর বুঝা সাধ্য কার আছে ॥
যথা কাল্লা তথা আল্লা
এমনি রে সে মকরউল্লা,
অবোধেরা মকর হীলা
তাই সদাই খোঁজে
এরফানি কেতাবেরে ভাই
হরফ নুক্তা[1] তার কিছুই নাই,
তাই ধুড়িলে খোদাকে পাই
খোদেই বলেছে ॥
এলেম[2] লাতুন্নি[2] হয় যার
সর্ব ভেদে মালুম তার,
লালন কয়, ছটাকে-মোল্লার
দড়বড়ি মিছে ॥

২৯৯

খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কেমনে[3] আসে যায়
ধরতে পারলে মন-বেড়ী দিতাম তাহার পায় ॥

১ নওয়া ২-২ এলোমেলো কুল ৩ কমনে (খাতার পাঠ)

আট কুঠরী নয় দরজা-আঁটা,
মধ্যে মধ্যে ঝলকা-কাটা,
তার উপর আছে সদর-কোঠা—
আয়না-মহল তায় ॥
মন, তুই রৈলি খাঁচার আশে,
খাঁচা যে তোর তৈরী কাঁচা বাঁশে,
কোন্‌দিন খাঁচা পড়বে খসে,
লালন কয়, খাঁচা খুলে
সে পাখী কোন্‌খানে পালায় ॥

বৈষ্ণবভাবাপন্ন গান

৩০০

মনের কথা বলবো কারে।
মন জানে আর জানে মরমে মজেছি মন দিয়ে যারে॥
মনেরো তিনটি বাসনা
নদীয়ায় করবো সাধনা,
নইলে মনের বিয়োগ যায় না,
তাইতে ছিদাম এ হাল মোরে॥
কটিতে কৌপীন পরবো
করেতে করঙ্গ নেবো
মনের মানুষ মনে রাখবো
কর যোগাব মনের শিরে॥
যে দায়ের দায়ে আমার এমন
রসিক বিনে বুঝবে কোন্‌জন,
গৌর হয়ে নন্দের নন্দন
লালন কয় সে বিনয় করে॥

৩০১

আমি যার ভাবে মুড়িয়েছি মাথা।
সে জানে আর মনে জানে আর জানবে কে তা॥
মনের মানুষ রাখবো মনে
বলব না তা কারো সনে
ও তার ঋণ শুধিব কতদিনে,
মনে সদাই সেই চিন্তা॥
সুখের কথা বোঝে সুখী
ও ভাই দুখের কথা দুখী,

ও সে পাগল বিনে পাগলের কি
বোঝে মনের ব্যথা ॥
যা রে ছিদাম যা রে তুই ভাই
আমার হাল আর শুনে কাজ নাই,
অতি বিনয় ক'রে বলে লালন,
কানাই পদে রবে তা ॥

৩০২

তোরা আয় দেখে যা নূতন ভাব এনেছে গোরা।
মুড়িয়ে মাথা গলে কেতা কটিতে কোপীন ধড়া ॥
গোরা হাসে কাঁদে ভাবের অন্ত নাই,
সদা দীন দরদী বলে ছাড়ে হাই,
জিজ্ঞাসিলে কয় না কথা
হয়েছে কি ধন-হারা ॥
গোরা শাল ছেড়ে কৌপীন পরেছে,
আপনি মেতে জগৎ মাতিয়েছে,
মরি হায় কি লীলে কলিকালে
বেদবিধি চমৎকারা ॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি হয়
গোরা তার মাঝে এক দিব্যযুগ দেখায় ;
অধীন লালন বলে, ভাবুক হ'লে
সে ভাব জানে তারা ॥

৩০৩

কার ভাবে শ্যাম নদেয় এলো।
ও তার ব্রজের ভাবের কি অনুসার ছিল ॥

গোলোকেরি ভাব ত্যজিয়ে যে ভাব
প্রভু ব্রজপুরে লয়েছিল যেহি ভাব,
এবে নাই ত সে ভাব দেখি নূতন ভাব
এ ভাব বুঝিতে কঠিন হ'লো ॥
সত্য যুগে সঙ্গে কৌশকী ছিল
ত্রেতায় সঙ্গী সীতে লক্ষ্মী হ'লো,
দ্বাপরে সঙ্গিনী রাধা রঙ্গিণী কলির ভাবে
তারা কোথায় র'লো ॥
কলিযুগের ভাব একি অসম ভাব
নাহি ব্রত-পূজা নাহি অন্য ভাব[১],
ছিল দণ্ডিবেশ, কেবল দণ্ড-কমণ্ডলু
নিতাই এসে[২] তাহা ভেঙ্গে দিল ।
উহার ভাব জেনে ভাব নেওয়া হ'লো দায়
না জানি কখন কি ভাব উদয়
করলে তিনটি মিলে এক নদীয়ায়,
লালন ভেবে দিশে নাহি পেলো ॥

৩০৪

কার ভাবে এ ভাব বল রে কানাই।
রাজ রাজ্য ছেড়ে কেন বেহাগ দেখতে পাই ॥
ভেবে তোর এ ভাব বুঝিতে নারি
আজ কিসের কাঙ্গাল আমার অটলবিহারী,
ছিল অগোর চন্দন যে অঙ্গে ভূষণ,
সে অঙ্গ আজ কেন লুণ্ঠিত ধরায় ॥

১ লাভ ২ আবার

ব্রহ্মাণ্ড ভাবুক যার ভাবিয়ে সে ভাবুক আজ,
কাহার ভাব লয়ে একি অসম ভাব
ভাবনা সম ভাবে কোন্ জনা
মরি মরি ভাবের বলিহারি যাই ॥
অনুভাবে ভেবে কতই করি সার,
শ্যামচাঁদের উত্তম কি চাঁদ আছে আর,
করে চাঁদে চাঁদ হরণ সেহি বা কেমন
ভক্তিবিহীন লালন বসে ভাবে তাই ॥

৩০৫

কার ভাবে এ ভাব হাঁরে জীবন কানাই।
করে বাঁশী নাই, মাথে চূড়া নাই ॥
ক্ষীর সর ননী খেতে
বাঁশীটি সদাই বাজাতে
কি অ-সুখ পেয়ে তাতে
ফকির হ'লি ভাই ॥
অগোর চন্দন আদি
মাখিতে নিরবধি
সেই অঙ্গ ধূলায় অদ্ভূতি
এখন দেখতে পাই ॥
বৃন্দাবন যথার্থ বন
তো বিনে হ'লরে এখন,
মানুষ লীলে করবে কোন্জন
লালন বলে তাই ॥

৩০৬

হরি কাঁদে হরি ব'লে কেনে।
ধারা বহে দুনয়ানে ॥
হরি ব'লে হরি ভোরা,
নয়নে বয় জলধারা,
জানি কি ছলে এসেছে গোরা
এই নদীয়ার ভুবনে ॥
মোরা যত পুরুষ নারী,
দেখিতে আইলাম হরি,
হরিকে হরিল হরি,
জানি সেই হরি কোনখানে ॥
গৌরহরি দেখে এবার
কত পুরুষ নারী ছেড়ে যায় ঘর,
জানি সেই হরি কি করে এবার
ও তাই লালন ভাবে মনে ॥

৩০৭

কানাই, কার ভাবে তোর এ ভাব দেখি রে।
ব্রজের সে ভাব তো দেখি নে রে ॥
পরণে ছিল পীতধড়া,
মাথায় ছিল মোহন চূড়া
করে বাঁশী রে।
আজ দেখি তোমার করোয়া কৌপীন,
আর ব্রজের সে ভাব
কোথায় রাখলি রে ॥

দাস-দাসী ত্যজিয়ে কানাই
একা একা ফিরছো রে ভাই
কাঙ্গাল বেশ ধরে ভিখারী হলি
কেন্তা সার করলি কিসের অভাবে রে।
ব্রজবাসীর হ'য়ে নিদয়
আসিয়ে ভাই এই নদীয়ায়
কি সুখ পেলি রে।
লালন বলে আর
কার বা রাজ্য কার,
সব দেখি আজ মিছে রে ॥

৩০৮

আর তো কালার সে ভাব নাইকো সই।
সে না তেজিয়ে মদন প্রেম-পাথারে খেলছে সদায় প্রেম ঝাঁপাই
অগোর চন্দন ভূষিত যে সদায়
সেই কালাচাঁদ ধুলায় লুটায়
ও না থেকে থেকে ব'লছে সদায়
সাঁই দরদী কৈ লো কৈ ॥
সশুক বিরিঞ্চি আদি যার
তারি আঁচলা ঝোলা করোয়া কোপীন সার
প্রভু শেষ লীলে করলেন জারী
আনকা আইন দেখনা ঐ ॥
বেদবিধি ত্যজিয়ে দয়াময়
কি নূতন ভাব আনিলে নদীয়ায়,
ফকির লালন বলে, আমি সে ত
ভাব জানিবার যোগ্য নই

৩০৯

সেই কালাচাঁদ নদেয় এসেছে।
সে না বাজিয়ে বাঁশী ফিরতো সদায় ব্রজাঙ্গনার কুল-নাশে ॥
যদি মজবি ও কালার পীরিতি,
আগে জান্‌গে উহার কেমন রীতি,
উত্তর প্রেম করা নয় প্রাণে মারা
অনুমানে বুঝিয়েছে ॥
যদি রাজ্যপদ ও পদে কেউ দেয়
তবু ও কালার মন না পাওয়া যায়
রাধা ব'লে বাজে বাঁশী
এখন তারে কত কাঁদিয়েছে ॥
ও না ব্রজে ছিল জলদ কালো
না জানি কি সাধনে গৌর হ'লো
ফকির লালন বলে, চিহ্ন কেবল
তুনয়ন বাঁকা আছে ॥

৩১০

গোল ক'রো না ও নাগরী, গোল ক'রো না গো।
দেখি দেখি ঠাউরে দেখি কেমন গৌরাঙ্গ ॥
সাধু কি ও যাতুকর
এসেছে এই নদী পুরী,
খাটবে না হেথা জারিজুরি
তাই কি ভেবেছো ॥
বেদ-পুরাণে কয় সমাচার,
কলিতে আর অবতার,
তবে সে কয় সেই গিরিধর,
এসেছে দেখো ॥

বেদে জানাই তাই যদি হয়,
পুথি পড়ে কে মরতে যায়,
লালন বলে, ভজবো সবায়
তবে ঐ গৌরপদো ॥

৩১১

ওই গোরা কি শুধুই গোরা ওগো নাগরী
দেখ দেখ ঠাউরে দেখ কেমন শ্রী ॥
শ্যাম-অঙ্গে গৌরাঙ্গ মাখা
নয়ন দুটি বাঁকা বাঁকা
মনে যেন দিচ্ছে দেখা
ব্রজের হরি ॥
না জানি কোন্ ভাব ল'য়ে
এসেছে শ্যাম গৌর হ'য়ে
কদিন বা রাখবে ঢাকিয়ে
নিজ মাধুরী ॥
যে হোক সে নাগরা
ক'রবে কুলের কুল সারা,
লালন বলে, দেখবে যারা
সৌভাগ্য তারি ॥

৩১২

গোরা[১] কি আইন আনিল[২] নদীয়ায়।
এতো জীবেরো সম্ভবো নয় ॥

১ গৌর ২ আনিলে

আলগা[1] বিচার আলগা[2] আচার
দেখে শুনে লাগে ভয় ॥
ধর্মাধর্ম বলিতে কিছুমাত্র নাইক[3] তাতে
প্রেমের গুণ গায়।
জেতের বোল রাখলো না সে ত
করলো একাকার[4]ময় ॥
শুদ্ধ অশুদ্ধ নাই জ্ঞান, সাতবার খেয়ে একবার চান
করেন সদায়।
আবার অসাধ্যকে[5] সাধ্য করে
জীবে যা না ছোঁয় ঘৃণায় ॥
যবন ছিল দবীর খাস
তারে গোঁসাই পদ প্রকাশ
করলে গৌররায় আর।
আবার লালন বলে, মসিল বংশে
জামালকে বৈরাগ্য দেয় ॥

৩১৩

তোরা কেও যাস্‌নে ও পাগলের কাছে।
তিন পাগলে হ'লো মেলা নদেয় এসে ॥
একটা[6] পাগলামো করে,
কোল দেয় জাত অজাতেরে
দৌড়িয়ে যেয়ে।
ও তার নাই জেতের রোগ[7],
এমন পাগল কে দেখেছে ॥

১ আনকা ২ আনকা ৩ নাই ৪ একাকারি ৫ অসাধ্যরে
৬ কি এক ৭ বোল

একটা নারকোলের মালা
তাতে জল তোলা[১] ফেলা
করঙ্গ সে।
আবার হরি ব'লে পড়ে[২] ঢলে
ধূলার মাঝে ॥
দেখতে যে যাবি পাগল
সেইতো হ'বি পাগল
বুঝবি শেষে।
ছেড়ে তারো ঘর-দুয়ার
ফিরবি নে[৩] যে[৩] ॥
পাগলের নামটি এমন[৪]
বলিতে অধীন লালন
হয় তরাসে।
জেতে[৫] নিতে[৫] অঙ্গে পাগল
নাম ধরেছে ॥

৩১৪

শুনে অজানা এক মানুষের কথা।
প্রভু গৌরচাঁদ মুড়ালে মাথা ॥
হায় মানুষ কোথায় সে মানুষ,
বলে প্রভু হ'লো বেহুঁশ,
দেখে সব নদীয়ায় মানুষ
বলে না তা ॥
কোন্ প্রেমের দায়ে গৌর পাগল
পাগল করলে নদের সকল

১ খাওয়া ২ পড়ছে ৩-৩ নেচে ৪ কেমন ৫-৫ চতে তিতে

রাখলো না কারো জেতের বোল
একাকার ক'রলে সেথা ॥
যার চিন্তে জগৎ চিন্তে
তার চিন্তে কার চিন্তে
লালন বলে, হইল চিন্তে
কে গো আছে সেই অচিনতা ॥

৩১৫

সামান্যে কি তার মর্ম জানা যায়।
যে ভাবে অটল হরি এলো নদীয়ায় ॥
জীব তরান অংশ হইতে,
বাঞ্ছা তার নিজে আসিতে
আর বাঞ্ছা হ'লো
অদ্বৈতের বাঞ্ছায় ॥
শুনে অদ্বৈতের হুহুঙ্কারি
এলেন কৃষ্ণ নদে পুরী
বেদেরো অগোচর তারি,
সেই লীলে হয় ॥
ধন্য রে গৌর-অবতার,
কলিকালে হ'লো প্রচার,
কলির জীব পাইল নিস্তার,
লালন গোল বাধায় ॥

৩১৬

ধন্য মায়ের নিমাই ছেলে।
এমন বয়সে নিমাই ঘর ছেড়ে ফকিরী নিলে ॥

ধন্য রে ভারতী যিনি
সোনার অঙ্গে দেয় কোপিনী
শিখাইল হরির ধ্বনি
করেতে করঙ্গ নিলে ॥
ধন্য পিতা বলি তারি
ঠাকুর জগন্নাথ মিশ্রী
যার ঘরে গৌরাঙ্গ হরি
মানুষ-রূপে জন্মাইলে ॥
ধন্য রে নদীয়াবাসী
হেরিল গৌরাঙ্গ-শশী
যে বলে সে জীব সন্ন্যাসী
লালন কয় সে ফেরে প'ে

৩১৭

বল্‌রে নিমাই বল্‌ আমারে।
রাধা বলে অ-জাগরে
কাঁদলি কেন ঘুমের ঘোরে ॥
সেই যে রাধার কি মহিমা
দেবে দিতে নারে সীমা
ধ্যানে যারে পায় না ব্রহ্মা
কিরূপ জানলি সে রাধারে ॥
রাধে তোমার কি হয় নিমাই
সত্য ক'রে বল গো আমায়
এমন বালক সময়
এ বোল কে শিখালে তোরে ॥

তুমি শিশু ছেলে আমার
মা হয়ে ভেদ পাইনে তোমার
লালন বলে, শচীর কুমার
জগৎ ফেললে চমৎকারে ॥

৩১৮

কি ভাব নিমাই তোর অন্তরে।
মা বলিয়ে চক্ষের দেখা তাতে কি তোর ধর্ম যায় রে ॥
কল্পতরু হও রে যদি
তবু মা-বাপ গুরু নিধি
এ গুরু ছাড়িতে বিধি
কে তোরে দিয়েছে হাঁরে ॥
আগে যদি জানলে ইহা
তবে কেন কল্লে বেহা
এখন সে বিষ্ণুপ্রিয়া
কেমনে রাখিব ঘরে ॥
নদীয়ার ভাবের কথা
অধীন লালন কি জানে তা
হা হুতাশে শচীমাতা
বলে নিমাই দেখা দে রে ॥

৩১৯

সে নিমাই কি ভোলা ছেলে হবে।
ভুলেছে ভারতীর কথায় এমন কথা কেন বলে সবে ॥

যখন ব্রজবাসী ছিল
ব্রজের সব ভুলাইল
সেই নাগর নদেয় এলো
দেখনা রে কারে না ভোলাবে ॥
আপনি হয়ে কপট ভোলা
ত্রিজগতের মন ছলা
কে বোঝে তার লীলেখেলা
বুঝতে গেলে সেই যে ভুলে যাবে
তারে ছেলে বলে যে লোক-সকল
সে পাগল তার বংশ পাগল
লালন কয়, আমি এক পাগল
গুরু ছেড়ে বেড়াই গৌর ভেবে ॥

৩২০

কে আজ কোপীন পরালে তোরে।
তার কি দয়ামায়া কিছুই নাই অন্তরে ॥
একা পুত্র তুই রে নিমাই
অভাগিনীর আর কেহ নাই
কি দোষে আমায় ছেড়ে রে নিমাই
ফকির হলি এমন বয়সে রে ॥
মনে ইহাই ছিল তোরি
হ'বি রে পথের ভিখারী
তবে কেন বিয়ে কল্লি পরের মেয়ে
কেমন আজ আমি রাখবো ঘরে
ত্যাজ্য করে মাতাপিতা
কি ধর্ম আর ক'রবি কোথা

মায়ের কথায় চল, কোপীন খুলে ফেল
লালন কয়, যেরূপ যার মায়ে কয় রে ॥

৩২১

এনেছে এক নবীন আইন নদীয়াতে।
বেদ-পুরাণ সব দিচ্ছে দুষে
সেই আইনের বিচার-মতে ॥
সাতবারে খেয়ে একবার খান
নাই পূজা নাই পাপপুণ্য-জ্ঞান
আসাধ্যরে সাধ্য বিধান
শিখাচ্ছে সব ঘাটে পথে ॥
না করে সে জেতের বিচার
কেবল শুদ্ধ প্রেমের আচার
সত্য মিথ্যা দেখে প্রচার
সাঙ্গপাঙ্গ জাত অজাতে ॥
ভজ ঈশ্বরের চরণা
তাই বলে সে বেদ মানে না
লালন কয়, তার উপাসনা
কর দেখি মন কি দোষ তাতে

৩২২

ও গৌরের প্রেম রাখিতে সামান্যে কি পারবি তোরা
কুলশীল ত্যাগ করিয়ে হ'তে হবে জ্যান্তে মরা ॥

থেকে থেকে গোরার হৃদয়
কত ভাব হয় গো উদয়
ভাব জেনে ভাব দিতে সদায়
জানবি কঠিন কেমন ধারা ॥
পুরুষ নারীর ভাব থাকিতে
পারবি না সে ভাব রাখিতে
আপনার আপনি হয় ভুলিতে
যে জন গৌর-রূপ নেহারা ॥
গৃহে ছিলি ভালই ছিলি
গৌর ভজিয়ে মরতে এলি,
লালন বলে, কি আর বলি
দুকূল যেন হ'সনে হারা ॥

৩২৩

বল গো সজনি আমায় কেমন গো সেই গৌরমণি
জগতজনার মন নামে করে পাগলিনী ॥
একবার যদি দেখতাম তারে
রাখতাম সে রূপ হৃদয়ে পুরে
রোগ শোক সব যেত দূরে
শীতল হইত মহাপ্রাণী ॥
মন মোহিনীর মন-হরা
দেখলি কোথা সেই যে গোরা
আমায় নিয়ে চল্ গো তোরা
দেখে শীতল হই গো ধনি ॥
নদে-বাসীর ভাগ্যে ছিল
গৌর হেরে মুক্তি পেল

অবোধ লালন ফেরে প'লো
না পেয়ে সে চরণখানি ॥

৩২৪

আমার একি কবার কথা আপন বেগে আপনি মরি।
গৌর এসে হৃদয়ে বসে করে আমার মন চুরি ॥
কিবা গৌররূপ-লম্পটে
ধৈর্যডুরি দেয় কেটে
লজ্জা-ভয় সব পালায় ছুটে
যখন ঐ রূপ মনে করি ॥
গৌর দেখা দিয়ে ঘুমের ঘোরে
চেতন হ'য়ে পাইনে তারে
পলাইল কোন শহরে
নব দলের রস-বিহারী ॥
মেঘে যেমন চাতকেরে
দেখা দিয়ে ফাঁকি করে
লালন বলে, তাই আমারে
কল্লেন গুরু বরাবরি ॥

৩২৫

আজ আমার অন্তরে কি হ'লো সাঁই।
আজ ঘুমের ঘোরে চাঁদগৌর হেরে
ওগো আমি যেন[1] আমি নই[1]

১ আর আমি নয়

আজ আমার গৌরপদে মন মজিল
আর কিছু না লাগে ভালো
সদায় মনের চিন্তা ঐ।
আমার সর্বস্ব ধন ও চাঁদ গৌরাঙ্গ-ধন
সেই ধন কিসে পাই গো তাই শুধাই ॥
যদি মরি গৌর-বিচ্ছেদ-বাণে
গৌর-নাম শুনাইও কানে
সর্বাঙ্গে লিখো নামের বই ॥
এই বর দে গো সবে
আমি জন্মে জন্মে যেন
এই গৌরপদে দাসী হই ॥
বন পোড়ে তো সবাই দেখে
মনের আগুন কেবা দেখে
আমার রসরাজ চৈতন্য বই।
গোপীর এমনি দশা
ওকি মরণ-দশা
অবোধ লালন রে তোর সে ভাব কই ॥

৩২৬

যদি গৌরচাঁদকে পাই।
গেল গেল এ ছার কুল আর তাতে ক্ষতি নাই ॥
জন্মিলে মরিতে হবে
কুল কি কারো সঙ্গে যাবে
মিছে কেবল দুদিন ভবে
কুলের বড়াই ॥

কি ছার কুলের গৌরব করি
অকূলের কূল গৌরহরি
ভব-তরঙ্গের তরী
গৌর গোসাঁই ॥
ছিলাম কুলের কুলবালা
স্কন্ধে নিলাম আঁচলা-ঝোলা
লালন বলে, গৌর-বালা
আর কারে ডরাই ॥

৩২৭

কাজ কি আমার এ ছার কুলে।
আমার গৌরচাঁদকে যদি মেলে ॥
মনচোরা সেই যে[১] গোরা রায়
অকূলের কূল জগৎময় রে
ভোগের[২] আশায় যে[৩] কুল দুষয়
বিপদ[৪] ঘটিবে তার কপালে ॥
কুলে কালি দিয়ে ভজিবো সই
অন্তিম কালের বান্ধব যেই,
ভব-বন্ধুজন কি ক'রবে তখন
দীনবন্ধুর দয়া না হইলে ॥
কুল-গৌরবী[৫] লোক যারা,
গুরু-গৌরব কি জানে তারা,
যে ভাবের যে লাভ, জানা যাবে সব,
লালন বলে, আখের হিসাব কালে ॥

১ পাশরা ২ লব কুল ৩ সে ৪ বিবাদ ৫ কুল-গৈরবী

৩২৮

আমার মনচোরারে কোথা পাই।
কোথা যাই মন আজ কি যে বোঝাই ॥
নিষ্কলঙ্ক ছিলাম ঘরে,
কিবা রূপ নয়নে হেরে
প্রাণ তো আমার ধৈর্য নাই ॥
ও সে চাঁদ বটে মানুষ দেখে,
হ'লাম বেহুঁশ থেকে থেকে
আমার মনে পড়ে রাই ॥
বিষম রোগে আমায় দংশিলে,
বিষ উঠলো সে ব্রহ্মমূলে,
কেমনেতে বিষ নামাই ॥
ও বিষ গাঁটরি করা
না যায় হরা
কি করিবে এসে কবিরাজ গোসাঁই
মন বুঝে ধন দিতে পারে
কে আছে এই ভাব নগরে
কার কাছে এই প্রাণ জুড়াই ॥
যদি গুরু দয়াময়
এ অনল নিভায়,
ফকির লালন বলে,
তাহার সেই কেবল উপায় ॥

৩২৯

কি বলিস গো তোরা আজ আমারে।
চাঁদ গৌরাঙ্গ ভুজঙ্গ-ফণী দংশিল যার হৃদয়-মাঝারে

গৌররূপের কালে যারে দংশয়
সে ধাত কি বোঝে ওঝায়
বিষ ক্ষণেক জ্বলে, ক্ষণেক সাজায়,
ধন্বন্তরি ঔষধ যায় গো ফিরে ॥
আমি ভুলবো না ভুলবো না বলি,
কটাক্ষেতে অমনি ভুলি,
আমার জ্ঞান-পরশ যায় সকলি
ব্রহ্মমন্ত্রে ঝাড়িলে না সারে ॥
যদি মেলে রসিক সুজন
রসিকজনার জুড়ায় জীবন
বিনয় ক'রে বলছে লালন,
অরসিকের কথায় দুখ ধরে ॥

৩৩০

বলো বলো কে দেখেছ গৌরচাঁদেরে।
গৌর গোপীনাথ মন্দিরে গেল আর ত না এলো ফিরে ॥
যার লাগি কুল গেল
সেই;আমারে ফাঁকি দিলো,
কলঙ্কী নাম প্রকাশ হ'লো
কেবল গো আজ আমারে ॥
দরশনে দুর্গতি যায়
পরশে পরশ করে নিশ্চয়,
হেন চাঁদ হইয়ে উদয়
লুকাল কোন শহরে ॥
শুধু গৌর নয়—গৌরাঙ্গ
অন্তরে আছে গৌরাঙ্গ

লালন বলে, হেন সঙ্গ
পেলাম না কর্মের ফেরে

৩৩১

যাবো রে এ স্বরূপ কোন্ পথে।
স্বরূপ আয় রে আয় এসে আমায় ব্রজের পথ বলে দে।
যার জন্যে ঝোরে নয়ন
তারে কোথা পাব এখন
যাব আমি শ্রীবৃন্দাবন,
পথ না পারি আর চিনিতে ॥
দেখবো সেই সুন্দর কুমার
মনে সাধ হয় রে আমার
মিন্নতি করি তোমার
সেই পথের উদ্দিশ জানিতে ॥
একবার সেই গোকুলের চাঁদ
দেখলে জুড়ায় মোর নয়ন-চাঁদ
লালন বলে, গৌরাঙ্গ ঐ রূপ
কেঁদে আকুল হই চিতে ॥

৩৩২

আর কি গৌর আসবে ফিরে।
মানুষ ভ'জে যে যা করো গৌরচাঁদ গিয়েছে সেরে ॥
একবার এসে এই নদীয়ায়
মানুষ-রূপে হ'য়ে উদয়,

প্রেম বিলালে যথাতথায়[1],
গেলেন প্রভু নিজ পুরে ॥
চার যুগের ভজন আদি,
বেদেতে রাখিয়ে বিধি,
বেদের[2] নিগূঢ় রসপন্থী[3]
সঁপে গেলেন শ্রীরূপেরে ॥
আর কি সেই অদ্বৈত গোসাঁই
আনবে গৌর এই নদীয়ায়,
লালন বলে, সে দয়াময়ে
কে জানিবে এ সংসারে ॥

৩৩৩

আজ ব্রজপুরে কোন্ পথে যাই
ও তাই বল রে স্বরূপ বল রে তাই।
আমার সাথের সাথী আর কেহই নাই
কোথা রাধে কোথা কৃষ্ণধন,
কোথায় যে তার সব সখীগণ,
আর কতদিন চলিলে সে চরণ পাই ॥
যার লেগে আজ মুড়িয়েছি মাথা,
তারে পেলে যায় মনের ব্যথা,
কি সাধনে সে চরণে পাবো ঠাঁই ॥
তোমরা যত স্বরূপগণেতে
বর দে কৃষ্ণের চরণ পাই যাতে,
লালন বলে, কৃষ্ণলীলের অন্ত নাই ॥

---

১ যথাতথা ২ বেদেরো ৩ রসপান্থি

৩৩৪

কেন চাঁদের জন্ম চাঁদ কাঁদে রে।
এই লীলের অন্ত পাইনে রে ॥
দেখে শুনে ভাবছি বসে
মনে কই কারে ॥
আমরা দেখে ঐ গোরাচাঁদ,
ধরবো বলে পেতেছি ফাঁদ,
আবার কোন্ চাঁদেতে
এ চাঁদেরো মন হরে ॥
জীবেরো কি ভুল দিতে সবায়
গৌরচাঁদ আর চাঁদের কথা কয়
পাইনে এবার কি ভাব হয়
উহার অন্তরে ॥
এ চাঁদে সে চাঁদ করে ভাবনা
মন আমার আজ হ'লো দোটানা
তাই বলছে লালন, প'লাম
এখন কি ঘোরে ॥

৩৩৫

ওগো রাই-সাগরে নামলো শ্যামরায়।
তোরা ধর গো হরি ভেসে যায় ॥
রাই-প্রেমের তরঙ্গ ভারি,
তাতে থাই দিতে কি পারবেন গো হরি
ছেড়ে রাজস্ব, প্রেমে ঔদাস্য
কৃষ্ণের চিন্তা কেঁতা ওড়ে গায় ॥

ওগো চার যুগেতে ঐ কেলে সোনা,
তবু শ্রীরাধার দাস হইতে পাল্লে না,
যদি হইত দাস, যেত অভিলাষ
তবে আসবে কেন নদীয়ায় ॥
তিনটি বাঞ্ছা অভিলাষ ক'রে
হরি জন্ম নিলেন শচীর উদরে,
সিরাজ-চরণ ভেবে কয় লালন
সে ভাব জানায় ॥

৩৩৬

বল স্বরূপ কোথায় আমার সাধের সারী
যার জন্যে হয়েছি রে দণ্ডধারী ॥
কোথা সে নিকুঞ্জ বন
কোথা সে যমুনা এখন
কোথা সে গোপিনীগণ,
আহা মরি ॥
রামানন্দের দরশনে
পৃষ্ট ভাব উদয় মনে,
যাই আমি কাহার সনে
সেই পুরী ॥
আর কি সেই সঙ্গী পাব,
মনের সাধ পুরাবো,
পরম আনন্দে রবো,
ঐ রূপ হেরি ॥

গৌরচাঁদ ঐ দিন ব'লে
আকুল হয় তিলে তিলে
লালন কয়, সেহি লীলে
সু-মাধুরী ॥

৩৩৭

ধর গো ধর গৌরাঙ্গচাঁদেরে।
গৌর যেন পড়ে না বিভোর হ'য়ে ভূমের উপরে ॥
ভাবে গৌর হ'য়ে মত্ত
বাহু তুলে করে নৃত্য
কোথা হস্ত, কোথা পদ
ঠাওর নাই রে উহার অন্তরে ॥
মুখে বলে হরি হরি,
নয়নে বহিছে বারি,
ঢল ঢল তনু-তরী,
বুঝি পড়া মাত্র যায় ম'রে ॥
কার ভাবে শচী-সুত
হানছে বেহান গলে কৈঁতা
লালন বলে, ব্রজের কথা
বুঝি পড়েছে মনের দ্বারে ॥

৩৩৮

কোন্ রসে প্রেম সেধে হরি গৌর বর্ণ হলো সে।
না জেনে সে প্রেমের অর্থ প্রেম যাজন করে হয় কিসে

প্রভুর যে মত ঐ মত সার
আর যত সব যায় ছারখার
আমি তাইতে ঘুরি কিবা করি
ব্রজের পথ না পাই সিধে ॥
অনেকে কয় অনেক মতে
ঐক্য হয় না মনের সাথে
ও সে ব্রজতত্ত্ব পরম অর্থ,
ফিরি তাই জানার আশে ॥
কামী থেকে নিষ্কামী কি হয়
আজব একটা এও শুনা যায়,
ও সে কি তার মর্ম কে মোরে কয়,
লালন তাই ভাবে বসে ॥

৩৩৯

ব্রজের সে প্রেমের মর্ম সবায় কি জানে।
শ্যাম অঙ্গ গৌরাঙ্গ হল যে প্রেম সাধনে ॥
সামান্য বিশ্বাস রতি
মৃণাল চলে যুগল গাত
বিশ্বাস সাধিতে বাদী
হয় গো সামান্যে ॥
প্রেমময়ী কমলী রাই
কমলাকান্তের কামরূপ সদায়
কামী প্রেমী সে দুজন হয়
প্রণয় কেমনে ॥

সহজে দেয় রাই রতিদান
শ্যামরতির কৈ হয় সে প্রমাণ
লালন বলে, তার কি সন্ধান
পায় গুরুবিনে ॥

৩৪০

চাঁদ বলে চাঁদ কাঁদে কেনে।
আমার গৌরচাঁদ ত্রিজগতের চাঁদ
চাঁদে চাঁদ ঘেরা ঐ আভরণে ॥
গৌরচাঁদে শ্যামচাঁদেরি আভা,
কোটি চন্দ্র জিনিয়ে শোভা
রূপে মুনির মন করে আকর্ষণ,
ক্ষুধা শান্ত সুধা-বরিষণে ॥
গোলোকেরি চাঁদ গোকুলেরি চাঁদ
নদীয়ায় গৌরাঙ্গ সেই পূর্ণ চাঁদ,
আর কি আছে চাঁদ সে আর কেমন চাঁদ
আমার ঐ ভাবনা মনে মনে ॥
লয়েছি এই গলে গৌর রাঙ্গা চাঁদের ফাঁদ
আবার শুনি আছে পরম চাঁদ,
থাক সে চাঁদের গুণ কেঁদে কয় লালন—
আমার নাই উপায় গৌরচাঁদ[১] বিনে ॥

৩৪১

তোর ছেলে যে গোপাল সে সামান্য নয় মা।
আমরা চিনেছি তারে বলি মা তোরে, তুই ভাবিস যা

১ চাঁদ গৌর

কার্য দ্বারা জ্ঞান হয়েছে
অমন চাঁদ নেবেছে ব্রজে,
নইলে বিষম কালিদয়
বিষের জ্বালায় বাঁচিত না ॥
যে ধন বাঞ্ছিত সদায়
তোর ঘরে মা সে দয়াময়
নইলে কি গো তার বাঁশী-স্বরে
ধার ফেরে গঙ্গা ॥
যেমন ছেলে গোপাল তোমার
অমন ছেলে আর আছে কার,
লালন বলে যে গোপালের
অঙ্গে গোপাল হয় মা ॥

৩৪২

বল রে বলাই, তোদের ধরন কেমন হাঁরে।
তোরা বলিস চিরকাল ঈশ্বর এই গোপাল, মানিস কৈ রে ॥
বনে যেয়ে বনফল পাও,
এঁটো করে গোপালকে দেও,
তোদের এ কেমন ধর্ম বলো সেই মর্ম
আজ আমারে ॥
গোষ্ঠে গোপাল যে দুঃখ পায়
কেঁদে কেঁদে বলে আমায়,
তোরা ঈশ্বর বলিস যার স্কন্ধে চড়িস তার
কোন্‌ বিচারে ॥

আমারে বুঝাও রে বলাই
তোদের ত সে ভাব দেখি নাই
ফকির লালন বলে, তার ভাব বোঝা ভার
এ সংসারে ॥

৩৪৩

ও মা যশোদে গো তা আর বললে কি হবে।
গোপাল কে যে এঁটো দেই মা মনে যে ভাব ভেবে
মিঠার জন্য এঁটো দেই মা
পাপ-পুণ্যি জ্ঞান থাকে না
গোপাল খেলে হই সান্ত্বনা,
পাপ আর পুণ্যি কে ভাবে ॥
স্কন্ধে চড়ায় স্কন্ধে চড়ি
যে ভাব ধরায় সেই ভাব ধরি,
এ সবও বাসনা তার বুঝি
ছিল গো পূর্বে ॥
গোপালের মনে যে ভাব
বলতে বলতে আকুল হই মা তা সব,
লালন বলে, পাপ-পুণ্যি-লাভ
ভুল হয় গোপালকে সেবে ॥

৩৪৪

চেনে না যশোদা রাণী।
গোপাল কি সামান্য ছেলে
ধ্যানে যারে পায় না মুনি ॥

একদিন চরণ থেমেছিল
তাইতে মন্দাকিনী হ'ল,
পাপহরা সুশীতল
সে মধুর চরণ দুখানি ॥
বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত সে ধন
মানুষরূপে এই বৃন্দাবন
জানে যত রসিক সুজন
সে কালার গুণ বাখানি ॥
দেবের দুর্লভ গোপাল
ব্রহ্মা তার হরিল গোপাল
লালন বলে, আবার গোপাল
কীর্তি গোপাল ক'রলে শুনি ॥

৩৪৫

সকালে যাই ধেনু ল'য়ে।
এ বনেতে ভয় আছে ভাই
মা আমায় দিয়েছে ক'য়ে ॥
আজকার খেলা এই অবধি
গোছা রে ভাই ধেনু আদি,
প্রাণে বেঁচে থাক যদি
কাল আবার খেলো আসিয়ে ॥
নিত্য নিত্য বন ছাড়ি
সকালে যাইতাম বাড়ি,
আজ আমাদের দেখে দেরি,
মা আছে পথপানে চেয়ে ॥

বলেছিল মা যশোদে
কানাইকে দিলাম বলা'র হাতে
ভাল মন্দ হ'লে তাতে,
লালন কয়, কি ব'লবো যেয়ে

৩৪৬

বনে এসে হারালাম কানাই।
যেয়ে কি ব'লবো মা যশোদারে
ভেবে দিশে নাই॥
খেললাম সবে লুকালুকি
আবার হ'ল দেখাদেখি,
মোদের কানাই গেল কোন মুল্লুকি
খুঁজে নাহি পাই॥
ছিদাম বলে নিব খুঁজে
পালাবে কোথা বনমাঝে,
দাদা বলাই বলে, আর বুঝি
সে দেখা দেয় না ভাই।
সুবল বলে, প'লো মনে
বলেছিল একদিনে,
কানাই যাবে গুপ্ত বৃন্দাবনে
গেলেন বুঝি তাই॥

৩৪৭

কোথা গেলি রে কানাই।
সকল বন খুঁজিয়ে তোরে
নাগাল পাইনে ভাই॥

বনে আজ হারিয়ে তোরে
গৃহে যাব কেমন ক'রে
কি বলব মা যশোদারে
ভাবনা হ'ল তাই ॥
মনের ভাব বুঝিতে নারি
কি ভাবের ভাব তোমারি
খেলতে খেলতে দেশান্তরী
ভাব তো দেখতে পাই ॥
আজ বুঝি গোচারণ-খেলা
খেললি না রে নন্দলালা,
লালন বলে, চরণ খেলা
তলা পাইনে বুঝি ঠাঁই ॥

৩৪৮

কোথা কানাই গেলি রে প্রাণের ভাই।
একবার এসে দেখা দে রে প্রাণ জুড়াই ॥
শোকে তোর পিতা নন্দ
কেঁদে কেঁদে হল অন্ধ
আরও সবে নিরানন্দ
ধেনু গাই ॥
কি দোষে গেলি তুই রে
আমাদের সব অনাথ ক'রে,
দয়ামায়া তোর শরীরে
কিছুই নাই ॥

পশুপক্ষী নর আদি
নিরানন্দ নিরবধি
লালন শুনে ছিদাম উক্তি
বলে তাই

৩৪৯

আর আমারে মারিস নে মা।
বলি তোর চরণ ধরে ননী চুরি আর ক'রবো না ॥
ননীর জন্যে আজ আমারে
মারলি গো মা বেঁধে ধ'রে
দয়া নাই মা তোর অন্তরে
অল্পেতে মন গেল জানা ॥
পরে মারে পরের ছেলে
কেঁদে যেয়ে মাকে বলে
মা জননী নিঠুর হ'লে
কে বোঝে শিশুর বেদনা ॥
ছেড়ে দে মা হাতের বন্ধন
যাই আমার যে দিকে যায় মন
পরের মাকে ডাকবো এখন,
তোমার গৃহে আর থাকবো না ॥

৩৫০

গোপালকে আজ মারলি গো মা কেমন পরানে।
সে কি সামান্য ছেলে মা তাই ভাবলি মনে ॥

দেবের দুর্লভ গোপাল
চেনে না যার ফেরে কপাল,
ওমা যে চরণ আশায় শ্মশানবাসী হয়
দেবের দেব শিব পঞ্চাননে ॥
একদিন যার ধেনু হ'রে,
নিলেন ব্রহ্মা পাতালপুরে,
তাইতে ব্রহ্মা দুষি হয়
সবায় জানতে পায়
তুমি জান না এই বৃন্দাবনে ॥
যোগীন্দ্র মণীন্দ্র আদি
যোগ সেধে না পায় যে নিধি,
সেই কৃষ্ণধন তোমার গোপাল
লালন বলে একি ঘোর এখানে ॥

৩৫১

দাঁড়া কানাই একবার দেখি।
কে তোরে করিল বে-হাল হলি রে কোন্ দুখের দুখী ॥
পরণে ছিল পীত ধড়া,
মাথায় ছিল মোহন চূড়া
সে বেশ হইলি ছাড়া
বে-হাল বেশ নিলি কোন্ সুখি ॥
ধেনু রাখতে মোদের সাথে
আবাই আবাই ধ্বনি দিতে
এখন এসে নদীয়াতে
হরির ধ্বনি দেও এ ভাব কি ॥

ভুল বুঝি পড়েছে ভাই তোর
আমি সেই ছিদাম[১] নফর,
লালন কয়, ভাব শুনে বেভোর[২]
দেখলে সফল হ'ত[৩] আঁখি ॥

৩৫২

আর কি আসবে সেই কেলেশশী এই গোকুলে।
তারে চেনে না গোকুলবাসী কি ভোলে ॥
ননীচোরা বলে ওমনি
মারলে তারে নন্দরাণী
আর নানারূপ অপমানি
হইলে ॥
অনাদির আদি সেই গোবিন্দে,
তারে রাখাল বানায় নন্দে,
আরও রাখালগণ তার স্কন্ধে
চড়িলে ॥
হারালে চায় পেলে নেয় না
ভব-জীবের ভ্রান্ত যায় না
তাইতে লালন কয়, দৃষ্ট হয় না
নরলীলে ॥

৩৫৩

কানাই, একবার এই ব্রজের দশা দেখে যা রে।
তোর মা যশোদা কিরূপ হালে আছে রে ॥

---

১ ছিদেম ২ বিভোর ৩ হৈত

শোকে তোর পিতা নন্দ
কেঁদে কেঁদে হল অন্ধ,
আরও গোপীগণ হয়ে ধন্দ
রয়েছে ॥
বালবৃদ্ধ যুবা আদি
নিরানন্দ নিরবধি
তারা না দেখে চরণ-নিধি
তোর ওরে ॥
পশুপক্ষী উচাটন
না শুনে তোর বাঁশীর গান
লালন কয়, ছিদাম করে হেন
বিনয় রে ॥

৩৫৪

দাঁড়া রে তোরে একবার দেখি ভাই।
এতদিন খুঁজে তোরে পাইনে রে কানাই ॥
ষড়ৈশ্বর্য ত্যাজ্য করে
আ'লি রে ভাই নদেপুরে
কি ভাবের ভাব তোর অন্তরে
আমায় সত্য বল রে ভাই ॥
তোর শোকে যশোদা রাণী
হয়ে আছে কাঙ্গালিনী,
ও সে হায় নীলমণি নীলমণি
বলে সদায় ছাড়ছে হাই ॥
দৃষ্ট করে দেখ তুমি
তোমার ছিদাম নফর আমি

লালন কেন্দে বলে, আমি
ভাবের বলিহারি যাই॥

৩৫৫

মা তোর গোপাল নেবেছে কালিদয়।
সে যে বাঁচে এমন রূপ ও নয়॥
কালিদয় কমল তুলিতে
দিলে কেন গোপালে যেতে
মরে সে সাপের হাতে
বিষ লেগে গোপালের গায়॥
কালকূটে কাল রাগ তারা
কালিদয় রয়েছে পুরা
বিষে করল জারা জারা,
তাইতে তার প্রাণ যায়॥
কংসের পাপের কারণ
কালিদয় মরিল নীলরতন
লালন বলে, পুত্রের কারণ
বাঁচিবে না যশোদা মায়॥

৩৫৬

কে বোঝে সেই কৃষ্ণের অপার লীলে।
তিনি তিলার্ধ নাই ব্রজ ছাড়া, কে তবে মথুরায় রাজা হ'লে
কৃষ্ণ রাধা ছাড়া তিলার্ধ নাই
ভারত পুরাণে তাই কয়
তবে ধনি কেন দুর্জয়-
বিচ্ছেদ এ জগতে জানালে॥

সবে বলে অটল হরি
সে কেন হয় দণ্ডধারী
কিসের অভাব তারি,
ঐ ভাবনা ভেবে ঠিক না মেলে ॥
নিগম খবর জানা গেলো
কৃষ্ণ হইতে রাধা হ'লো
তবে কেন এমন বলো
আগে রাধা পাছে কৃষ্ণ বলে ॥
কৃষ্ণ-লীলার লীলা অথাই
থাই দিবে কেউ সে সাধ্য নাই
কি ভাবিয়ে কি ক'রে যাই,
লালন বলে, প'লাম বিষম ভোলে ॥

৩৫৭

আজ কি দেখতে এলি গো তোরা বল না তাই।
আমার কানাই নাই নন্দের গৃহে, আর তো সে ভাবো নাই ॥
কানাই হেন ধন হারিয়ে
আছি সদায় হত হয়ে,
বল রে কোন্ দেশে গেলে
আমি সে নীলরতন পাই ॥
ধন ধরা গজবাজি,
তাতে মন না হয় রাজী
ওরে আমার কানাইয়ে পাবার জন্যে
প্রাণ আকুল সদায় ॥
কি হবে অন্তিম কালে
সে কথাটি রৈলাম ভুলে

ফকির লালন বলে,
এ মায়াজাল কাটার কি উপায় ॥

৩৫৮

কি ছার রাজত্ব করি।
গোপাল হেন পুত্র আমার
অক্রূর এসে করলে চুরি ॥
মিছে রাজা নামটি আছে
লক্ষ্মী সে তো গা তুলেছে
যে হতে গোপাল গিয়েছে
সেই হতে অন্ধকার পুরী ॥
নন্দ যশোদার ছিল
অক্রূর শনি বিষম কাল,
প্রাপ্ত-কৃষ্ণ হয়ে নিল,
লালন কয়, এ দুখ ভারী ॥

৩৫৯

ধন্য ভাব গোপীভাব আহা মরি মরি।
যাতে বাঁধা ব্রজের শ্রীহরি ॥
ছিল কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা এমন
যে ভাবে যে করে ভজন
তাইতে হয় তারি ॥
সে প্রতিজ্ঞা তার
না রহিল আর
করলে গোপীর ভাবে মন চুরি ॥

ধর্মাধর্ম নাই সে বিচার
কৃষ্ণ-সুখে সুখ গোপিকার
হয় নিরন্তরি ॥
তাইতে দয়াময়
গোপীরে সদয়
মনের ভ্রমে জানতে নারি ॥
গোপীভাব সামান্য বুঝে
হরিকে না পেল খুঁজে
শ্রীনারায়ণী ॥
লালন কয়, এমন
আছে কত জন
বলতে হয় দিন আখেরি ॥

৩৬০

সে কালার প্রেম করা কথার কথা নয়।
ভাল হইলে ভালই, ভাল নইলে ল্যাঠা হয়।
সামান্যে কি এ জগতে
পারে কি কেউ প্রেম মজিতে
প্রেমী নাম পাড়ায়ে,
মিছে দুকূল হারায় ॥
এক প্রেমের ভাব অশেষ প্রকার
প্রাপ্তি হয় সে ভাব অনুসার
ভাব জেনে ভাব না দিলে তার
প্রেমে কি ফল পায় ॥
গোপী যেমন প্রেম আচরি
যাতে রাধা বংশীধারী,

লালন বলে, সে প্রেমেরি
ধন্য জগৎময় ॥

৩৬১

সে ভাব সবাই কি জানে।
যে ভাবে শ্যাম আছে বাঁধা গোপীর সনে ॥
গোপী বিনে জানে কেবা
শুদ্ধরস অমৃত-সেবা
গোপীর পাপপুণ্যের জ্ঞান থাকে না
কৃষ্ণ-দরশনে ॥
গোপী অনুগত যারা
ব্রজের সে ভাব জানে তারা
নিঃহেতু ভাব অধর ধরা
গোপীর মনে ॥
টলে জীব অটলে ঈশ্বর
তাইতে কি হয় রসিক নাগর
লালন বলে, রসিক বিভোর
রসভিয়ানে ॥

৩৬২

আমার মনের মানুষেরি সনে
মিলন হবে কতদিনে ॥
চাতকো প্রায় অহর্নিশি
চেয়ে আছি কালোশশী,
হবো ব'লে চরণদাসী
(ও) তা হয় না কপালগুণে ॥

মেঘের বিদ্যুৎ মেঘে যেমন
লুকালে না পায় অন্বেষণ
কালারে হারায়ে[১] তেমন
ও রূপ হেরিয়ে দর্শনে[২] ॥
যখন ঐ রূপ স্মরণ হয়
থাকে না লোকলজ্জার ভয়
ফকির[৩] লালন বলে সদায়,
(ও) প্রেম যে করে সেই জানে ॥

৩৬৩

তারে কি আর ভুলতে পারি আমার এই মনে,
দিয়েছি মন যে চরণে ॥
আমি যেদিকে ফিরি
সেই দিকে হেরি
ঐ রূপের মাধুরী দুই নয়নে ॥
সবে বলে কালো কালো
কালো নয় সে চাঁদের আলো
সেই যে কালাচাঁদ নাই আর এমন চাঁদ
যে চাঁদের তুলনা তাইরি সনে ॥
দেবের দেব শিব ভোলা
তার গুরু ঐ চিকণ কালা
তোরা বলিস চিরকাল তাইরি গো রাখাল
কেমন রাখাল জানি গে বেদ-পুরাণে ॥

১ হারালেম ২ স্বপনে ৩ অধীন

সাধে কি মজেছে রাধে
সে কৃষ্ণের প্রেম-ফাঁদে
সে ভাব তোরাই কি জানবি বললে কি মানবি
লালন বলে, শ্যামের গুণ রাই জানে ॥

৩৬৪

এ গোকুলে শ্যামের প্রেমে কেবা না মজেছে সখি।
কারো কথা কেউ বলে না আমি একা হই কলঙ্কী ॥
অনেকেতে প্রেম করে
এমন দশা ঘটে কারে
গঞ্জনা দেয় ঘরে পরে
শ্যামের পদে দিয়ে আঁখি ॥
তলে তলে তল গাঁজা খায়
লোকের কাছে সতী বলায়,
এমন সৎ অনেক পাওয়া যায়
সদর যে হয় সেই পাতকী ॥
অনুরাগী রসিক হ'লে,
সে কি ডরায় কুলশীলে
লালন বেড়ায় কুকৃছি খেলে
ঘোমটা দিয়ে চায় আড়চোখি ॥

৩৬৫

রাধার গুণ কত নন্দলাল তা জানে না।
কিঞ্চিৎ জানলে তো লম্পটো ভাব থাকত না ॥
করে সে পীরিতি,
নাই তার সুরীতি,

কুরীতি ছলনা,
বলে তাই সত্য দেখি অন্য ভাব না ॥
যদি মন দিলে রাধারে,
তবে শ্যাম কুব্জারে
স্পর্শ ক'রত না,
এক মন কয় জায়গায় বেচে
তাও ত জানলাম না ॥
চন্দ্রাবলীর সনে মত্ত
কোন্ রসরঙ্গে
ভেবে দেখ না,
তেমনি অনন্ত ভ্রান্ত
শ্যামের যায় জানা ॥
জানলে প্রেম গোকুলে
নয় ত কেঁতা গ'লে
নদেয় আসতো না,
অধীন লালন কয়
ক'রো এ বিবেচনা ॥

৩৬৬

তোমরা আর আমায় কালার কথা ব'লো না।
ঠেকে শিখলাম গো কালোরূপ আর হেরব না ॥
পরলাম কলঙ্কের হার
তবু ত ও কালার
মন তো পেলাম না ॥
যেমন রূপ কালো
তেমনি উহার মন কালো

প্রেমের কি এই শিক্ষে
বেড়ায় ব্যঞ্জন চেখে
লজ্জা গণে না।
ঘৃণায় ম'রে যাই, এমন প্রেম
আর ক'রবো না ॥
যেমন চন্দ্রাবলী
তেমনি রাখাল অলি
থাক্ সে দুই জনা সনে।
লালন কয়, রাধার
বোল সরে না ॥

৩৬৭

নারীর এত মান ভাল নয় ও রাই কিশোরী।
যত সাধে শ্যাম, আরো মান বাড়াও ভারী ॥
ধন্য তোর বুকের জোর
কাঁদাও জগত ঈশ্বর
ক'রে মান জারি,
ইহার প্রতিশোধ দিবেন সে হরি ॥
তবে বুঝলাম দড়
শ্যাম হতে মান বড়
হ'লো তোমারি,
থাকো থাকো রাই দেখবো সব ভারিভুরি ॥
দেখেছো কে কোথায়
পুরুষকে নারীর পায় ধরায়
কোন্ নারী,
রাগে কয় বিন্দে লালন কি জানে তারি ॥

৩৬৮

ও কালার কথা কেন বল আজ আমায়।
যা শুনলে আগুন লাগে গায় ॥
তুমি বৃন্দে নামটি ধর
জলে অনল দিতে পার,
রাধারে ভুলাতে তোর
এবার বুঝি কঠিন হয় ॥
যে কৃষ্ণ রাধার অলি
তারে ভুলায় চন্দ্রাবলী,
এ কথা শুনে ঘৃণায়
এ জীবন যায় ॥
শতেক হাঁড়ির ব্যঞ্জন চাখা
রাই বলে, ধিক্ তারে দেখা,
লালন বলে, এ বাঁকা
সোজা হবে মানের দায় ॥

৩৬৯

ছার মানে মজে কৃষ্ণধনকে চেন না।
থাক থাক ওগো প্যারী দুদিন বই যাবে জানা ॥
কৃষ্ণেরে কাঁদালে যত
তুমি সে কাঁদিবে তত
ধারিলে শুধিতে চিরদিন ত
প্রচলিত আছে কিনা ॥
যখন বলবে কোথা হরি
এনে দে গো সহচরী
এখন যে সাধিলাম প্যারী
তা কি মনে জান না ॥

বাড়াবাড়ি হ'লে ক্রমে
কু ঘটতে নাই আটক কর্মে
লালন কয়, পাষাণ ঘামে
শুনে বৃন্দের বন্দনা ॥

৩৭০

যাও হে রাই-কুঞ্জে আর এসো না,
এলে ভাল হবে না ॥
গাছ কেটে জল ঢাল পাতায়
এ চাতুরী শিখলে কোথায়
উচিত ফল পাইবে হেথায়,
তা নইলে টের পাবে না।
করতে চাও শ্যাম নাগরালি
যাও যথা সেই চন্দ্রাবলী
এ পথে পড়েছে কালি
এ কালি আর যাবে না ॥
কেনে বঁধু জানা গেলো
উপর কালো ভিতর কালো
লালন বলে, উভয় ভালো
করি উভয় বন্দনা ॥

৩৭১

প্যারী, ক্ষম অপরাধ আমার,
মান তরঙ্গে কর পার ॥
তুমি রাধে কল্পতরু
ভাবপ্রেম রসের গুরু

তোমা সম অন্য কারু
না দেখি জগতে আর ॥
পূর্ব্বে রাগ অবধি যারে
আশ্রয় দিলে নরেকারে
স্বল্প দোষে সে দাসেরে
ত্যাগিলে কি পৌরুষ তোমার ॥
ভাল মন্দ যতই করি
তথায়ে প্রেমদাস তোমারি,
লালন বলে, মরি মরি
হরির এ কি ঋণ স্বীকার ॥

৩৭২

ওগো ব্রজলীলে এ কি লীলে,
কৃষ্ণ গোপিকারে জানালে ॥
যারে নিজ শক্তিতে গঠলো নারায়ণ
আবার গুরু বলে ভজলে তার চরণ,
এ কি ব্যবহার শুনে চমৎকার
জীবের বোঝা ভার ভূমণ্ডলে ॥
লীলে দেখিয়ে কল্পিত ব্রজধাম
নারীর মান ঘুচাইতে যোগী হ'ল শ্যাম
দুর্জ্জয় মানের দায় বাঁকা শ্যাম রায়
নারীর পাদপদ্ম মাথায় নিলে ॥
ত্রিজগতের চিন্তা শ্রীহরি
আজ নারীর চিন্তা হ'লেন গো হরি
অসম্ভাব বচন ভেবে কয় লালন,
রাধার দাসখতে শ্যাম বিকালে ।

৩৭৩

যে ভাব গোপীর ভাবনা।
সামান্য মনের কাজ নয় সে ভাব জানা॥
বৈরাগ্য ভাব বেদের বিধি
গোপীভাব অকৈতব নিধি
ডুবলে তাহে নিরবধি
রসিক জনা॥
যোগীন্দ্র মণীন্দ্র যারে
পায় না যোগ ধেয়ান ক'রে
সেই কৃষ্ণ গোপীর দ্বারে
হয়েছে কেনা॥
যেজন গোপী-অনুগত
জেনেছে সে নিগূঢ় তত্ত্ব
লালন বলে, যাতে কৃষ্ণ
সদায় মগনা॥

বিশ্বভারতী রবীন্দ্র-সদনে রক্ষিত গান

৩৭৪

ডুবে দেখ দেখি মন কিরূপ লীলেময়।
যারে আকাশ পাতাল খুঁজি এই দেহে সে রয়॥
শুনতে পাই চার কারের আগে
সাঁই আশ্রয় করেছিল রাগে
এবে সে অটল রূপ ঢাকে
মানুষ-রূপ লীলে জগতে দেখায়॥
নামে আলেক লুকায় যেমন
মানুষে সাঁই আছে তেমন
তা নৈলে কি সব নূরী স্তোন
আদম তোলে ছেজদা ছালাম করায়॥
আহাদে আহামদ হ'লো
আদমে সে জনম নিল
লালন মহাঘোরে প'ল
সিরাজ সাঁই কয়, লীলের অন্ত না পাওয়ায়

৩৭৫

রাখলে সাঁই কূপজল ক'রে
আন্দেলা পুকুরে॥
হবে সজল বরষা
রেখেছি সেই ভরসা
আমার এই দশা যাবে
কতদিন পরে।
এবার যদি না পাই চরণ
আবার কি পড়ি ফেরে॥

নদীর জল কূপজল হয়
বিলে বাওড়েতে রয়
সাধ্য কি গঙ্গাতে যায়
গঙ্গা না এলে পরে।
জীবের ওমনি ভজেন ব্রহ্ম
তোমার দয়া নাই যারে ॥
যন্ত্র পড়িয়ে অত্র রয় যদি
লক্ষ বৎসর যন্ত্রী বিহনে
যন্ত্র কভু না বাজতে পারে।
আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী
সুবোল ধরাও মোরে ॥
পতিতপাবন নামটি
শাস্ত্রে শুনেছি খাঁটি
পতিত না তরাও যদি
কে কবে ঐ নাম ধরে।
লালন বলে, তরাও গো সাঁই
এ ভব-কারাগারে ॥

৩৭৬

ভজনের নিগূঢ় কথা যাতে আছে।
বে-মর্ম রে বেদ ছাড়া ভেদ বিধান সে যে ॥
চার বেদে দিক্ নিরূপণ
অষ্ট বেদ বসুর কারণ
রসিক হইলে জানে সেজন
আর ঠাঁই মিছে ॥

অপরূপ সেই বেদ দেখি
পাঠক তার অষ্ট সখী
ষড়তত্ত্বে অনুরাগী
সে জেনেছে ॥
ভক্তি রাগ নাহি করো
ভক্তি-পদ শিরে ধরো
শক্তি-সার তন্ত্র পড়ো
ঘোর যায় ঘুচে ॥
সাঁইর ভজন-হেতু শূন্য
ঐ বেদে করি পন্ন
লালন কয়, ধন্য ধন্য
যে তাই খোঁজে ॥

৩৭৭

কে বুঝিতে পারে আমার সাঁইর কুদরতি
অগাধো জলেরো মাঝে জ্বলছে বাতি ॥
অনলে জল উষ্ণ হয় না
জলেতে অনল নেভে না
এমনি সে কুদরত কারখানা
দিবরাতি ॥
বিনে কাষ্ঠে অনল জ্বলে
জল রয়েছে বিনে স্থলে
আখের হবে জল-অনলে
প্রলয় অতি ।
জলে যেদিন ছাড়বে হুঙ্কার
ডুবে যাবে আগুনের ঘর

লালন বলে, সেইদিন বান্দার
হয় কি গতি ॥

৩৭৮

এনে মহাজনের ধন বিনাশ করলি ক্ষ্যাপা।
সত্ত্ব বাকির দায়ে যাবি যমালয়ে
হবে রে কপালে দায়মাল ছাপা ॥
কৃতিকর্মা সেহি ধনী
অমূল্য মাণিক মণি
করিল কৃপা তোরে, করিল কৃপা ॥
সে ধন এখন হারালি রে মন
এমন কি তোর কপাল বদওকা ॥
আনন্দ-বাজারে এলে
ব্যাপারের লাভ ক'রবো ব'লে
এখন স্বর্ণ সেদকা সঙ্গেরি সঙ্গে
মজে রঙ্গে
হাতের তীর হারায়ে হ'লি ক্ষ্যাপা ॥
দেখলিনে মন বস্তু ধুড়ে
কাঠের মালা নেড়ে চেড়ে
মিছে নাম জপা।
লালন ফকির কয়,
কি হবে উপায়
বৈদিকে রইল জ্ঞান-চক্ষু ঝাঁপা ॥

৩৭৯

মন, আইন-মাফিক নিরিখ দিতে ভাবো কি।
কাল শমন এলে হবে কি ॥

ভাবিতে দিন আখের হ'লো
ষোল আনা বাকি প'লো
কি আলস্য ঘিরে এলো
দেখলিনে খুলে আঁখি ॥
নিষ্কামী নির্বিচার হ'লে
জ্যান্তে মরে যোগ সাধিলে
তবে খাতায় উসুল পাবে
জেনে উপায় কৈ দেখি ॥
শুদ্ধ মনে সকলই হয়
তাও ত এবার জোটে না তোমায়
লালন বলে, করবি হায় হায়
ছেড়ে গেলে প্রাণ-পাখি ॥

৩৮০

আছে ভাবের তালা সেই ঘরে।
যে ঘরে সাঁই বাস করে ॥
ভাব দিয়ে খোল ভাবের তালা
দেখবি সে মানুষের খেলা
ঘুচে যাবে শমন-জ্বালা
থাকলে সে রূপ নেহারে ॥
ভাবের ঘরে কি মূরতি
ভাবের লণ্ঠন ভাবের বাতি
ভাবের বিভাব হয়েক রতি
অমনি সে রূপ যায় স'রে ॥
ভাব নইলে ভক্তিতে কি হয়
ভেবে বুঝে দেখনা এবার মনুরায়,

যার যে ভাব সে দেখিতে পায়
লালন কয় বিনয় ক'রে ॥

৩৮১

একবার চাঁদ-বদনে বল রে সাঁই।
বান্দার এক দমের ভরসা নাই ॥
কি হিন্দু কি যোবানের বালা
পথের পণ্ডিত চিনে ধরো এইবেলা
পিছে কাল-শমন আছে সর্বক্ষণ
কোন্‌দিন বিপদ ঘটাবে ভাই ॥
আমার বিষয় আমার বাড়িঘর—
সদাই এই রবে দিন গেল রে আমার
বিষয়-বিষ খাবা, সে ধন হারাবা
শেষে কাঁদলে কে আর শুনবে তাই ॥
নিকটে থাকিতে রে সে ধন
বিষয়-চঞ্চলাতে খুঁজলিনে এখন
অধীন লালন কয়, সে ধন কোথা রয়
আখেরে খালি হাতে সবাই যায় ॥

৩৮২

যে আমায় পাঠালে এহি ভাব-নগরে।
মনের আঁধার-হরা চাঁদ, সেই যে দয়ালচাঁদ,
আর কত দিনে দেখবো তারে ॥

কে দিবে রে উপাসনা
করি রে আজ কি সাধনা
কাশীতে যাই কি কাননে থাকি
আমি কোথা গেলে পাব সে চাঁদেরে ॥
মন-ফুলে পূজিব কি
নাম-ব্রহ্ম রসনায় জপি
কিসে দয়া তার হবে পাপীর 'পর
কে বলবে সে সন্ধান ক'রে ॥
ভেবে তারে পঞ্চ-মতে
ঘুরে বেড়াই পঞ্চ পথে
যে পথ সরল সে পথে গরল,
অধীন লালন বলে, তাইতে প'লাম ফেরে ॥

৩৮৩

দীনের ভাব যেদিন উদয় হবে।
সেইদিনে মন ঘোর অন্ধকার ঘুচে যাবে
মণিহারা ফণীর মতন
তেমনি ভাব রাগের করণ
অরুণ বসন ধারণ
বিভূতি বিভূষণ লবে।
ভাবশূন্য হৃদয়ের মাঝার
মুখে পড়ো কালাম আল্লার
তাইতে কি মন হবি তারণ
ভেবেছো এবার ॥

অঙ্গে ধারণ করো বে-হাল
হৃদয়ে জ্বালো প্রেমের মশাল
দুই গুণ হইবে উজ্জ্বল
মুরশিদ-বস্তু দেখতে পাবে ॥
হাদিসে লেখেছে প্রমাণ
আপনার আপনি গে জান্
কি রূপে সে কোথা হতে কহিছে জবান
না ক'রলে মন সে সব দিশে ॥
তরীকের মঞ্জীলে বসে
তিনেতে তিন আছে মিশে
ভাবুক হইলে জান্‌তে পারে ॥
একের জুতে তিনটি লক্ষণ
তিনের ঘরে আছে রে ধন
তিনের মর্ম সাধিলে হয়
সে রূপ দরশন ॥
সাঁই সিরাজের হক্কের চরণ
ভেবে কহে ফকির লালন,
কথায় কি তার হয় আচরণ
খাঁটি হও মন দীনের ভাবে ॥

৩৮৪

পাগল দেয়ানের মন কি ধন দিয়ে পাই।
বলি আমার আমার,
আছে কি ধন আমার,
সদায় মনে মনে ভাবি তাই ॥

দেহ-মন-ধন দিতে হয়—
সে-ও ধন তারি, আমার তো নয়,
আমি মুটে মোট চালাই।
আবার ভেবে দেখি
আমি বা কি
ওগো, তা ও তো আমার হিসাব নাই ॥
ও সে পাগলা বেটার পাগলা খিজি
নয় সামান্য ধনে রাজি
কোন্ ভাবে কোন্ ভাব মিশাই ॥
পাগলার ভাব না জেনে
যদি যায় শ্মশানে
পাগল হয় কি অঙ্গে মাখলে ছাই ॥
ও সে পাগল ভেবে পাগল হইলাম
সেই পাগলে কই স্মরণ হইলাম
আপন পর তো ভুলি নাই।
অধীন লালন বলে,
আপনার আপনি ভুলে
ঘটে প্রেম, পাগলের এমনি বাই ॥

৩৮৫

দেখলাম এ সংসার ভোজবাজীর প্রকার
দেখতে দেখতে ওমনি কেবা কোথা যায়।
মিছে এ ঘরবাড়ি মিছে দৌড়াদৌড়ি করি কার মায়ায় ॥
কৃতিকর্মার কৃতি কে বুঝতে পারে
সে বা জীবকে ল'য়ে কোথা ধরে,

সে কথা আর শুধাবো কারে
ও তার নিগূঢ় তত্ত্ব অর্থ কে বলবে আমায় ॥
যে করে এই লীলে তারে চিনলাম না
আমি আমি বলি আমি কোন্ জনা
মরি রে কি আজব কারখানা
এবার শুনে পড়ে কিছুই ঠাওর নাহি হয় ॥
ভয় ঘোচে না আমার দিব-রজনী
কার সাথে কোন্ দেশে যাবো না জানি
সিরাজ সাঁই কয়, বিষম কার গণি
এবার পাগল হয় রে লালন
যে তাই জান্‌তে চায় ॥

৩৮৬

পাপধর্ম যদি পূর্বে লেখা যায়।
করমের লিখিত কাজ করিলে দোষগুণ তার কি হয় ॥
শোণিতে পাই স্বাদ সোমেস কার
পূর্বে থাকলে পরে হয় তার
পূর্বে নাই হ'লো না এবার
আর কি তার আশায় ॥
বাদশার আজ্ঞায় দিলে ফাঁসি
ফাঁসিদার তো হয় না দোষী
জীবেরো পাপ করিয়ে কি
সাঁই তার নরক দেয় ॥
কর্মের দোষ কি কাজকে দোষাই
কোন্ কথাতে গিরে দেই ভাই
লালন বলে, আমার বোধ নাই
শুনলে কিবা হয় ॥

৩৮৭

মানুষ অবিশ্বাসে পাইনে রে সে মানুষ-নিধি।
এই মানুষে মিলতো মানুষ চিনিতাম যদি ॥
অধর চাঁদের যতই খেলা
সর্ব উত্তম মানুষ-লীলা
না বুঝে মন হ'লি ভোলা
মানুষ বিরদি ॥
যে অঙ্গের অবয়ব মানুষ
জানো না রে মন বেহুঁশ
মানুষ ছাড়া নয় সে মানুষ
অনাদির আদি ॥
দেখে মানুষ চিনলাম না রে
চিরদিন মাথারো ঘোরে
লালন বলে, এ দিন পরে
কি হবে গতি ॥

৩৮৮

আর কি বসবো এমন সাধ-বাজারে।
জানি কোন্ সময়ে কি দশা হয় আমারে ॥
সাধুর বাজার কি আনন্দময়
যেমন অমাবস্যায় পূর্ণচন্দ্র উদয়,
ভক্তি-নয়ন যার সে চাঁদ দৃষ্ট তার
ভব-বন্ধন-জ্বালা যায় গো দূরে ॥
দেবেরো দুর্লভ পদ সে
সাধু নাম যার সত্যে ভাসে
পতিতপাবনী গঙ্গা জননী
সাধুর চরণ সেও তো বাঞ্ছা করে ॥

দাসের দাস তার দাস যোগ্য নয়
কিবা পুণ্যেতে এলাম এই সাধ-সভায়
লালন কয়, আমার ভক্তিশূন্য কায়
আবার বুঝি পড়ি কদাচারে ॥

৩৮৯

ভাবের উদয় যেদিন হবে।
সেদিন হৃদ্-কমলে রূপ ঝলক দিবে ॥
শতদল সহস্রদল
এক রূপে করেছে আলো
সে রূপে যে নয়ন দিল
মহাকাল শমন তার কি করিবে ॥
ভাবশূন্য হইলে হৃদয়
বেদ পড়িলে কি ফল দেয়
ভাবের ভাবে থাকলে সদায়
গুপ্ত ব্যক্ত সব জানা যাবে ॥
অ-দৃষ্ট সাধনা করা
যেমন আঁধার ঘরে সর্প ধরা
লালন বলে, ভাবুক যারা
ভাবের বাতি জ্বেলে সে চরণ পাবে

৩৯০

সাধ্য কি রে আমার সে রূপ চিনিতে।
অহর্নিশি মায়া-ঠুসি জ্ঞান-চক্ষেতে ॥
ঘরের ঈশান কোণে হামেশ ঘোড়ি
সে-ই নড়ে কি আমি নড়ি

আমি আমায় হাতড়া পাড়ি
পাইনে দেখিতে ॥
আমি আর সে অচিন একজন
এক জায়গাতে থাকি দুজন
ফাঁকে দেখি লক্ষ যোজন
চাইলে ধরিতে ॥
ধুড়ে হদ্দ মেনে আছি
এখন বসে খেদাই মাছি
লালন বলে, মরে বাঁচি
কোন্ কাজেতে ॥

৩৯১

মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি।
মানুষ ছেড়ে ক্ষ্যাপারে তুই মূল হারাবি ॥
দ্বি-দলের মৃণালে
সোনার মানুষ উজ্জ্বলে
মানুষ-গুরু কৃপা হ'লে
জানতে পাবি ॥
এই মানুষে মানুষ গাথা
দেখ্না যেমন আলেক লতা
জেনে শুনে মুড়াও মাথা
জাতে তরবি ॥
মানুষ ছাড়া মন আমার
পড়বি রে তুই শূন্যকার
লালন বলে, মানুষ-আকার
ভজলে তরবি ॥

৩৯২

ম'লে গুরু-প্রাপ্ত হবে সে ত কথারি কথা।
জীবন থাকিতে যারে না দেখিলাম হেথা॥
সে বা মূল করণ তারি
না পেয়ে কার সেবা করি
আন্দাজে হাতড়িয়ে ফিরি
কথায় লতাপাতা॥
সাধন জোরে এ ভবে যার
সে রূপ চক্ষে হবে নেহার
তারই বটে সেরূপ আকার
মেলে যথা তথা॥
ভজে পাই কি পেয়ে ভজি
কি ভজনে হয় সে রাজী
সিরাজ সাঁই কয়, কি আন্দাজী
লালন নাড়ায় মাথা॥

৩৯৩

কি হবে আমারো গতি।
কতই জেনে কতই শুনে ঠিক পড়ে না কোন্ প্রীতি॥
মুচির কেটোয় গঙ্গা র'লো
কলার ডগা সর্প হ'লো
সকলি ভক্তির বলো
আমার নাই কোন বল-শক্তি॥
যাত্রা-ভঙ্গ যার সনে
সে হি বনের হনুমানে
নিষ্ঠাগুণ রাম-চরণে
সাধুর খাতায় তার শুক-খ্যাতি॥

মেঘপানে চাতকের বিধান
অন্য জল সে করে না পান
লালন কয়, জগতে প্রমাণ
ভক্তির জ্যেষ্ঠ সেহি ভক্তি ॥

৩৯৪

অন্তিম কালের কালে ওকি হয় না জানি।
কি মায়াঘোরে কাটালাম হারে দিনমণি ॥
এনেছিলাম বসে খেলাম
উপার্জন কৈ কি করিলাম
নিকাশের বেলা খাটবে না ভোলা
এলো বাণী ॥
জেনে শুনে সোনা ফেলে
মন মজালাম রাঙ পিতলে
এ লাজের কথা বলিব কোথা
আর এখনি ॥
ঠকে গেলাম কাজে কাজে
ঘিরিল তনু পঞ্চাশে
লালন বলে, মন কি হবে এখন
বল রে শুনি ॥

৩৯৫

অসার ভেবে সার দিন গেল আমার
সার বস্তু ধন এবার হ'লাম রে হারা।
হাওয়া বন্ধ হ'লে সব যাবে বিফলে
দেখে শুনে নালিশ গেল না মারা ॥

গুরু যারে সদয় হয় এ সংসারে
লোভে সঙ্গ দিয়ে সেই যাবে সেরে
আঘাটায় আজ মরণ আমারে
জানলাম না রে গুরুর করণ কি ধারা ॥
মহতে কয়, পুর্বে থাকলে সুকৃতি
দেখতে শুনতে গুরুর পদে হয় রতি
সে পুণ্য মোর থাকিত যদি
তবে কি রে হইতাম এমন পামরা ॥
সময় ছাড়িয়ে জানিলাম এখন
গুরুর কৃপা নইলে বৃথা সে জীবন
বিনয় ক'রে কয় অধীন লালন,
মন রে, আর কি আমি এবার পাবো কিনারা

৩৯৬

কুলের বৌ ছিলাম বাড়ি, হ'লাম নাড়ি নাড়ার সাথে।
কুলের আচার কুলের বিচার আর কি ভুলি সেই ভোলাতে ॥
ভাবের নাড়ি ভাবের নাড়া
দলনা সালাম জগতজোড়া
করণ তার উল্টা দাড়া
বিধির কাড়া কাটবে যাতে ॥
হয়েছি নাড়ার নাড়ি
পরনে পরেছি ধড়ি
দিব না আচাই কড়ি
বেড়াবো চৈতন্য-পথে ॥
আসতে নাড়া যেতে নাড়া
এ কেবল ঘোড়া জোড়া

লালন কয়, আগাগোড়া
জানি এ মাথা হয় ঘুরাতে।

৩৯৭

বাকির কাগজ গেল হুজুরে।
কখন জানি আসবে শমন সন্তোষপুরে॥
যখন ভিটেয় হও বসতি
দিয়েছিলে খোস কবুলতি
হরদমে নাম রেখো বসতি
এখন ভুলেছো তারে॥
আইন-মাফিক নিরিখ দে না
তাতে কেনে ইতরপানা
যাবে রে মন যাবে জানা
জানা যাবে আখেরে॥
সুখ পেলে হও সুখে ভোলা
দুখ পেলে হও দুখ-উতলা
লালন কয়, সাধনের খেলা
কিসে জুত ধরে॥

৩৯৮

ও তোর ঠিকের ঘরে ভুল পড়েছে মন।
কিসে চিনবি রে মানুষ-রতন॥
আপন খবর নাই আপনারে
বেড়াও পরের খবর করে
মন রে, আপনারে চিনিলে পরে
পরকে চেনা যায় তখন॥

ছিলি কোথা, এলি কোথা
স্মরণ কিছু হ'লনা তা
মন রে, কি বুঝে মুড়ালি মাথা
পথের নাহি অন্য জন ॥
যার সাথে এই দেশে এলি
তারে আজ কোথায় হারালি
দরবেশ সিরাজ সাঁই কয়, পেট সাকালি
তাই লয়ে পাগল লালন ॥

৩৯৯

দিনে দিনে হ'ল আমার দিন আখেরি।
আমি ছিলাম কোথায় এলাম কোথা
আবার যাবো কোথায় সদায় ভেবে মরি ॥
বসত করি দিবারাতে
ষোল জন বোম্বেটের সাথে
আমায় যেতে দেয় না সরল পথে
আমায় কাজে কাজে করে দাগাদারি ॥
বাল্যকাল খেলায় গেল
যুবকাল কলঙ্ক হ'ল
আবার বৃদ্ধকাল সামনে এল
মহাকালে করলে অধিকারী ॥
যে আশায় ভবে আসা
তাতে হ'ল ভগ্নদশা
লালন বলে, হায় কি দশা
আমার উজাইতে ভেটেন প'ল তরী ॥

৪০০

এলাহি আলামিন আল্লা বাদশা আলম পানা তুমি।
ডুবায়ে ভাসাইতে পারো
ভাসায়ে কেনায় দেও কারো
যা ক'বো সে ইহাও তোমারো—
তাইতে তোমায় ডাকি আমি ॥
নুহু নামে এক নবীরে
ভাসালে বিষম পাথারে,
আবার তারে মেহের ক'রে
আপনি লাগালে কিনারে,
জাহের আছে ত্রিসংসারে ;
আমায় দয়া করো স্বামী ॥
নেজাম নামে বাটপাড় সে ত
পাপেতে ডুবিয়ে রইত,
তার মনে সুমতি দিলে
দুর্মতি তার গেল চলে
আউলে নাম খাতায় লিখালে
জানা গেল এর হমি ॥
নবী না মানিল যারা
মত্তাহেদ কাফের তারা
সেই মত্তাহেদ দায়মাল হবে,
বিনা হিসাবে দোজকে যাবে,
আবার তারে খালাস দিবে
জানা গেল এর হমি।
লালন কয়, মোর
কি হয় জানি ॥

৪০১

ক্ষম[১] অপরাধ, ওহে দীননাথ কেশে ধ'রে আমায়
লাগাও কিনারে।
তুমি হেলায় যা করো তাই করতে পারো
তোমা বিনে পাপীর তারণ কে করে ॥
না বুঝে পাপ-সাগরে ডুবে খাবি খাই,
শেষকালে তোমায় দিলাম গো দোহাই,
এবার আমায় যদি না তরাও গো সাঁই,
তোমার দয়াল নামের দোষ রবে সংসারে ॥
শুনতে পাই পরম পিতা গো তুমি,
অতি অবোধ বালক আমি,
যদি ভজন ভুলে কুপথে ভ্রমি,
তবে দেও না কেনে সুপথ স্মরণ ক'রে ॥
পতিতকে তরাতে পতিতপাবন নাম
তাই ত তোমায় ডাকি গুণধাম
তুমি আমার বেলায় কেনে হইলে বাম
আমি আর কতদিন ভাসবো দুখের পাথারে ॥
অথাই তরঙ্গে আতঙ্কে মরি
কোথা হে অপারের কাণ্ডারী
অধীন লালন বলে, তরাও হে তরি,
নামের মহিমা জানাও ভবসংসারে ॥

৪০২

পার করো দয়াল, আমায় কেশে ধরে।
পড়েছি এবার আমি ঘোর সাগরে ॥

১ খেম (খাতার পাঠ)

মন-তরী ছয়জন সদায়
অবশেষে কুকাণ্ড বাধায়
ডুবালো ঘাটায় ঘাটায়
আজ আমারে ॥
ভব-তরঙ্গেতে আমি
ডুবে হ'লাম পাতালগামী,
অপারের কাণ্ডারী তুমি
লও কিনারে ॥
আমি কার, কেবা আমার
বুঝে বুঝলাম না এবার ;
অসারকে ভাবিয়ে সার
প'লাম ফেরে ॥
হারিয়ে সকল উপায়
শেষে তোর দিলাম দোহাই
লালন কয়, দয়াল নাম সাঁই
·জানবো ত'রে ॥

৪০৩

এসো হে অপারের কাণ্ডারী।
আমি পড়েছি অতল পাথারে দেও আমায় চরণ-তরী ॥
প্রাপ্ত-পথ ভুলে হে এবার
ভব-রোগে জ্বলবো কত আর
তুমি নিজ গুণে শ্রীচরণ দেও
তবে তল পেতে পারি ॥

কোথা হইতে আইলাম হেথায়
আবার জানি যাই আমি কোথায়
তুমি মন-রথের সারথি হয়ে
স্বদেশে লেও মনেরি
পতিতপাবন নাম তোমার হে সাঁই
পাপী তাপী তাই তো দেয় দোহাই
অধীন লালন বলে, তোমা বিনে
ভরসা কারে করি ॥

৪০৪

ক্ষম[১] ক্ষম[১] অপরাধ, দাসের পানে একবার চাও হে দয়াময়।
বড় তুফানে পড়িয়ে এবার বারে বারে ডাকি তোমায় ॥
তোমারি ক্ষমতায় আমি,
যা করো তাই পারো তুমি,
রাখো মারো সে নাম আমি
তোমারি এ জগৎময় ॥
পাপী অধম তরিতে, সাঁই
তোমার পতিতপাবন নাম শুনতে পাই
সত্য মিথ্যা জানবো হে সাঁই
তরাইতে আজ আমায় ॥
কসুর পেয়ে মারো যারে
আবার দয়া হয় তাহারে,
লালন বলে, এ সংসারে
আমি কি তোর কেহই নয় ॥

১-১ খেম খেম (খাতার পাঠ)

৪০৫

পার করো হে দয়ালচাঁদ আমারে।
ক্ষম[১] হে অপরাধ আমার এ ভব-কারাগারে ॥
পাপী অধম জীব তোমার
না যদি করো হে পার
দয়া প্রকাশ ক'রে।
পতিত-পাবন পতিত-নাশা ব'লবে কে আজ তোমারে ॥
না হ'লে তোমার কৃপা
সাধন সিদ্ধি কোথা বা
কে করিতে পারে।
আমি পাপী তাইতে ডাকি, ভক্তি দেও মোর অন্তরে ॥
জলে স্থলে সব জায়গায়
তোমারি সব কৃতিময়
ত্রিবিধ সংসারে।
না বুঝিয়ে অবোধ লালন প'লো বিষম ঘোরতরে ॥

৪০৬

কোথা রইলে হে ও দয়াল কাণ্ডারী।
এ ভব-তরঙ্গে আমায় দেও হে চরণ-তরী ॥
পাপীকে করিতে তারণ
নাম ধরেছো পতিতপাবন
সেই ভরসায় আছি যেমন
চাতক মেঘ নেহারি

১ খেম (খাতার পাঠ)

যতই করি অপরাধ
তথাপি হে তুমি নাথ
মারিলে মরি।
নিতান্ত বাঁচাও বাঁচিতে পারি ॥
সকলিকে নিলে পারে,
আমায় তো চাইলে না ফিরে,
লালন কয়, এ সংসারে তোর কি আমি এতই ভারী ॥

৪০৭

এমন সৌভাগ্য আমার কবে হবে।
দয়ালচাঁদ আসিয়ে আমায় পার করিবে ॥
আমার সাধনের বল কিছুই নাই
কেমনে সে পারে যাই
কূলে বসে দিচ্ছি দোহাই
অ-পার ভেবে ॥
পতিতপাবন নামটি তার
তাই শুনে বল হয় আমার,
আবার ভাবি, এ পাপী আর
সে কি নিবে ॥
গুরুপদে ভক্তিহীন
হ'য়ে রৈলাম চিরদিন
লালন বলে, কি করিতে
এলাম ভবে ॥

৪০৮

আর কি হবে এমন জনম বসবো সাধুর মেলে।
হেলায় হেলায় দিন বয়ে যায় ঘিরে এলো কালে ॥

মানব-জনমের আশায়
কত দেব-দেবতা বঞ্চিত হয়
হেন জনম দীন দয়াময়
দিচ্ছে কোন্ ফলে ॥
কত কত লক্ষ যোনী
ভ্রমণ করেছ তুমি
মানস-দলে মন রে তুমি
এসে কি করিলে ॥
ভুলনা রে মন-রসনা
সম্‌ঝে করো বেচাকেনা
লালন বলে, কূল পাবা না
এবার ঠকে গেলে ॥

৪০৯

জগত শক্তিতে ভোলালে সাঁই।
ভক্তি দেও হে যাতে চরণ পাই ॥
রাঙা চরণ দেখবো বলে
বাঞ্ছা সদায় হৃদ্-কমলে
তোমার নামের মিঠায় মন মজেছে
রূপ কেমন তাই দেখতে চাই ॥
ভক্তি-পথ বঞ্চিত ক'রে
শক্তি-পথ দিচ্ছ তারে,
যাতে জীব ব্রহ্মাণ্ডে ঘোরে,
কাণ্ড তোমার দেখি তাই ॥
চরণের যোগ্য মন নয়,
তথাপি মন ঐ চরণ চায়

অধীন লালন বলে, হে দয়াময়
দয়া করো আজ আমায় ॥

৪১০

মনের মনে হ'ল না একদিনে।
আমি আছি কোথায় যাবো কোথায় কার সনে ॥
আমার বাড়ি আমারি ঘর
বলা কেবল ঝকমারি সার
পলকে সব হবে সংহার
কোন্‌দিনে ॥
পাকা দালান-কোঠা দিব
মহাসুখে বাস করিব
মনে ভাবলাম না যে কখন যাব
শ্মশানে ॥
কি করিতে কিবা করি
পাপে বোঝাই হইল তরী
লালন কয়, তরঙ্গ ভারী
সামনে ॥

৪১১

গোসাঁই, আমার দিন কি যাবে এই হালে,
আমি পড়ে আছি জঙ্গলে।
কত অধম পাপী তাপী অবহেলে তারিলে ॥
জগাই মাধাই দুটি ভাই
কান্দা ফেলে মারলে গায়
তারে তো নিলে।

আমি পাপী ডাকছি সদায়
দয়া হবে কোন্ কালে ॥
অহল্যা পাষাণ ছিল
সেও তো মানুষ হইল
তোমার চরণ-ধূলাতে।
আমি তোমার কেউ নহি গো
তাই কি মনে ভাবিলে ॥
তোমার নাম লয়ে যদি মরি
দেখবে তবু তোমারি
আর যাব কোন্ কূলে।
তোমা বই আর কেউ নাই আমার
লালন কেন্দে বলে ॥

৪১২

জানবো হে এই পাপী হইতে।
যদি এসো হে গৌর জীবকে তারিতে ॥
নদীয়া-নগরে যতজন
সবারে বিলালে প্রেমধন
আমি নর-অধম, না জানি মরম
চাইলে না হে গৌর আমা পানেতে ॥
তোমারি সুপ্রেমের হাওয়ায়
কাষ্ঠের পুতলি নলিন হয়
আমি দীনহীন ভজন-বিহীন
অ-পার হ'য়ে বসে আছি এ পথে ॥
মলয় পর্বতেরি উপর
যত বৃক্ষ সকলি হয় সার

কেবল যায় জানা, বাঁশে সার হয় না,
লালন পেল তেমনি প্রেমশূন্য চিতে

৪১৩

এ দেশেতে এই সুখ হ'ল
আবার কোথা যাই না জানি।
পেয়েছি এক ভাঙ্গা নৌকা
জনম গেল ছেচতে পানি ॥
কার বা আমি, কে বা আমার,
প্রাপ্ত-বস্তু ঠিক নাই তার,
বৈদিক মেঘে ঘোর অন্ধকার
উদয় হয় না দিনমণি ॥
আর কি রে এই পাপীর ভাগ্যে
দয়ালচাঁদের দয়া হবে,
কতদিন এই হালে যাবে
বাহিয়ে পাপের তরণী ॥
কার দোষ দিব এ ভুবনে,
হীন হয়েছি ভজন-গুণে,
লালন বলে, কতদিনে
পাব সাঁইর চরণ দুখানি ॥

৪১৪

এমন মানব-জনম আর কি হবে।
মন যা করো ত্বরায় করো এই ভবে ॥

অনন্তরূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই,
শুনি মানবের উত্তর কিছুই নাই,
দেব-দেবতাগণ করে আরাধন
জন্ম নিতে মানবে ॥
কতো ভাগ্যের ফলে না জানি
মন রে, পেয়েছো এই মানব-তরণী
বেয়ে যাও ত্বরায় তরী
সু-ধারায় যেন ভরা না ডোবে ॥
এই মানুষে হবে মাধুর্য-ভজন
তাইতে মানুষ-রূপ গঠল নিরঞ্জন
এবার ঠকলে আর না দেখি কিনার
অধীন লালন তাই ভাবে ॥

৪১৫

তুমি কার আজ কে বা তোমার এই সংসারে
মিছে মায়ায় মজিয়ে মন কি করো রে ॥
এত পীরিত দন্তে জিহ্বায়
কায়দা পেলে সেও সাজা দেয়
স্বল্পেতে সব জানিতে হয়
ভাব-নগরে ॥
সময়ে সকলি সখা
অসময়ে কেউ না দেয় দেখা
যার পাপে সে ভোগে একা
চার যুগে রে ॥
আপনি যখন নও আপনার
কারে বলো আমার আমার

সিরাজ সাঁই কয়, লালন তোমার
জ্ঞান নাই রে

৪১৬

দয়াল নিতাই কারে ফেলে যাবে না,
চরণ ছেড়ো না রে ছেড়ো না ॥
দৃঢ় বিশ্বাস করি এমন
ধরো নিতাইচাঁদের চরণ,
এবার পার হবি পার হবি তুফান
অ-পারে কেউ থাকবে না ॥
হরির নাম-তরণী ল'য়ে
ফিরছে নিতাই নেয়ে হ'য়ে,
এমন দয়ালচাঁদকে পেয়ে
শরণ কেনে নিলে না ॥
কলির জীবকে হ'য়ে সদয়
পারে যেতে ডাকছে নিতাই,
অধীন লালন বলে, মন চলো যাই
এমন দয়াল মিলবে না ॥

৪১৭

পারে ল'য়ে যাও আমায়।
অ-পার হ'য়ে বসে আছি ওহে দয়াময় ॥
আমি একা রৈলাম ঘাটে
ভানু সে বসিল পাটে
তোমা বিনে ঘোর সঙ্কটে
না দেখি উপায় ॥

নাই আমার ভজন সাধন
চিরদিন বিপথে গমন
নাম শুনেছি পতিতপাবন
তাইতে দেই দোহাই ॥
অগতির না দিলে গতি
ও নামে রহিবে ক্ষতি
লালন কয়, অধমের পতি
কে বলবে তোমায় ॥

৪১৮

সকলি কপালে করে।
কপালের নাম গোপালচন্দ্র
কপালের নাম গুয়ে-গোবরে ॥
যদি থাকে এই কপালে
রত্ন এনে দেয় গোপালে,
কপাল বিমতি হইলে
দূর্ববনে বাঘে মারে ॥
কেউ রাজা কেউ হয় ভিখারী,
কপালের ফের সবারি,
মনের ফেরে বুঝতে নারি,
খেটে মরি অন্ধকারে ॥
যার যেমন মনের করুণা
তেমনি ফল পেয়েছে সে না,
লালন বলে, ভাবলে হয় না,
বিধির কলম আর কি ফেরে ॥

৪১৯

চিরদিন দুখেরো অনলে প্রাণ জ্বলছে আমার।
আমি আর কত দিন জানি
অবোলা রে প্রাণী
এ জ্বলনে জ্বলবো ওহে দয়াময়॥
দাসী ম'লে ক্ষেতি নয় যাই হে মরে যাই,
দয়াল নামের দোষ রবে হে গোঁসাই,
আমায় দেও হে দুখ যদি তবু তোমায় সাধি
তোমা বিনে দোহাই আর দিব কার॥
ও মেঘ, হইয়ে উদয় লুকালে কোথায়
প্রবশীর প্রাণ গেল প্রবশায়
আমার কি দোষের ফলে এ দশা ঘটালে
তুমি চাও হে নাথ ফিরে চাও একবার।
আমি উড়ি হাওয়ায়, তোমার হাত,
তুমি না তরালে কে তরায় নাথ
আমার ক্ষম অপরাধ, দেও হে শীতল পদ
লালন বলে, প্রাণে সয় না রে আর॥

৪২০

যে যা ভাবে সেইরূপ সে হয়।
রাম রহিম করিম কালা এক আল্লা জগতময়॥
করলে সাঁই সহিত খোদা
আপনা জবানে কয়।
এক তাজার নাই রে বিচার
পড়িয়ে সে গোল বাধায়॥

আকার সাকার নয় নরেকার
একে অনন্ত উদয়।
নির্জন ঘরে রূপ নেহারে
এক বিনে কি দেখা যায়॥
একে নেহার দেও মন আমার
ছাড়িয়ে রে দুখোদয়।
লালন বলে এক রূপ খেলে
ঘটে পটে সব জা(য়)গায়॥

৪২১

ভুলবো না ভুলবো না বলি কাজের বেলা ঠিক থাকে না।
আমি বলি ভুলবো না রে
স্বভাবে ছাড়ে না মোরে
কটাক্ষে মন পাগল করে
দিব্যজ্ঞান দিয়ে হানা॥
সঙ্গগুণে রঙ্গ ধরে
জানিলাম কাজ-অনুসারে
অসৎ সঙ্গে সম্বন্ধ জুড়ে
সুমতি মোর গেল ছেড়ে
খাবি খেলাম আপায় পড়ে
এ লজ্জা ধুলেও তো যায় না॥
যে চোরের দায়ে দেশান্তরী
সে চোর দেখি সঙ্গধারী
মদন রাজার ডঙ্কা ভারী
কাম-জ্বালা দেয় সন্তোষপুরী
ভুলে যায় মোর মন-কাণ্ডারী
কি করিবে গুনরি জোনা॥

রঙ্গে মেতে সঙ সাজিয়ে
বসে আছি মগন হ'য়ে
সু সাকারে সঙ্গ করে
জানতাম যদি সু-সঙ্গেরে
লালন বলে, তবে কি রে
ছেঁচোড় মারে মালখানা ॥

৪২২

একদিন পারের কথা ভাবলি না রে।
পার হবো হীরের সাঁকো কেমন ক'রে ॥
এক দমের ভরসা নাই
কখন কি করবে রে সাঁই
তখন কার দিবি দোহাই
কারাগারে ॥
বিনে কড়ির সদায় কেনা
মুখে সাঁইর নাম জপোনা
তাতে কি অলসপানা
দেখি তোর এ ॥
ভাসাও অনুরাগ-তরী
বসাও মুরশিদ-কাণ্ডারী
লালন কয়, সে-ই সে পাড়ি
যাবে সেরে ॥

৪২৩

কোন্ সুখে সাঁই করেন খেলা এই ভবে।
দেখো সে আপনি বাজায় আপনি মজে সেই রবে ॥

নামটি লা-শরিকাল্লা
সবার শরিক সেই একেলা
আপনি তরঙ্গ আপনি ভেলা
আপনি খাবি খায় ডুবে ॥
ত্রিজগতে যে রায় রাঙ্গা
তার দেখি ঘরখানি ভাঙ্গা
হায়, কি মজার আজব-রঙা
দেখায় ধনি কোন্ ভাবে ॥
আপনি চোরা আপন বাড়ি
আপনি সে লয় আপন বেড়ি
লালন বলে, এ নাচাড়ি
কেনে থাকি চুপচাপে ॥

৪২৪

মন কি তুই ভেড়ুয়া বাঙ্গাল জ্ঞান-ছাড়া।
সদরের সাজ করছো সদায়
পাছ বাড়িতে নাই বেড়া ॥
কোথা বস্তু কোথা রে মন
চৌকি পাড়া দেও হামেশ কোন্
কাজ দেখি পাগলের সমান,
কথায় যেমন কাট কাড়া ॥
কোন্ কোণায় কি হচ্ছে ঘরে
এক দিন তো দেখলি না রে
পৈতৃক ধন গেল চোরে,
হলি রে তুই কোকতারা ॥

পাছ বাড়ি আঁটনা করো
ঘর-চোরারে চিনে ধরো
লালন বলে, নইলে তোরও
থাকবে না মন এককড়া ॥

৪২৫

মন আমার, কি ছার গৌরব ক'রছো ভবে।
দেখনা রে সব হাওয়ার খেলা
বন্ধ হইতে দেরী কি হবে ॥
থেকতে হাওয়া হাওয়া-খানা
মওলা ব'লে ডাক রসনা
মহাকাল বসেছে রানায়
কখন জানি কু ঘটাবে ॥
বন্ধ হইলে এ হাওয়াটি
মাটির দেহ হবে মাটি
দেখে শুনে হওনা খাঁটি
কে তোরে কতই বুঝাবে ॥
ভবে আসার অগ্রে তখন
বলেছিলে করবো সাধন
লালন বলে, সে কথা মন
ভুলেছো এই ভবের লোভে ॥

৪২৬

ও মন, কে তোমারো যাবে সাথে।
কোথা রবে ভাই বন্ধু সব
পড়বি যেদিন কালের হাতে ॥

যে আশার আশায় আসা
হ'ল না তার রতিমাশা
ঘটালি রে কি দুর্দশা
কুসঙ্গে কুরঙ্গে মেতে ॥
নিকাশের দায় ক'রে খাড়া
মারিবে আতসের কোড়া
সোজা ক'রবে বেঁকা তেড়া
জোর জবর খেটবে না তাতে ॥
যারে ধরে পাবি নিস্তার
তারে সদায় ভাবিলে পর
সিরাজ সাঁই কয়, লালন তোমার
মারে ভবের কুটুম মিতে ॥

৪২৭

কাল কাটালি কালের বশে।
এবার যৈবোন কাল কামে চিত্ত কাল
মন রে, কোন্ কালে আর হবে দিশে ॥
যৈবোন কালের কালে রঙ্গে দিলি মন
দিনের দিন হারালি পিতৃধন
গেল রবির জোর, আঁখি হ'লো ঘোর
কোনদিন ঘিরবে মহাকাল এসে ॥
যাদের সঙ্গে রঙ্গে র'লি চিরকাল
কালাকালে তারাই হবে কাল
মন রে, জান না কার কি গুণপনা
, ধনীর ধন গেল সব রিপুর বশে ॥

বাদী ভেদী বিবাদী সদায়
সাধন সিদ্ধি করিতে না দেয়
লাটের গুরু হয় নালোষ মহাশয়
ডুবি দেও রে লালন লালসা-রসে ॥

৪২৮

চিরকাল জল ছেঁচে,
আমার জল ছাড়ে না এ ভাঙ্গা নায় ॥
এক মালা জল ছেঁচতে গেলে
তিন মালা জোগায় তেতালায় ॥
ছুতোর বেটার কারসাজিতে
জনম-তরীর সাধ মারা নয় ॥
তরীর আশেপাশে কষ্ট সরল
মেজেল কাঠ গড়ে চেতনায় ॥
আগায় মোর মন সর্বক্ষণ
বসে বসে চোকোম খেলায় ।
আবার আমার দশা তলা-ফাঁসা
জল ছেঁচা সার গুদড়ি গলায় ॥
মহাজনের অমূল্য ধন
মারা গেল ডাকনি জোলায় ।
ফকির লালন বলে, মোর কপালে
কি হবে নিকাশের বেলায় ॥

৪২৯

আগে জান না ওমুরায় বাজী হারিলে তখন,
লজ্জায় মরণ ।
শেষে আর মিছে কান্দিলে কি হয় ॥

খেল মন খেলারু ভাবিয়ে শ্রীগুরু
সামাল সামাল বাজী সামাল সর্বদায় ॥
এ দেশেতে জুয়াচুরি খেলা,
টোটকা মেরে কটকায় ফেলে রে,
মন ভোলা তাইতে বলি বারে বারে
খেলিস্ খুব হুঁশিয়ারে,
নয়নে নয়নে বান্ধিয়ে সদায় ॥
চোরের সঙ্গে নাহি খাটে ধর্মদাড়া
হাতের অস্ত্র কভু করিস্‌নে হাতছাড়া
রাগ-অস্ত্র ধ'রে দুষ্ট দমন ক'রে
স্বদেশেতে গমন করো রে ত্বরায় ॥
চোয়ানি বান্ধিয়ে খেলে যেই জনা
কাহারো যে সাধ্য সেই অঙ্গে দেয় হানা
ফকির লালন বলে, আমি তিন তের না জানি
বাজী মেরে যাওয়া ভার হল আমার ॥

৪৩০

ও মন, তিন পোড়ায় তো খাঁটি হ'লে না।
না জানি আর কর্মে তোমার
কি আছে তাও বুঝলাম না ॥
লোহা জব্দ কামারশালে
যে পর্যন্ত থাকে জ্বালে,
স্বভাব যায় না তা মরিলে
তেমনি মন তুই একজনা ॥
অনুমানে জানা গেল
চুরাশী লোকের ফের পড়িল,

আর কখন কি করবি বলো
হয় না সে বিবেচনা ॥
দেব-দেবতার বাসনা যে
মানুষো-জন্মের লাগিয়ে
লালন কয়, সে মানুষ হয়ে
মানুষের করণ জেনলে না

৪৩১

আমার মনেরে বোঝাই কিসে।
ভব-যাতনা আমার জ্ঞানচক্ষু আঁধার
ঘিরলো রে যেমন রাহুতে এসে ॥
যেমন বনে আগুন লাগে সবায় তাহা দেখে।
মন আগুন কে দেখে মন কটা কে সে
যে আশাতে আমার ভবে আসা হ'লো
অসারো ভাবিয়ে জনম ফুরাইলো
পূর্বে যে সুকৃতি ছিল, পেলাম সেহি ফল,
না জানি কি আর হবে রে শেষে ॥
আমি গুণে আনি দেওয়া হয়ে যায় রে কুণ্ড
আমার হ'ল তেমনি সকল কর্ম ভুণ্ড
কারে বলব এসব কথা কে ঘুচাবে ব্যথা
মন-আগুনে মন দগ্ধ হতেছে ॥
এ ভুবনে বিধি বড় বল ধরে
কর্মফাঁসে বেঁধে মারিল আমারে,
কেন্দে লালন ফকির সদায় দিচ্ছে গুরুর দোহাই,
আর যেন আসিনে এমন দেশে ॥

৪৩২

সোনার মান গেল রে ভাই বেঙ্গা এক পিতলের কাছে।
সাল সাল পোটুকের ফের
কোষ্টার বানাত দেশ জুড়েছে॥
বাজিল কেলির আরতি
পিছ প'লো ভাই মালীর প্রতি
ময়ূরের নৃত্য দেখে পেঁচায়
কেমন ধরতে বসে॥
শালগ্রামকে করিয়ে নোড়া
ভুতের ঘরে ঘণ্টা নাড়া
কলির তো এমনি দাড়া
আসল কাজে সব ভুল পড়েছে॥
সবাই কেনে পিতল দানা
জহুরির তো মূল হল না
লালন কয়ে গেল, জানা
চটকে জগৎ মেতেছে॥

৪৩৩

হুজুরে কার হবে রে নিকাশ দেনা।
পঞ্চজন আছে ঘরে বেড়াদার তার ষোল জনা॥
ক্ষেতে জল বায় হুতাশনে
যে বস্তু যার সেই সেখানে
মিসাতা আকাশে মিশলে আকাশ
জানা গেল পঞ্চবেনা॥
মুন্‌সী মৌলবীর কাছে
জনম ভোর শুধায় এসে

ঘোর গেল না,
পরে নেয় পরের খবর
নিজের খবর নিজে হয় না
আওয়া কওয়া কারে বলি
কোন্ মোকাম তার কোথা গলি
আ'না যা'না সেই মহলে
লালন কোন্ জন, তাও লালনের
ঠিক হ'ল না ॥

৪৩৪

সেই অটল রূপের উপাসনা
কেউ জানে কেউ জানে না।
বৈকুণ্ঠ গোলোকের উপর
আছে রে সে রূপেরো বিহার
কৃষ্ণের কেউ নয় রাধের
পতি সে জনা ॥
স্বরূপ রূপের এই জেনো ধরন
দোঁহার ভাবে টলে দোহার মন
অটলকে টলাতে পারে
কোন্ জনা ॥
নরেকার যা হতে জন্মায়
শক্তি ধারা সেই আবিম্বে
অধীন লালন বলে, দিন থাকিতে
জেনলে না ॥

৪৩৫

উদয় কাল কলি রে ভাই কলি আমি বলি তাই।
হাগড়া বেদে নেংটি ছিঁড়ে লোক বুঝি হাসিয়ে যায়॥
কলিকালে অ-মানুষের জোর
যত ভাল মানুষ বানায় তারা চোর,
সমঝে ভবে না চলিলে
বোম্বেটের হাতে পড়বি ভাই॥
কারে বিশ্বাস কেউ করে না
ওগো শঠে শঠে সকল কারখানা
ছিটেফোঁটা তন্ত্রমন্ত্র
কলির ধর্ম দেখতে পাই॥
যত মা-মারা বাপ-বদলানে
সবাই কলিকালে বেশী ভাগ পায়।
ফকির লালন বলে, ঘোর কলিতে
ধর্ম রাখা কি উপায় গো কি উপায়॥

৪৩৬

হীরে লাল মতির দোকানে গেলে না।
সদাই কিনলি রে সব পিতলদানা॥
চটকে ভুলে রে ও মন
হারালি তুই অমূল্য ধন
এবার হেরে বাজী কেন্দলে তখন
আর সারে না॥
শেষের কথা আগে ভাবে
উচিত বটে তাই জানিবে
এবার গত কর্মের বিধি কি রে
মন-রসনা॥

ব্যাপারের লাভ করলি ভালো
সে গুণপনা জানা গেল
অধীন লালন বলে, মিছে হ'লো
আ'না-যা'না

৪৩৭

ম'লে ঈশ্বর-প্রাপ্ত হবে কেন বলে।
সেই যে কথার পাইনে বিচার
কারো কাছে শুধালে ॥
ম'লে হয় ঈশ্বর-প্রাপ্ত
সাধু অসাধু সমস্ত
তবে কেনে জপ তপ এত
করে রে জল-স্থলে ॥
যে পঞ্চে পঞ্চভূত হয়
ম'লে তা যদি তাতে মিশায়
ঈশ্বর-অংশ ঈশ্বরে যায়
স্বর্গ-নরক কার মেলে ॥
জীবের এই শরীরে
ঈশ্বর-অংশ বলি কারে
লালন বলে, চিনলে তারে
মরার ফল তা যায় ফলে

৪৩৮

মূলের ঠিক না পেলে সাধন হয় কিসে।
কেউ বলে শ্রীকৃষ্ণ মূল, কেউ বলে মূল ব্রহ্ম সে ॥

ব্রহ্ম ঈশ্বর দুই তো
লেখা যায় সাধ্য যত
উঁচানচা কি তারো তো
করিতে হয় সেও দিশে ॥
কোথা যাই কি বা করি
ব'লে বেড়াই গোলে হরি
লালন কয়, এক জেনতে নারি
তাইতে বেড়ায় মন ভেসে ॥

৪৩৯

কারে বলে অটল-প্রাপ্তি ভাবি তাই।
অঙ্গ লয় হইলে নির্বাণ-মুক্তি বলে তাও দোষাই ॥
দেখারে কয় অটল-প্রাপ্তি
কিবা হবো সাথের সাথী
ভজন কি সারা সেই অবধি
কস্তুরের কি শান্তি নাই ॥
শিলা শালগ্রাম হওয়া
অচল ব'লে দোষাই তাহা
স্বর্গে যেয়ে সুখ পাওয়া
সেও তো নহে চিরস্থায়ী ॥
কেহ যেয়ে স্বর্গবাসে
পাপ হ'লে ফের ভবে আসে
লালন কয় উর্বশী-
নামে নিগুণ তার প্রমাণ পাই ॥

৪৪০

জীব ম'লে জীব যায় কোন্ সংসারে।
ঈশ্বরের ঘরবাড়ি যদি হয় অসার ভুবনে ॥
রাম নারায়ণ গৌর হরি
ঈশ্বর যদি গণ্য করি
তারা তবে গর্ভধারী
এ সংসারে হয় কেনে ॥
যারে তারে ঈশ্বর বলা
বুদ্ধি নাই তার অর্ধ তোলা
ঈশ্বরের হয় যম-জ্বালা
ভাবো কিসে তাই মনে ॥
ত্রিজগতের মূলাধার সাঁই
জন্মমৃত্যু তার কিছু নাই,
সিরাজ সাঁই কয়, লালন রে তাই
থাকো সদায় ঠিক জেনে ॥

৪৪১

কোন্ কূলে যাবি মনুরায়।
গুরুকুল চায় যদি কেউ লোককুল তার ছেড়তে হয় ॥
দু কূলো ঠিক রয়না গাঙে
এক কূল রয় আর কূল ভাঙ্গে,
অমনি যেন সাধুসঙ্গে
বেদ-বিধির কূল দূরে যায়
রোজা পূজা জেতের আচার
মন যদি হয় করো এবার,
বে-জাতির কাজ বে-জাতির
মায়াবাদীর কার্য নয় ॥

ভেবে বুঝে এককুল ধরো
দোটানায় কেন ঘুরে মরো,
সিরাজ সাঁই কয়, লালন তোরো
কু ফুরাবে কোন্ সময় ॥

৪৪২

এখন আর ভাবলে কি হবে।
কৃতিকর্মার লেখাপড়া আর কি ফিরিবে ॥
তুষেতে পাড় কেউ যদি দেয়
আর কি তাতে দানাদার হয়
মন হ'ল সেই তুষের ন্যায়
বস্তুহীন ভবে ॥
কর্পুর উড়ে যায় সে যেমন
গোল মরিচ মিশায় তার কারণ
মন হ'ত গোল মরিচ তেমন
বস্তু কেন যাবে ॥
কথার চিড়ে হাওয়ার দধি
ফলার দিলে নিরবধি
লালন বলে, অমনি প্রাপ্তি
কেন না পাবে ॥

৪৪৩

আজব রঙ ফকিরি সাধা সোহাগিনী সাঁই।
ও তার চুড়ি সাড়ী ফকিরী ভেক কে বুঝিবে তাই ॥
সর্বকেশী মুখে দাড়ি
পরনে তার চুড়ি সাড়ী

কোথা হইতে এলো শীড়ি
জেনতে উচিত চাই ॥
ফকিরি গোরোর মাঝার
দেখ হে করিয়ে বিচার
ও সে সাধা সোহাগী সবার
আধ ঘর শুনতে পাই ॥
সাধা সোহাগীর ভাবে
প্রকৃতি হইতে হবে
সাঁই লালন কয়, মন পাবি তবে
ভাব-সমুদ্রে থাই ॥

৪৪৪

ফেরেব ছেড়ে করো ফকিরি।
দিন তোর হেলায় হেলায় হ'ল আখেরি ॥
ফেরেবি ফকিরি দাড়া
দরগা নিশান ঝাণ্টাগাড়া
গলে বেঁধে ছড়া-মড়া
সিন্নি খাওয়ার ফিকিরি ॥
আসল ফকিরী মতে
বাহ্য আলাপ নাইগো তাতে
চলে শুদ্ধ সহজ পথে
অবোধ গো-বোধের চটক ভারী ॥
নাম গোয়ালা কাজী ভক্ষণ
তোমার দেখি তেমনি লক্ষণ
সিরাজ সাঁই কয়, অবোধ লালন
সাধুর কাছে জুয়াচুরি ॥

৪৪৫

চিনবে তারে এমন আছে কোন্ ধনি।
নয় সে আকার নয় নিরাকার
নাই ঘরখানি॥
বেদ আগমে জানা গেলো
ব্রহ্মা যারে হদ্দ হ'লো
জীবেরো কি সাধ্য বলো
তারে চিনি॥
কতো কতো মুনিজনা
করিয়ে রে যোগ-সাধনা
লীলের অন্ত কেউ পেলে না
লীলে এমনি॥
সবে বলে কিঞ্চিৎ ধ্যানী
গণ্য সে হ'লো শূলপাণি
লালন বলে, কবে আমি
হবো তেমনি॥

৪৪৬

একবার জগন্নাথে দেখ রে যেয়ে
জাত কেমন রাখো বাঁচিয়ে।
চণ্ডালে আনিলে অন্ন ব্রাহ্মণে তাই খায় চেয়ে॥
জোলা ছিল কবীর দাস
তার তোড়ানি বার মাস
উট্‌কে উতলিয়ে সেই তোড়ানি
খায় যে ধনি সেই আশে
দরশন পেয়ে॥

ধন্য প্রভু জগন্নাথ
চায়না রে সে জাত অজাত
ভক্তের অধীন সে জাত
বিচারী দুরাচারী যারা
সব দূর হয়ে ॥
জাত না গেলে পাইনে হরি
কি ছার জেতের গৌরব করি,
ছুঁস্‌নে বলিয়ে।
লালন কয়, জাত হাতে পেলে
পুড়াতাম আগুন দিয়ে ॥

৪৪৭

উপরোধে কাজ দেখ রে ভাই ঢেঁকি গেলার মতো।
ওরে, যায় না গেলা, গলা ফেড়ে হয় সে হত ॥
মনটা যাতে রাজী হয়
প্রাণটা তাতে আপনি যায়
পাথর দেখে শোলার মত
আবার বেগার ঠেলা ঢেঁকি গেলা
টাঁকশালে সই নাই তো ॥
মুচির চাম-কেটোতে গঙ্গা মা
কোন্ গুণে যায় দেখ না
কেউ ফুল দিলে পায় না তো
মন যাতে নয় পূজলে কি হয়
ফুল দিয়ে শত শত ॥
যার মনে যা লাগে ভাই
করুক করুক করুক তাই

তার গোল কেনে আর এত
লালন বলে, লাথিয়ে পাকায়
সে ফল কি হয় মিঠা ॥

৪৪৮

বিষয়-বিষে চঞ্চলা মন দিব-রজনী।
মন তো বোঝালে বোঝে না ধর্মকাহিনী ॥
বিষয় ছাড়িয়ে কবে
মন আমার শান্ত হবে হে
আমি কবে সে চরণ করিব স্মরণ
যাতে শীতল হবে তাপিত প্রাণী ॥
কোন্ দিন শ্মশানবাসী হবো
কি ধন সঙ্গে লয়ে যাবো হে
আমি কি করি কই, ভূতের বোঝা বই
একদিন ভাবলেম না গুরুর বাণী ॥
জানি ও দেহেতে বাসা
তাইতে এত আশার আশা হে
অধীন লালন তাই বলে, নির্গুণ হইলে
আর কতই কি মনে করতে না জানি ॥

৪৪৯

মানুষ ঝলক দিবে নেহারে।
রও মন কপাট মারো কামের ঘরে ॥
হাওয়া ধরো, অগ্নি স্থির করো
যাতে মরিয়ে বাঁচিতে পারো
মন রে, মরণের আগে মরো
শমন যাক ফিরে।

রও মন, দেখে শমন যাক ফিরে
বারে বারে করি রে মানা
ও মন, লীলেবাসে বাস ক'রো না
রেখো তেজের ঘর তেজীয়ানা
উর্ধ্ব চাঁদ ধ'রে।
সাধ রে মন উর্ধ্ব চাঁদ ধরে ॥
জান না মন, পরাধীন দর্পণ
তাতে কেমনে হয় অঙ্গ দরশন
অতি বিনয় ক'রে কয় লালন,
থেকো হুঁশিয়ারে ॥

৪৫০

সময় গেলে রে ও মন সাধন হবে না।
দিন ধরিয়ে তিনের সাধন কেনে করলে না ॥
জানো না মন খালে বিলে
মীন থাকে না জল শুকালে
কি হয় তারে বাঙ্গাল দিলে
শুকনো মোহানা ॥
অসময়ে কৃষি করে
মিছামিছি খেটে মরে
গাছ যদি হয় বীজের জোরে
ফল ধরে না ॥
অমাবস্যা পূর্ণিমা হয়
মহাযোগ সেই দিনে উদয়,
লালন বলে, তারো সময়
ডণ্ডে করএ না ॥

৪৫১

এবার কে তোর মালিক চিনলিনে তারে।
এমন জনম আর হবে মন কি, এমন জনম আর হবে রে॥
দেবের দুর্লভো এবার
মানব-জনম তোমার
এমন জনম আচার
করলি কিরে॥
নিশ্বাসের নাহি রে বিশ্বাস
পলকেতে করবে নৈরাশ
এবার মনে রবে মনের আশ
বলবি কারে॥
এখন শ্বাস আছে বজায়
যা করোরে তাই সিদ্ধি হয়
দরবেশ সিরাজ সাঁই তাই বারে বারে কয়
লালনেরে॥

৪৫২

কৃষ্ণ বিনে তেষ্টাত্যাগী।
ভবে সেই বটে গো শুদ্ধ অনুরাগী॥
মেঘের জল বই চাতক যেমন
অন্য জল করে না গ্রহণ
তেমনি কৃষ্ণ-ভক্ত জন
একান্ত কোট মনে কৃষ্ণের লাগি॥
স্বরগের সুখ নাহি চায় সে
মিশিতে না চায় শার্বুজে
ও তার ভাবে বুঝায় পষ্ট কেবলি সেই কৃষ্ট
সুখের সুখী॥

কৃষ্ণপ্রেম যার মনে
তার বিক্রম সে-ই তা জানে
অধীন লালন বলে, আমার সুখ-স্বরবশ
কারবার মন বিবাগী ॥

৪৫৩

এবার কি সাধনে শমন-জ্বালা যায়।
ধর্মাধর্ম বেদের মর্ম শমনের অধিকার তায় ॥
দান ব্রত তপ যজ্ঞ ক'রে
মুক্তি ফল পেতে পারে
সে ফল ফুরালে তারে
ঘুরিতে ফিরিতে হয় ॥
নির্বাণ-মুক্তি সেধে সে তো
লয় হবে পশুর মতো
সাধন ক'রে এমন প্রাপ্ত
কি সুখে সাধতে চায় ॥
পথেরো গোলমালে পড়ে
ডুবলাম কূপজল-মাঝারে
লালন বলে, কেশে ধরে
কূলে নেও গুরু আমায়।

৪৫৪

কোন্ রাগে সে মানুষ আছে মহারসের ধনী।
পদ্মে মধু চন্দ্রে সুধা যোগায় রাত্র দিনি ॥

সাধক সিদ্ধি প্রবর্ত্তক
তিন রাগ ধ'রে আছে তিনজন
এ তিন ছাড়া রাগ নিরূপণ
জেনলে হয় ভাবিনি ॥
মৃণাল গতি রসের খেলা
নব ঘটে নব ঘেটেলা
দশমে যোগ বারি গোলা
যোগেশ্বর অযোনী ॥
সিরাজ সাঁই আদেশে লালন
বলছে বাণী শোন রে রঙ্গ
ঘুরতে হবে নাগর-দোলন
না জেনে মন বাণী ॥

৪৫৫

রূপের ঘরে অটল রূপ বিহারে চেয়ে দেখ্ না তোরা।
ফণিমণি জিনি রূপের বাখানি, দুইরূপে আছে
সেই রূপ হল-করা ॥
যেজন অনুরাগী হয় রাগের দেশে যায়
রাগের তালা খুলে সে রূপ দেখতে পায়
রাগেরি করণ বিধি-বিস্মরণ
নিত্য লীলের উপর রাগ নেহারা ॥
ও সে অটল রূপ সাঁই ভেবে দেখ তাই
সে রূপের কভু লীলে ত নাই
যে জন পঞ্চতত্ত্ব ভজে, লীলারূপে মজে
সে কি জানে অটল রূপ কি ধারা ॥

আছে রূপের দরজায় শ্রীরূপ মহাশয়
রূপের তালা-ছোড়ান তার হাতে সদায়,
যে জন শ্রীরূপ-গত হবে, তালার ছোড়ান পাবে
অধীন লালন বলে, অধর ধরবে তারা

৪৫৬

মানুষের করণ সে কি রে সাধারণ
জানে রসিক যারা।
টলে জীব বিবাগী অটল ঈশ্বর রাগী সেও রাগ লেখে
বৈদিক রাগের ধারা॥
যদি ফুলের সন্ধিঘরে বিন্দু পড়ে ঝরে
আর কি রসিক ভেয়ে হাতে পায় তারে
নীরে ক্ষীরে মিশায়, সে পড়ে দুর্দশায়
না মিশালে হীন অঙ্গ বিফল পারা॥
হ'লে বাণে বাণ ক্ষেপণা, বিষের উপার্জনা
অধোপথে গতি উভয় শেষখানা
পঞ্চবাণের ছিলে ক্রমশ কাটিলে,
তবে হবে মানুষের করণ সারা॥
ওসে রস্রিক শিখরে যে মানুষ বাস করে
হেতুশূন্য করণ সে মানুষের দ্বারে
নিরহেতু বিশ্বাসে মেলে সে মানুষ
অধীন লালন ফকির কাম-হেতু যায় মারা॥

৪৫৭

বিষামৃত আছে রে মাখা-চোখা।
কেবা শোনে কেবা বাজায় যায় না জীবের দেল ধোঁকা॥

বিকার যার শান্ত হ'লো
হৃদ্-কমল তার সদায় আলো
যথায় মন্দ তথায় ভালো
অবশ্য সে পায় দেখা ॥
মায়ের যেমন শিশু ছেলে
দুগ্ধ খায়, তার দুগ্ধ মেলে,
সেই জায়গাতে জোঁক লাগিলে
রক্ত দেখ পায় জোঁকা ॥
হ'লে আপন দেহের নির্ণয়
সব খবরে জবর সে হয়
লালন, তোমার মুখ সরল নয়
মন বেঁকা ॥

৪৫৮

ফের প'লো তোর ফিকিরিতে।
যে ঘাটেতে মারো ফিকির-ফাকার
ডুবে ম'লি সেই ঘাটেতে ॥
ফিকির ছিল এক নাচাড়ি
অধর ধ'রে দিতাম বেড়ি
পস্তানি খোলা দোয়াড়ি
তাই দেখে রেখেছি পেতে ॥
না জেনে ফিকির আঁটা
শিরেতে পাড়ালেম জটা
সার হ'ল ভাঙ-ধুতরো ঘোঁটা
ভজন-সাধন সব চুলাতে ॥

ফকিরি ফিকিরি করা
হইতে হবে জ্যান্তে মরা
লালন ফকির লেংটি-এড়া
আঁট বসে না কোনমতে

৪৫৯

ওরে মন আমার, গেল জানা।
কারো রবে না এ ধন জীবন যৌবন
তবে রে কেনে এত বাসনা॥
একবার ডুবুরেরো দেশে
রও দেখি দম কষে
উঠিস্‌নে রে ভেসে
পেয়ে যাতনা॥
যে করিল কালার চরণেরি আশা
জাননা রে ও মন তাহার কি দশা
ভক্ত বলী রাজা ছিল, রাজত্ব তার নিল
বামন রূপে প্রভু ক'রে ছলনা॥
কর্ণ রাজা ভবে বড় দাতা ছিল
অতিথ রূপে তার সবংশ নাশিল
তবু না হইল, দুখী করিল
অনুরাগী অতিথের মন করলো সান্ত্বনা॥
প্রহ্লাদ-চরিত্র দেখেছি এ ধামে
কত কষ্ট তার হ'ল কৃষ্ণ-নামে
তারে অগ্নিতে ফেলিল, জলে ডুবাইল
তবু না ছাড়িল শ্রীনাম-সাধনা॥

রামের ভক্ত লক্ষ্মণ ছিল সর্বকালে
শক্তিশেল হানিল তাহার বুকস্থলে
তবু রামচন্দ্রের প্রীতি না ভুলিল ভক্তি
লালন বলে, করো এ বিবেচনা ॥

৪৬০

গুরু, স্ব-ভাব দেও আমার মনে।
তোমায় যেন ভুলিনে ॥
গুরু, তুমি নিদয় যার প্রতি
ও তার সদায় ঘটে দুর্মতি
তুমি মন-রথের সারথি
যথা লও যাই সেখানে ॥
গুরু, তুমি তন্ত্রের তন্ত্রী
গুরু, তুমি মন্ত্রের মন্ত্রী
গুরু, তুমি যন্ত্রের যন্ত্রী
না বাজাও বাজবে কেনে ॥
আমার জন্ম-অন্ধ মন-নয়ন
গুরু, তুমি দাও সচেতন
চরণ দেখবো আশায় কয় লালন,
জ্ঞান-অঞ্জন দেও নয়নে ॥

৪৬১

গুরু, দোহাই তোমার, মনকে আমার নেও সুপথে।
তোমার দয়া বিনে তোমায় সাধবো কি মতে ॥

তুমি যারে হও গো সদয়
সে তোমারে সাধনে পায়
বিবাদী তার স্ব-বশে রয়
তোমার কৃপাতে ॥
যন্তরেতে যন্ত্রী যেমন
যেমত বাজায় বাজে তেমন,
তেমনি যন্ত্র আমার মন
বোল তোমার হাতে ॥
জগাই মাধাই দোষী ছিল
তারে গুরু কৃপা হ'ল
অধীন লালন দোহাই দিল
সেহি আশাতে ॥

৪৬২

ডাক রে মন আমার হক নাম আল্লা বলে।
ভেবে বুঝে দেখ সকলি হক মোর আল্লার নামটি
তাও ভুলিলে ॥
ভরসা নাই এ জেল-ঘানি
যেমন পদ্মপাতায় পানি
পড়িবে টলে সুখের বাড়িঘর
কোথা রবে কার হক না-হক
তাই কি বল সঙ্গে চলে ॥
ভবের ভাই-বন্ধু যারা
বিপদ দেখিলে তারা
পালাবে ফেলে।
কায়-প্রাণেতে ভাই আখেরে সুপদ নাই
ক্ষণেক পক্ষী যেমন থাকে বৃক্ষডালে ॥

অকাজে দিন হল রে সাম
কথন নেবা সেই মধুর নাম
বাজার ভাঙ্গিলে।
পেয়েছিলে মন দুর্লভ জনম,
লালন কয়, এ জনম যায় বিফলে

অর্থ-সংকেত

বাউলদের সাধনা মূলতঃ দেহ-কেন্দ্রিক, কিন্তু ভোগাত্মক দেহবাদ নহে। মানব-দেহকে তাঁহারা মন্দির-রূপে কল্পনা করিয়াছেন। এই দেহ-মন্দিরের মধ্যেই দেবতা বাস করেন। সেই দেবতা মানুষের অন্তরতম সত্তা, অটল অধর আত্মা। দেহই অনন্ত আনন্দের আধার। পূর্ণানন্দরূপ চিৎ-সত্তা এই দেহে বিরাজমান। সেই আত্মাকে তাঁহারা মানবরূপী কল্পনা করিয়া তাহাকে 'মানুষ', 'মনের মানুষ', 'অধর মানুষ', 'রসের মানুষ', 'ভাবের মানুষ', 'সোনার মানুষ' ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত করিয়াছেন। সেই অন্তরতম সত্তার স্বরূপ উপলব্ধি ও তাহার সহিত আত্মবিস্মৃত চেতনাবিহীন একাত্মতা উপলব্ধি বাউলদের সাধনা। নিজের দেহের মধ্যেই যে সেই আত্মা বিরাজমান তাহা মানুষ উপলব্ধির অভাবে বুঝিতে পারে না, তাহাকে অন্যত্র সন্ধান করে, নিজেকে নিজেই চিনিতে পারে না। বাহিরে সন্ধান না করিয়া নিজের স্বরূপ উপলব্ধির কথাই লালন ফকির তাঁহার গানগুলিতে প্রকাশ করিয়াছেন।

॥ ১ ॥ দীন দুনিয়ার মধ্যে সেই আত্মার নাম অধর, তাহাকে সহজে উপলব্ধি করা যায় না। অটল-নিধি—বজ্ররূপী অটল। মানুষের করণ—মনের মানুষের সন্ধান, উপলব্ধি। কর্তারূপ—দেহ-মধ্য-স্থিত আত্মার রূপ, সহজ-সাধক না হইলে পাওয়া যায় না, দিব্যজ্ঞানী হইলে নিজতত্ত্বে পাওয়া যায়। সিরাজ সাঁই—লালন ফকিরের গুরু। বাউলগণ গুরুবাদে বিশ্বাস করেন বলিয়া লালনের অনেক ভণিতায় সিরাজ সাঁই-এর নাম পাওয়া যায়।

॥ ২-৭ ॥ মানব-দেহের মধ্যেই অন্তরতম আত্মা সেই 'মানুষ' বিরাজমান। প্রতিভাসের মত দেখা গেলেও তাহাকে সহজে ধরা যায় না। তাহার অবস্থান অজানা স্থানে। দ্বি-দল অর্থাৎ আজ্ঞাচক্র তাহার প্রকাশের স্থান। তাহার অবস্থিতি এবং লীলার দল নিরূপিত হইলে সাধকের উপলব্ধি হয়। পূর্ণসত্তা দেহ-বিশেষে 'অংশ কলা' রূপে লীলা করিতেছেন। আসলে তিনি এক, বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হন। যাহার মনের সন্দেহ মিটিয়াছে তিনিই উপলব্ধি করেন। নিজের স্বরূপ চিনিতে পারিলে অচেনাকে চিনিতে পারা যায়। বাহিরে দূর-দূরান্তে না সন্ধান করিয়া মনে নিষ্ঠা হইলে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে। লখনা—লাক্ষণিক অর্থ। শব্দের তিনটি অর্থ, অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা।

অভিধা অর্থই মূল অর্থ। বেদ বেদান্ত ইত্যাদি শাস্ত্রগ্রন্থ পড়িলে আসল বা মূল অর্থ আচ্ছন্ন হইয়া লাক্ষণিক অর্থ বাড়িয়া যাইবে। সেই বেষ্টনীর মধ্যে মূল অর্থ হারাইয়া যাইবে।

আমি—অন্তরতম সত্তা, বাহিরের দেহকে আমি বলিয়া যে অস্তিত্ব কল্পনা করা হয় তাহা ভ্রমাত্মক। সেই চিৎ-রূপ আত্মাই আমি অর্থাৎ অস্তিত্ব। রঙমহল ঘর—আত্মার বাসস্থান। তাঁহাকে সন্ধান করিতে হইবে দেহের মধ্যেই, বাহিরে নয়। দেহের রূপ কি এবং দেহ-মধ্য-স্থিত সেই আত্মার স্বরূপ কি তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে। দ্বি-দলে সেই পরম সত্তার প্রকাশ হইলেও তিনি শতদল সহস্রদল পদ্মে লীলা করিয়া থাকেন। সহস্রদল পদ্মে লীলার চরমতম অবস্থা, পরমানন্দময় অনুভূতি। সাধনার বিভিন্ন স্তরের নানা প্রক্রিয়া যে-খানে মুখ্য সেখানে গুরু-নির্দেশ মানিয়া চলিতে হয়। বাউলগণ বিশেষভাবে গুরুবাদী। ভেদ—স্বরূপ, তত্ত্ব। সেই তত্ত্ব অন্তরে জানিতে হয়, বাহিরের আচার-অনুষ্ঠানের দ্বারা পাওয়া যায় না।

॥ ৮-১৩ ॥ পরম সত্য মানুষের অন্তরের মধ্যেই আছে, কিন্তু তাহার সন্ধান না করিয়া মানুষ বাহিরে দূরে তীর্থ-ভ্রমণে যায়। তাহা কেবল আত্মপ্রবঞ্চনা। নিজের মনে নিষ্ঠা থাকিলে ঘরের উঠানে বসিয়াই রাজধানীর সংবাদ পাওয়া যায়। পেড়ো—পাণ্ডুয়া শব্দের অপভ্রংশ, পাণ্ডুয়া একসময় বাঙলার রাজধানী ছিল। পিড়ে—ঘরের দাওয়া। সমগ্র দেশ জুড়িয়া একই মাটি ; দূর-দূরান্তে গেলে আসা-যাওয়ায় কষ্টই সার হয়, নূতন কিছু পাওয়া যায় না। তীর্থেও পাপী থাকে ; নিজের মনের পাপ তীর্থভ্রমণে দূরীভূত হয় না। রিপুগুলিকে দমন না করিলে আত্মোপলব্ধি হইবে না। আচার-আড়ম্বরের দ্বারা আয়োজনই মুখ্য হয়, আত্মাকে পাওয়া যায় না। কালাম—কলমা, ঐশ্লামিক আরাধনা। ভেস্তেখানা—বেহেস্ত, স্বর্গ। মন সরল বা খাঁটি না হইলে আরাধনা করিয়া কোন ফল পাওয়া যায় না। মন খাঁটি হইলে মুখে অন্য কিছু বলিলেও ভগবানের কৃপা হইতে বঞ্চিত হয় না।

॥ ১৪ ॥ লোকলজ্জার ভয় থাকিলে ঠিকমত আরাধনা করা যায় না। পার্থিব বস্তুর প্রতি যতই মায়া থাকুক না কেন, তাহা মৃত্যুর পরে সঙ্গে যাইবে না।

॥ ১৫-১৭ ॥ বাউলদের বিশেষ আচার-অনুষ্ঠান ও সাধন-পদ্ধতির কথা এখানে প্রকাশিত হইয়াছে। পুরুষ-প্রকৃতির মিলনের মধ্য দিয়া নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হয়। প্রকৃতির সময়বিশেষকে অমাবস্যা বলে। পূর্ণিমা

আনন্দানুভূতিরূপ সত্তা। কাম ও প্রেমের মিলনকে অমাবস্থায় পূর্ণিমা-যোগ বলা হয়। অন্ধকার দূর হইয়া তখন চিদানন্দভূতির আলোকে চিত্ত উদ্ভাসিত হয়। সাঁই—এক অর্থে গুরু, অন্য অর্থে অন্তরতম চিৎ-সত্তা। দেহের সাতটি স্তরের উপরে তাঁহার অবস্থিতি। বেদ অথবা শাস্ত্রজ্ঞানের মালিন্য থাকিলে তাহা অস্পষ্ট হইয়া যায়, আত্মোপলব্ধির স্বচ্ছ আলোকে তাহা দেখিতে হয়। সেই সত্তার অটল রূপ অতুলনীয়, অবর্ণনীয়। বেদে বা শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে সেই রূপের সম্যক্ পরিচয় নাই।

॥ ১৮-২০ ॥ নিজের দেহ-মধ্য-স্থিত নগরে সেই মনের মানুষ বিদ্যমান ; কিন্তু এত নিকটে থাকিলেও তাঁহাকে দেখা যায় না। একস্থানে থাকিলেও উপলব্ধির অভাবে তাঁহাকে লক্ষ যোজন দূর বলিয়া বোধ হয়। নয়নে রূপ না দেখিয়া কেবল নামমন্ত্র জপ করিলে ফল লাভ করা যায় না। নামের তুল্য নাম পাওয়া যায় ; কিন্তু সেই রূপ অতুলনীয়। দেহের মধ্যে বিভিন্ন রিপু অন্তরের সমস্ত শুভ বৃত্তিগুলিকে নষ্ট করিয়া দেয়। মন দেহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধন, কিন্তু তাহাও মাঝে মাঝে কুবৃত্তির নিকট পরাজিত হয়। ষোলজন বোম্বেটে—৫ জ্ঞানেন্দ্রিয়, ৫ কর্মেন্দ্রিয় ও ৬ রিপু। ৫ জন ধনী—বিবেক, জ্ঞান, সংযম, বৈরাগ্য ও ভক্তি।

॥ ২১ ॥ প্রকৃতির মধ্যে নীরের কল্পনা করা হইয়াছে। সেই নদীতে অন্তরতম সত্তা যে মানুষ, তাহা মীনরূপে খেলা করে। ঠিক যোগের সময় বুঝিয়া সেই মীনরূপী মানুষকে ধরিতে হয়। জল শুকাইয়া গেলে মীনকে আর ধরা যাইবে না। সেইজন্য উপযুক্ত সময় বুঝিয়া অতল গভীরে ডুব দিয়া তাহা ধরিতে হয়।

॥ ২৩ ॥ বাউল-সাধনার বিশেষ তত্ত্বটি এখানে বর্ণিত হইয়াছে। নিজের দেহের মধ্যেই সেই মনের মানুষরূপ চন্দ্র বিরাজ করিতেছেন, নানারূপ সাধন প্রক্রিয়ার দ্বারা তাঁহাকে অনুভব করিতে হয়।

॥ ২৬-২৯ ॥ সাধনার মর্ম যাহারা সাধক নহে তাহারা বুঝিতে পারে না। দেহের মধ্যে যে শক্তি আছে তাহা অমৃত, বিশেষ যোগ-সাধনার দ্বারা তাহা জানিতে হয়। গুরু ব্যতীত এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যায় না। জ্ঞান অপেক্ষা সাধন-প্রক্রিয়ার প্রাধান্য আছে বলিয়া নির্দেশক-হিসাবে গুরুর প্রয়োজন বাউল-সাধনায় খুব বেশী। গুরুই আসল সম্পদ, তিনি চিরদিন সাধককে সাধনপথে অগ্রসর করান। গুরু সামান্য ব্যক্তি নহেন, তিনি ঈশ্বরেরই প্রতিনিধি।

॥ ৩০-৪০ ॥ যোগ-সাধনার মধ্য দিয়া দেহ-মধ্য-স্থিত চন্দ্ররূপ মনের মানুষকে

ধরিতে হইবে। মানুষ অন্তরস্থিত আত্মা। তাঁহাকে সাধনপথে মিলনের মধ্য দিয়া পাইতে হইবে। তাহা সহজে সম্ভব নহে। কামনা বা প্রাপ্তির প্রত্যাশা লইয়া সাধনা করিলে পাওয়া যাইবে না; অহৈতুকী সাধনার দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া সম্ভব। নীর—অবিদ্যা, ক্ষীর—আনন্দময় অবস্থা। উভয়ের মিলনের মধ্য দিয়া তাঁহাকে পাওয়া যায়। চোর—কুপ্রবৃত্তি, চৌকিদার—জ্ঞান, পিতৃধন—দেহের বা জীবনের সম্পদ্। ত্রিবেণে—ত্রিবেণীতে, ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীর মিলনস্থলে। কোন্ সময় সাধনার শুভ যোগ আসে তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হয়। মীন—অচিন মানুষ। ভাটি উজান—দেহ-মধ্য-স্থিত দুইটি ধারা। সেই অচিন মানুষকে প্রেমের দ্বারা পাইতে হয়, সে প্রেম আনুষ্ঠানিক নহে। ছুরাত—সুরাত, রূপ, প্রকৃতি। শাস্ত্রগ্রন্থে তাঁহার পরিচয় নাই, গুরুর নির্দেশ মানিলে তাঁহার রূপ বা সৃষ্টির কারণের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাইবে।

॥ ৪১ ॥ নিজের সম্যক্ পরিচয় না পাইলে কাহারও মুক্তি নাই। বাহিরে খুঁজিতে গিয়া বিফল হইতে হইবে। যিনি আত্মারূপে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার স্বরূপ জানিতে হইলে সত্যোপলব্ধি হওয়া প্রয়োজন।

॥ ৪২-৫০ ॥ বাউল-সাধনার মূলতত্ত্ব এবং পরিচয় বিবৃত হইয়াছে। সাধনার ক্ষেত্রে সামান্য প্রলোভনে লুব্ধ হইলে মূল হারাইবে; প্রেমের মধ্য দিয়া মনের মানুষের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে। সমগ্র বিশ্বে যে লীলা চলিতেছে, দেহের মধ্যেও সেই লীলা। দেহকে বাউলগণ ব্রহ্মাণ্ড কল্পনা করিয়াছেন। দেহের মধ্যেই অচিন মানুষ বিরাজ করিতেছেন, আত্মোপলব্ধি হইলে তাঁহাকে পাওয়া যায়। মানবদেহকে সমগ্র বিশ্বের প্রতীক ভাবিয়াছেন, দেহকে অমূল্য গৌরব দিয়াছেন, ইহাই ভাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড-বাদ। পরম তত্ত্ব যে আত্মা বা সাঁই তিনি সহস্রদল পদ্মে, অচিন দেশে মহা-আনন্দময় লোকে বিরাজ করিতেছেন। সাধনার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হয়। আবাল গুদড়ি—তিলক ও ফোঁটা (কথ্যভাষায় ব্যবহৃত হয়)।

॥ ৫৩-৫৫ ॥ যথার্থ ভক্ত হইলেই ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি হয়। সামাজিক জাতির বিচার সেখানে অর্থহীন। একই চাঁদের আলোক যেমন জগৎ পরিব্যাপ্ত করে, তেমনি সৃষ্টির কারণ এবং মূল এক। কল'—কলহ। বাহিরের চিহ্ন দিয়া মানুষের মধ্যে যে কৃত্রিম ভেদ সৃষ্টি করা হয়, তাহা অর্থহীন।

॥ ৬১-৭০ ॥ প্রেম-সাধনায় সাধকের পক্ষে সাধন-মার্গ হইতে বিচ্যুত হওয়া অসম্ভব নয়, অটল নিষ্ঠা না থাকিলে কামনার দ্বারা বিচলিত হইয়া পথভ্রষ্ট

হইতে পারেন। শুদ্ধ রাগে—বিশুদ্ধ প্রেমে। বৈদিকে—নানা শাস্ত্রগ্রন্থোক্ত আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে। স্বরাগ—শুদ্ধপ্রেম-সাধনা। বাপের ধন—সার সম্পদ্। কামনা মাকাল ফলের মত আপাতসুন্দর, আপাতমধুর, তাহাতে লুব্ধ হইলে সাধন-পথ হইতে বিচ্যুত হইতে হইবে। কামনা এবং বিশুদ্ধ প্রেম একত্র মিশ্রিত, কামনা হইতে শুদ্ধ প্রেমকে গ্রহণ করিতে হইবে। শুদ্ধপ্রেম-রসিক হইলে প্রেম-সাধনায় নিগূঢ় অনুভূতির মধ্যে আত্মোপলব্ধি করিতে পারেন। চিনাল—যিনি চিনাইয়া দেন। ঢুকঢুকি—সন্দেহ। প্রলোভনের মধ্য দিয়া প্রলোভনকে জয় করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে হয়। একান্ত অনুরাগী ব্যতীত তাহা সম্ভব নয়। জ্যান্তে-মরা—নিগূঢ় অনুভূতিতে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত অবস্থা, সুফীগণ এই অবস্থাকে ফানা বলেন।

॥ ৯০ ॥ সমগ্র সৃষ্টির মূলে এক শক্তি এবং তিনি সর্বত্র বিরাজিত। নবী—অবতার, ভগবানের দূত। আলী—চতুর্থ খলিফা, নবী সাহেবের জামাতা, সুফীধর্মের প্রবর্তক। কলমা—লা ইলাহা ইল্লাল্লা ইত্যাদি শ্লোক। আরফিন—যিনি ভগবান্‌কে চিনেন।

॥ ৯৬-১০২ ॥ ফুল—দেহের অন্তরতম সত্তা যাহা সৃষ্টির মূল কারণ। অকৈতব—মিথ্যা নহে এমন, যথার্থ। দেল-দরিয়া—হৃদয়-সমুদ্র। নবী—অবতার, ঈশ্বরের দূত। মোকবুল—প্রিয়। রসুল বা রছুল—ঈশ্বরের দূত। সৃষ্টির মূলে যে ফুল তাহার স্বরূপ উপলব্ধি কঠিন সাধনা-সাপেক্ষ, গুরু ব্যতীত সম্ভব নহে। এই ফুলের জ্ঞান হইলে আত্মোপলব্ধি সম্ভব। তিরোধারা বা তিরধারা—তিন ধারা, ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীর মিলনস্থল মূলাধার (মতান্তরে মণিপুর)। মূলাধার হইতে উর্ধ্বে উঠিতে হইলে কঠিন সাধনার প্রয়োজন। প্রথম সৃষ্টির সময়ে সাঁই বা অন্তরতম আত্মা ডিম্বাকারে ভাসিতে ছিলেন। কুদরত—ঐশ্বরিক লীলা। নূর—ঈশ্বরের জ্যোতি, শক্তির সার।

॥ ১০৭ ॥ মানুষ-তত্ত্ব অর্থাৎ নিজের স্বরূপ উপলব্ধিই যাঁহার নিকট সত্য বলিয়া মনে হয় তিনি আর কোন তত্ত্বে বিশ্বাস করেন না। যিনি মানুষ-রতন চিনিয়াছেন, যাঁহার আত্মোপলব্ধি হইয়াছে তাঁহার নিকট নানা দেবদেবীর মূর্তিপূজা অথবা অন্য প্রকারের সাধনা অর্থহীন বলিয়া বোধ হয়। পেঁচো-পেঁচি—পুরুষ ও স্ত্রী অপদেবতা। আলাভোলা—আলেয়ার আলো। ফেঁও-ফেঁপি—নিম্নস্তরের লোক। ফেকসা—সারহীন। ভাকাভুকো—মিথ্যাকথা বলিয়া প্রতারণা। চটামারা—অত্যন্ত চঞ্চল।

॥ ১০৮ ॥ রূপ অর্থাৎ বাহিরের দেহ যাহা দেখা যায়, এই রূপের মধ্যে রূপাতীত যে সত্তা বর্তমান তাহাই স্বরূপ। বাউল-সাধনায় রূপ হইতে স্বরূপে উত্তীর্ণ হইতে হয়। দেহকে কেন্দ্র করিয়া দেহাতীত পরম সত্যের অন্তরতম আত্মাকে উপলব্ধি করিতে হয়। স্বরূপের সাধনা না করিয়া রূপকে দেখিলে সাধনা হয় না, আত্মপ্রবঞ্চনা করা হয়। সাধক স্বরূপ-শক্তির সাধনা করেন। রূপকে পরিত্যাগ করিলে হইবে না, রূপের মাধ্যমে স্বরূপকে উপলব্ধি করিতে হইবে।

॥ ১২১-২২ ॥ দেহ-মধ্য-স্থিত অন্তরতম আত্মা দ্বি-দল পদ্মে বিরাজ করেন। তাঁহার রূপ জ্যোতির্ময়, অন্য কোন রূপের সহিত তাঁহার তুলনা হয় না। দ্বি-দলে সহজ সু-রাগ রূপে তিনি পরিব্যাপ্ত। এই রূপ যিনি উপলব্ধি করিতে পারেন তিনিই সাধক, তাঁহার আর কোন শাস্ত্রগ্রন্থাদির প্রয়োজন নাই। সেই সহজ রাগের রসিক হইলেই ইহা জানা যায়। পাণ্ডিত্যের দ্বারা বা জ্ঞানের দ্বারা সেই অনুভূতি লভ্য নহে, অনুরাগে হৃদয়-সমুদ্রে ডুব দিলে অন্তরতম পরম সত্য উপলব্ধি করা যায়। সেই আন্তর সত্তা মানুষ-রূপ, তিনি মানবরূপে এই দেহ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইজন্য মানুষকে ভজনা করিলেই পরম সত্যকে পাওয়া যাইবে। দেহকে আশ্রয় করিয়া দেহাতীত সত্তা বিরাজ করিতেছেন, দেহের সহিত তাঁহার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। তিনি সৃষ্টির মূলীভূত কারণ, দেহ সেই মূল হইতে সৃষ্ট। দেহ হইতেছে রূপ এবং দেহ-মধ্য-স্থিত আত্মা স্বরূপ। মূল হইতে শাখার সৃষ্টি হইয়াছে, শাখা ধরিলে মূলকে অন্বেষণ করা যাইবে, সেইরূপ দেহ-রূপ অন্বেষণ করিলে পরম সত্তার স্বরূপ উপলব্ধি হইবে।

॥ ১২৩, ১২৫-২৬ ॥ সাধনার বিভিন্ন মার্গের পদ্ধতি এখানে বিবৃত হইয়াছে। সিদ্ধ যোগের দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না, মাধুর্য-পথে মুক্তি পাওয়া গেলেও সম্যক্ ঈশ্বরানুভূতি হয় না। শাক্ত-পথ, শৈব-পথ অথবা বৈরাগ্য-পথে আত্মোপলব্ধি হয় না, বৈধী ভক্তি বা আচারনিষ্ঠ পূজা-আরাধনা নিন্দনীয়। এইরূপ নানা পথের মধ্য হইতে সাধনার মূল পথটি গ্রহণ করিতে হইবে। দান-ব্রত, তপস্যা, যজ্ঞ সব কিছুই বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান, বাহ্য আরাধনা। তাহার দ্বারা অন্তরস্থিত সত্তার উপলব্ধি হয় না। হেতুভক্তি অর্থাৎ উদ্দেশ্য-প্রবণ আরাধনা কৈতব-প্রধান। সেই কামনামিশ্রিত ভক্তির দ্বারা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যায় না। বাসনার মালিন্যে উপলব্ধি হয় না। সাধনা করিতে হইলে অকৈতব অহৈতুকী ভক্তির পথে সাধন করা কর্তব্য। অধর মানুষকে পাইবার

জন্য বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন পথ অবলম্বন করে; বিভিন্ন মতের ফলে বিভিন্ন পথের সৃষ্টি। সাধনমার্গের এই বিভিন্নতার মধ্যেই আসল গ্রহণীয় পথ সন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে।

॥ ১৫৮-৫৯ ॥ সাধনার নিগূঢ়তম পদ্ধতির কথা এখানে বর্ণিত হইয়াছে। সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে নিজেকে ফানা করিয়া অধরে মিশাইতে হইবে। বাউল-সাধনা এবং সুফী-সাধনার মধ্যে সাদৃশ্য আছে। ফানা অর্থাৎ ব্যক্তির মানবীয় সত্তা এবং গুণাবলীর বিলয় সাধন করিয়া নিগূঢ় অনুভূতিতে আত্মবিস্মৃত হওয়ার অবস্থা। মানব-সত্তার সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া অধর অর্থাৎ সেই অন্তরতম আত্মা, অচিন মানুষের সহিত মিলিত হইতে হইবে। এইভাবে মানবীয় সত্তার সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন না করিতে পারিলে সাধনা আত্মপ্রবঞ্চনায় পর্যবসিত হইবে। কূপজল এবং গঙ্গাজল পৃথক্ হইলেও, মিশ্রিত হইলে যেমন একই সত্তায় বিলীন হয়, সেইরূপ মানবীয় সত্তার রূপ অন্তরতম সত্তার স্বরূপে বিলীন করিতে হইবে, সেই মিলনের মধ্যে মানবীয় সত্তার পৃথক্ কোনও অস্তিত্ব থাকিবে না। মুরশিদ—গুরু। নূরী—ঈশ্বর। গুরু ঐশ্বরিক গুণের অধিকারী কিন্তু ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়, পূর্ণ শক্তিমান্। এই দুই রূপ সম্পর্কে বিশেষ-ভাবে সচেতন থাকিতে হইবে। খোদ—স্ব, নিজ, ব্যক্তিসত্তা। ফানা হইতে হইলে খোদরূপ অর্থাৎ মানবীয় সত্তা ফানা করিয়া খোদা অর্থাৎ এক এবং অদ্বিতীয় ঐশ্বরিক সত্তায় বিলীন হইতে হইবে। ঈশ্বর-স্বরূপে এই অবস্থিতির নাম বাকা। এই মৃত্যু পার্থিব দেহের মৃত্যু নয়। জীবিত অবস্থাতে এই মানবীয় সত্তার মৃত্যুকে বাউলগণ 'জ্যান্তে মরা' (১৯০ নং পদ) বলিয়াছেন। এই ফানা অবস্থা না প্রাপ্ত হইলে সাধনা ব্যর্থ হইবে।

॥ ১৬০-৭৮ ॥ বৈষ্ণব-সাধনার মতই বাউল-সাধনা প্রেমমূলক সাধনা। শুদ্ধপ্রেম-রসিক ব্যতীত সেই সাধন-মার্গে সিদ্ধিলাভ করা যায় না। সেই শুদ্ধ সহজ প্রেম-সাধনা করা সহজ কথা নহে। আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা-রূপ কামরিপু মানব-প্রবৃত্তিগুলিকে উত্তেজিত করিয়া প্রলুব্ধ করিতে, পথভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করে। সেই প্রবৃত্তিকে জয় করিতে হইবে। রাধাকৃষ্ণের যে কামনা-কলুষহীন প্রেম তাহা অলৌকিক, অপার্থিব, উদ্দেশ্য-বাসনা বিবর্জিত। সেই অকৈতব প্রেম গুরুর আশ্রয় ব্যতীত সম্ভব নহে। গুরুর নির্দেশ না লইলে পথভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা অধিক। ব্রজের জলদ কালো গৌরাঙ্গ হ'লো—শ্রীকৃষ্ণ প্রেম আস্বাদনের জন্য হ্লাদিনী শক্তি রাধাকে পৃথক্ করিলেন এবং সেই প্রেম এক-

দেহে আস্বাদনের জন্য শ্রীচৈতন্য গৌরাঙ্গরূপে রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ হইয়া আবির্ভূত হইলেন। তিনি অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর। প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি হইলে আচার-অনুষ্ঠান অসার বলিয়া বোধ হইবে। কামরিপু যাহাতে পথভ্রষ্ট করিতে না পারে সে বিষয়ে সচেতন থাকিয়া কামগন্ধহীন প্রেম সাধন করিতে হইবে। শুদ্ধপ্রেম-সাধন সহজে হয় না। এই প্রেম-সাধনায় স্বয়ং ঈশ্বরকে নতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল, দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রেমে মজিয়া শ্মশানে-মশানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল, রূপ-সনাতনকে সর্বস্বত্যাগী ফকির হইতে হইয়াছিল। নিজের সর্বস্ব, সমস্ত অহমিকা ত্যাগ না করিতে পারিলে, ব্যক্তিসত্তা একেবারে বিলীন না করিতে পারিলে শুদ্ধপ্রেম-সাধন করা যায় না। রাধা কৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি, হ্লাদিনীর সার, মহাভাব-স্বরূপিণী। রাধার তুল্য প্রেমানুভব জীব করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের প্রেম আস্বাদন কেবল শ্রীরাধা করিতে পারেন। গোপীগণ শ্রীরাধার কায়ব্যূহ-স্বরূপ, শ্রীরাধার প্রেমে মাধুর্য ও বৈচিত্র্য দান করেন। জীব গোপীপ্রেমের অনুগামী হইতে পারে, শ্রীরাধার অনুগামী হইতে গেলে তাহার ধ্বংস অনিবার্য। সহজ শুদ্ধ প্রেমের স্বরূপ বুঝিতে হইবে। পার্থিব প্রেম পরিণামে শুভ ফল আনিতে পারে না। অতএব প্রেম-সাধনে সচেতন হইতে হইবে। শুদ্ধ প্রেম পরশ-মণির মত, তাহা হৃদয়কে সোনা করিয়া দেয়, চিত্তকে কাম-প্রবৃত্তি হইতে প্রেমের জ্যোতির্ময় লোকে উত্তরণ করিয়া দেয়।

॥ ১৯১ ॥ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আনন্দময় সত্তার রসাস্বাদন-বাসনা-সিদ্ধির মানসে ব্রজলীলায় স্বীয় হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং প্রেমের নানা স্তরের মধ্য দিয়া সেই বাসনা পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। সেখানে শক্তি এবং শক্তিমান্, আস্বাদ্য এবং আস্বাদক পৃথক্ ছিলেন, কিন্তু নবদ্বীপ-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের এই রসাস্বাদন-বাসনার পরিণতি দেখা যায়। নবদ্বীপ-লীলার বৈশিষ্ট্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ এখানে শ্রীরাধার মাদনাখ্য-মহাভাব অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার গৌর-অঙ্গ দ্বারা নিজের শ্যাম অঙ্গকে আচ্ছাদিত করিয়া অঙ্গের স্বতন্ত্রতা লোপ করিয়া উভয়ে মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছেন। শ্যামের গৌরাঙ্গ হইবার কারণ—'অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তি-শ্রিয়ম্।' পূর্বে যাহা কোনও অবতার-কর্তৃক অর্পিত হয় নাই, সেই উন্নত উজ্জ্বল রস (শৃঙ্গার-রস) পরিপুষ্ট ভক্তি-রস সাধারণকে অর্পণ করিবার জন্য তিনি করুণা করিয়া কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সাধারণ জীবের সহিত গৌরলীলার

সম্পর্ক বেশী, কারণ তাহার দ্বারা স্তরে স্তরে ব্রজলীলার আস্বাদন করা যায়।

॥ ২০১ ॥ দেহমধ্যস্থ অমৃত-জলের নদী অর্থাৎ ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষম্না নাড়ীর মিলনস্থল ত্রিবেণী মূলাধারে অন্তরতম সত্তা অচিন মানুষ মীনরূপে লীলা করিতেছেন। যোগ-সাধনার দ্বারা সেই অচিন মানুষকে উপলব্ধি করিতে হয়। এই অমৃত-জলের নদীর পরিচয় পাওয়া গেলে সাধনার পথে সাধক অগ্রসর হইবেন। আব-হায়াত—অমৃত-জল। জেন্দা—জীবিত। খান্দান—বংশ, পরিবার। মওলা—ঈশ্বর, মালিক।

॥ ২০২ ॥—ঈশ্বরের লীলা উপলব্ধি করা মানুষের জ্ঞানের বাহিরে। তিনি নিজে ঈশ্বর, অথচ মানুষরূপে তিনি ঈশ্বরকে ভজনা করেন। নিরাকার জ্যোতি হইতে আকারে এই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে। রসুল অথবা রছুল—ঈশ্বরের দূত, তিনি মানবের মধ্যে লীলা করিতেছেন। আত্মতত্ত্বের জ্ঞান যাহার হইয়াছে, আত্মোপলব্ধির দ্বারা সে নিজের স্বরূপ বুঝিতে পারে। নিরঞ্জন—ঈশ্বর, ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—নিষ্কলঙ্ক, পবিত্র।

॥ ২০৩ ॥ মদীনায় আসিয়া যিনি মুক্তির পথ দেখাইলেন তাঁহার স্বরূপ চিনিতে পারা কঠিন। নবী—অবতার, ঈশ্বরের দূত। তিনি নবী কি স্বয়ং ঈশ্বর তাহা আত্মোপলব্ধি হইলে জানা যাইবে। আহামদ—মহম্মদ, ঈশ্বরের অবতার। তিনি মানুষরূপে বিরাজ করিতেছেন, মানুষের সন্ধান অর্থাৎ আত্মোপলব্ধি হইলে তাঁহাকে জানা যাইবে। তরীক—সাধারণ অর্থে পথ।

॥ ২০৪ ॥ মদীনায় যে রসুল আসিয়াছিলেন, শাস্ত্রে আছে যে তিনি যদিও কায়ারূপ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহার দেহের কোন ছায়া ছিল না। তাঁহার কোন ছায়া নাই কিন্তু ত্রিভুবনে তাঁহার ছায়া, লীলা দেখা যায়। সেই রসুল ঈশ্বরের অবতার। ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান, অখণ্ড এক এবং অদ্বিতীয়। তাঁহার কোন অংশ নাই। লা-শরিকী—যাহার অংশীদার নাই।

॥ ২০৫ ॥ তরীকের নৌকায়—তরীকতের পদ্ধতিতে। এস্ক—প্রেম। ইসলাম ধর্মে চারিপ্রকার সাধন-পথের নির্দেশ আছে,—শরীয়ত, তরীকত, মারফত এবং হকীকত। শরীয়ত—ইসলাম ধর্মশাস্ত্রে বিশ্বাস এবং আনুষ্ঠানিক নিয়মাবলী পালন করিয়া কলমা, নামাজ, রোজা ইত্যাদি নানা আচার-অনুষ্ঠানের বিধি মানিয়া চলাই এই পথের নির্দেশ। তরীকত—ধর্মের বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানকে প্রাধান্য না দিয়া ব্যক্তিগত অনুভূতি ও উপলব্ধির দ্বারা ধর্মের মর্মার্থ উপলব্ধি

এবং আধ্যাত্মিক উন্নতিকে এই পথের মূল নির্দেশ বলিয়া ধরা হয়। এই পথে মুরশিদ বা গুরুর নিকট হইতে সাধনার দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ব্যক্তিগত অধ্যাত্ম-সাধনায় উপলব্ধি করিতে হয়। তরীকতের পথ বিশেষভাবে গুরুবাদী। সুফী-সাধনায় তরীকতের পথকে বিশেষভাবে মূল্য দেওয়া হইয়াছে। সুফীগণও বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানকে প্রাধান্য দেন না। বাউলদের সাধনার সহিত সুফীসাধনার সাদৃশ্য আছে, বাউলেরা তরীকতের পথকে অন্যতম পথ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। প্রেমের পথই তরীকতের পথ, ইহাতে আন্তর-উপলব্ধিই মুখ্য। মারফত—ঈশ্বরের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি এবং ব্যক্তিগত সত্তার বিলোপ-সাধন করিয়া ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করা এই পথের নির্দেশ। হকীকত—ঈশ্বরের প্রকৃত সত্তার উপলব্ধি এবং পরম আনন্দময় অনুভূতির মধ্য দিয়া ব্যক্তিগত সত্তার বিলয় করিয়া ভগবৎ-সত্তার সহিত একাত্মতা অনুভব এই পথের নির্দেশ। ধর্মসাধনায় এই চারিটি পর্যায়কে যথাক্রমে অনুসরণ করিতে হইবে। এখানে তরীকতের পদ্ধতিকে অনুসরণ করিতে বলা হইয়াছে।

॥ ২০৬ ॥ ঈশ্বর তাঁহার বাণী প্রচারের জন্য অবতারদিগকে জগতে পাঠাইয়াছেন। ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে হইলে নবী না চিনিলে হয় না। ঈশ্বরের উপলব্ধি করিতে হইলে আত্মোপলব্ধিই একমাত্র পথ। খোদ—নিজ। পারের কাণ্ডার অর্থাৎ যাঁহারা মানবের মুক্তির জন্য অবতীর্ণ হন তাঁহারা চার-যুগেই জীবিত অর্থাৎ লীলা করিয়াছেন, সেইজন্য তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের অবতার বলা হয়। চারযুগ—ইসলাম ধর্মের অবতার মহম্মদের পূর্বে তিনজন অবতার তিনটি ভাবধারার ধারকরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহারা ডেভিড, মোজেজ এবং খ্রীষ্ট। এই চারিজনের সময়কে চারযুগ বলা হইয়াছে। মরছনি <মুরশলীন অর্থাৎ অবতারবৃন্দ। ওফাৎ—মৃত্যু, লীলার অবসানে অবতার অবসর গ্রহণ করেন। তার পরের অবতার তখন অবতীর্ণ হন। অন্দর হায়াত—জীবিত। নেহাজ—সন্ধান। সেই নবীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মুক্তি পাইতে হইবে। দাওন <দামন—পোষাকের প্রান্ত। দাওন ধরা অর্থাৎ আশ্রয়-ভিক্ষা করা।

॥ ২০৭ ॥ সিনা—বক্ষঃস্থল, হৃদয় অর্থাৎ অন্তরের উপলব্ধি। সফিনা—পুস্তক, ধর্মশাস্ত্র অর্থাৎ বাহ্য আনুষ্ঠানিক বিধি।

॥ ২০৮ ॥ নবুওত—অবতার-তত্ত্ব। বেলায়েত—ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব। নবুওত এবং বেলায়েতের পার্থক্য এই যে নবুওত হইতেছে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ অবতারত্ব, যেমন নবী, রসুল; কিন্তু বেলায়েত হইতেছে ঈশ্বরের পরোক্ষ

প্রতিনিধিত্ব, যেমন পীর। সরপোষ—ঢাকনা। শরীয়তকে বাহ্যিক আবরণ বলা যায়, যাহার অভ্যন্তরে মারফতরূপ বস্তু নিহিত। লালন শরীয়ত-রূপ আবরণ গ্রহণ না করিয়া মারফত-রূপ বস্তু ভিক্ষা করিতেছেন।

॥ ২১১ ॥ জাহের—ব্যক্ত পথ, ইহা শরীয়তের অন্তর্গত, বাহ্য আচার-অনুষ্ঠান এই পথের নির্দেশ। বাতন—অব্যক্ত পথ অর্থাৎ আধ্যাত্মিক উপলব্ধির পথ, ইহা মারফত ইত্যাদির অন্তর্গত। চার ইয়ার—চারিজন বন্ধু, (খলিফা) হজরত আবুবকর, হজরত ওমর, হজরত ওসমান এবং হজরত আলি। চারিমতে—ইসলাম ধর্মে চারিটি ধর্মমত আছে—হানিফী, হাম্বলী, শাফী এবং মালেকী। নবী ব্যক্ত (শরীয়ত) এবং গুপ্ত (মারফত) পথ যোগ্য ব্যক্তি দেখিয়া নির্দেশ দিতেছেন, রোজা নামাজ ইত্যাদি শরীয়তের পথে বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানের পথ কিন্তু গুপ্ত অর্থাৎ মারফতের পথে ইহা ব্যতীত ভক্তি এবং উপলব্ধির প্রয়োজন।

॥ ২১৪ ॥ বরজখ—মৃত্যুর পরে স্বর্গ বা নরকে যাইবার পূর্বে আত্মাদিগের থাকিবার স্থান। ইহা মর্ত্য এবং স্বর্গ বা নরকের মধ্যবর্তী স্থান। মুরশিদ বা গুরুকেও সময় সময় বরজখ বলা হইয়া থাকে, কারণ গুরু ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যবর্তী থাকিয়া আধ্যাত্মিক সংযোগ সাধন করেন। সুন্নত—নামাজের একটি পাঠ্য অংশ। নফল—নামাজের অন্য একটি অংশ, পাঠ ইচ্ছাধীন। রেকাত—নামাজের একটি বিভাগ। আত্মা হিয়াত—নামাজের একটি শ্লোক। রুকু—নামাজের একটি রীতি। সালাম—নামাজের সমাপ্তির একটি রীতি। হুকুম সাদের করা—আদেশ করা। এমাম—যিনি নামাজ পড়ান। ইস্তিন্দা—দাঁড়ান।

॥ ২১৫-১৭ ॥ কেবল মাত্র শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্তি পাওয়া যাইবে না। কোন্ হরফের কি নিগূঢ় তত্ত্ব আছে তাহা বিশেষ সন্ধান করিয়া জানিতে হইবে। মন্থরায়—মন অথবা দেহ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মহম্মদ, যিনি ঈশ্বরের পূর্ণাবতার, তাঁহার অপর নাম আহামদ। আহামদ নাম লিখিতে হইলে আরবীতে চারিটি অক্ষর প্রয়োজন হয়—আলেফ, হে, মীম এবং দাল। তাহার মধ্য হইতে মীম অর্থাৎ ম বাদ দিলে হয় আহাদ, এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বর। নফি করা—বাদ দেওয়া। আহামদ হইতে মীম বাদ দিলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। মহম্মদের মধ্যেই ঈশ্বর বিরাজ করিতেছেন, কেবল মীম-এর অন্তরালে রহিয়াছেন। সেই নিরাকার ঈশ্বরকে ভজনা করিবার পূর্বে সাকার মহম্মদের পরিচয় জানিলেই ঈশ্বরোপলব্ধি হয়। ছেফাত<সেফাত—ঈশ্বরের গুণ, attributes; সাধকগণ ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন, বাহ্য

আচার-অনুষ্ঠানে বিশ্বাসী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত সেই তত্ত্ব উপলব্ধি না করিতে পারিয়া বিভ্রান্ত করেন। যেমন সূক্ষ্ম বস্তুর অন্তরালে বৃহৎ বস্তু অনেক সময় দেখা যায় না, তেমনি কেবল একটি অক্ষর মীম-এর অন্তরালে আহামদের মধ্যে আহাদ অর্থাৎ ঈশ্বর লুক্কায়িত। মূলতঃ উভয়ে একই। সাকার মহম্মদকে ভজনা করিলে নিরাকার ঈশ্বরের ভজনা করা হয়। ছেজদা—মাথা নোয়াইয়া নামাজ পড়ার একটি বিশেষ রীতি। খোদা নিরাকার বলিয়া সাধনা প্রচার করিবার জন্য আকার ধারণ করিয়া ওলি (ওয়ালি)-রূপ অর্থাৎ পীররূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। দাহিরি—নাস্তিক, অবিশ্বাসী।

॥ ২১৮ ॥ জেকার—ঈশ্বরের নাম বার বার ডাকা।

॥ ২২০-২১ ॥ সাধনা করিতে হইলে দৈহিক মৃত্যুর পূর্বেই মৃত হইতে হইবে। ইহা 'জ্যান্তে মরা' অথবা ফানা অবস্থা। অনুভূতির তীব্রতা এবং উপলব্ধির গভীরতায় ব্যক্তি-সত্তার বিলয়-সাধন করা এই মৃত্যু বা ফানা অবস্থা। যে পর্যন্ত এইভাবে ব্যক্তি-সত্তার বিলয়-সাধন না করা যায় সে পর্যন্ত সাধনায় সফল হওয়া যায় না। হুদন—to be, অস্তিত্ব, ব্যক্তি-সত্তা। খানকা—পীর সাহেবের পবিত্র স্থান। তাজ—মুকুট। রূহ্—আত্মা। সিঙ্গার—সাজান। জানাজা—কবর দানের জন্য মৃতদেহ লইয়া শোভাযাত্রা। ব্যক্তি-সত্তার অস্তিত্বের বিলয়-সাধন করিয়া মৃত অবস্থায় থাকিতে হয়। এই মৃত (non-existing) আত্মা (existence)-কে কবর দিতে হইলে ঈশ্বরের অস্তিত্বের মধ্যেই তাহার স্থান। তাহা কথায় অথবা শাস্ত্রীয় আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মের দ্বারা হয় না, হৃদয়ের গভীরতম উপলব্ধিতেই হইতে পারে। হাল—অন্তর্জীবনের আধ্যাত্মিক অবস্থা। জেন্দা—জীবিত। মরন্দার—মৃত। সরহাদ—সীমা।

॥ ২২২-২৩ ॥ লাকুম—'তোমাদেরই জন্য' (কোরাণের একটি বাণী)। শ্লোকটি এই—"আকমাল তো লাকুম দি নাকুম" ইত্যাদি। এখানে লামোকাম হইতে পারে। লামোকাম অথবা লামোকান অর্থাৎ non-space। বিশ্বাস যে খোদা লামোকামে বিরাজ করেন। ইহা কোন স্বর্গ বা স্থানের নাম নয়। নূরী—জ্যোতির্ময় পুরুষ, ঈশ্বর। পাঞ্জাতন—পাঁচজন অর্থাৎ মহম্মদ, আলি, ফতিমা, হাসান এবং হোসেন। সোব্‌হান—ঈশ্বর। বরকত—ঈশ্বরের আশীর্বাদ।

॥ ২২৪ ॥ খাক অর্থাৎ মাটি বা ধুলার দ্বারা এই দেহ-পিঞ্জর গঠিত হইয়াছে। এই দেহ-পিঞ্জরে বিরাজিত অন্তরতম সত্তা-রূপ যে শুক পাখি তাহার স্বরূপ সহজে উপলব্ধি করা যায় না। আব—জল। মাটি এবং জল দিয়া দেহ

নির্মিত, আতস অর্থাৎ আগুনে তাহা স্থায়ী করা হইয়াছে এবং তাহার মধ্যে পবন বিরাজ করিতেছে। যোগশাস্ত্রে আছে রেচক, পূরক এবং কুম্ভকের দ্বারা নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়। যোগ সাধনার ইহা একটি অবশ্য-করণীয় রীতি। ইসলাম ধর্মেও এক নিশ্বাসে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লা' জপ করিবার রীতি আছে। বিশ্বাস আছে যে সৃষ্টির মৌলিক উপাদান (element) চারিটি—মাটি, জল, আগুন এবং হাওয়া।

॥ ২২৬-২৭ ॥ নূর—ঈশ্বরের জ্যোতি, শক্তির essense। এই জ্যোতি ঈশ্বরকে ঘিরিয়া আছে, তিনি জ্যোতির্ময়। সৃষ্টির মূলে এই নূর, নূর হইতে নবী অর্থাৎ ঈশ্বরের অবতারের সৃষ্টি। নূরের জ্যোতিতে মানুষের সাধনার পরমতম যে সত্তা তিনি জ্যোতির্ময়। মকাম—স্থান। মঞ্জিল—গন্তব্যস্থল। এই নূরের আলো নিভিলে, সাধনপথে মনের মানুষকে উপলব্ধি না করিলে জীবন ব্যর্থ হইয়া যাইবে। দেহ-পিঞ্জর পরম সার্থকতা হইতে বঞ্চিত হইবে। সেফাত—ঈশ্বরের গুণ, attributes। যদি জীবনের শেষে পরম সার্থকতা লাভ করিতে হয়, ঈশ্বরের সত্তার সহিত একাত্ম হইতে হয়, তবে ঠিকমত গুরুর নির্দেশে সেই নূরের সাধনা করিতে হইবে। সাধনার শ্রেষ্ঠতম ফল হইতেছে ব্যক্তি-সত্তার ধ্বংস-সাধন (ফানা) এবং ঈশ্বরের স্বরূপে অবস্থিতি (বাকা)। বাকা অর্থ জীবিত থাকা। ঈশ্বরের সহিত একাত্মতা বোধ করিলে ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবস্থিতি হয়, ইহাই জীবিত অবস্থা। চার করণ—চারিপ্রকারের সাধনার স্তর। প্রথম স্তর—ফানা ফিস শেখ অর্থাৎ গুরুর মধ্যে বিলীন হওয়া, দ্বিতীয় স্তর—ফানা ফের রসুল অর্থাৎ ঈশ্বরের অবতারের মধ্যে বিলীন হওয়া, তৃতীয় স্তর—ফানা ফিল আল্লা অর্থাৎ ঈশ্বরের মধ্যে বিলীন হওয়া এবং চতুর্থ ও সর্বোচ্চ স্তর হইতেছে বকাবিল্লা অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত একাত্ম হইয়া ঈশ্বরত্ব গুণ প্রাপ্ত হওয়া। এই স্তরে সাধকের স্বতন্ত্র কোনও অস্তিত্ব থাকে না, তাহা ঐশ্বরিক সত্তায় বিলীন হয়। ঐশ্বরিক সত্তার মধ্যে অবস্থিতিকে বাকা বলা হয়। সাধনার পথে এই চারিটি স্তর অতিক্রম করিতে হয়। ২৩৬ এবং ২৩৭ নং পদে এই ফানার সাধনার কথা বিবৃত হইয়াছে।

॥ ২৩৩-৩৪ ॥ সেই অচিন মানুষকে শরীয়তের মোনাজাতে অর্থাৎ প্রার্থনায় পাওয়া যায় না, মারফত অর্থাৎ আত্মোপলব্ধির দ্বারাই সম্ভব। বেতালিম—শিক্ষা ব্যতিরেকে, কোন প্রকার শাস্ত্রজ্ঞান গ্রহণ না করিয়া। দস্তগীর—যিনি হাত ধরিয়া লইয়া যান অর্থাৎ সাহায্য করেন। পীরের পীর

বা মুরশিদের মুরশিদ সেই অচিন মানুষকে গুরু ব্যতীত সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। সেই তত্ত্ব না জানিয়া শাস্ত্রজ্ঞান মূল্যহীন।

২৩৬ এবং ২৩৭ নং পদের জন্য ২২৬-২২৭ নং পদের অর্থ-সংকেত দ্রষ্টব্য।

॥ ২৩৮ ॥ ইল্লীন—পুণ্যাত্মার শেষ বিচারের অপেক্ষায় স্বর্গে যাইবার পূর্বে অবস্থিতির স্থান। সিজ্জীন—পাপাত্মার শেষ বিচারের অপেক্ষায় অবস্থিতির স্থান।

॥ ২৩৯ ॥ আলম—পৃথিবী।

॥ ২৪০ ॥ দুইটি নূরের যে তত্ত্ব তাহা জানা উচিত। সাকার নবী এবং নিরাকার খোদা, তাঁহাদের স্বরূপ জানিতে হইবে। নবী সাকারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সুতরাং তাঁহার জ্যোতিঃপ্রভা দেখিতে পাওয়া সম্ভব, কিন্তু নিরাকার খোদার জ্যোতিঃপ্রভা কিরূপে দেখা যাইতে পারে তাহা সাধনার বিষয়। ঈশ্বর স্বরূপ-আকারে আছেন, তাঁহার স্বরূপ জানিতে হইলে নূরের উপলব্ধি করিতে হইবে। জাত—ঈশ্বরের স্বরূপ। ঈশ্বরের নির্গুণ স্বরূপ-অস্তিত্ব ঈশ্বরেই ছিল তাহা কিরূপে গুণের আকারে প্রকাশিত হইল।

॥ ২৪১ ॥ আরস বারি—ঈশ্বরের স্থান।

॥ ২৪২-৪৩ ॥ কুতিকর্মা অর্থাৎ ঈশ্বরের লীলা উপলব্ধি করা কঠিন। ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের অবতার, যিনি পৃথিবীতে আসিয়াছেন, উভয়েই এক। সৃষ্টির কারণেই তাঁহার এক দেহ দুই দেহরূপে দেখা দিয়াছে। আহাদ অর্থাৎ ঈশ্বর এবং আহামদ অর্থাৎ পূর্ণাবতার মহম্মদ মূলতঃ একই। একটি অক্ষর, মীম-এর আবরণে ঈশ্বর পূর্ণাবতাররূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সয়াল<সইয়াল—তরল fluid। আদম তন—মানব-আকার দেহ।

॥ ২৪৭-৪৮ ॥ আই—আয়ু। আমাবতি—মৃত্যুসমূহ। মওত—মৃত্যু, বহুবচন আমাবত। মানুষের প্রতি মুহূর্তেই মৃত্যু হয় এবং সে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। এক মুহূর্তের পূর্বেকার আমি পরবর্তী মুহূর্তের আমি নয়। দৈহিক মৃত্যুর আগেই যে মরিতে পারে, ফানা-অবস্থায় ঈশ্বর-সত্তায় বিলীন হয়, সেই সাধক। মৃত্যুকে না গ্রহণ করিলে জীবিত থাকা সম্ভব নয়, জীবনের আয়ু শেষ হইয়া যাইবে। জেন্দেগি—জীবন। হায়াত—জীবন। মওত—মৃত্যু।

॥ ২৪৯ ॥ মকরউল্লা—ঐন্দ্রজালিক। মকর—ইন্দ্রজাল, ম্যাজিক। ঈশ্বরের ইন্দ্রজাল-বিদ্যা সাধারণ বুদ্ধির অগোচর। আহাদই আহামদ হয়, কেবল মীম হরফটির অন্তরালে এই গুপ্ত তথ্য লুক্কায়িত আছে। কেবল মীম হরফটির জন্য

নিরাকার ঈশ্বর সাকারে আহামদ অর্থাৎ মহম্মদরূপে পৃথক্ হইয়াছেন। জুদা—পৃথক্। কুলহো আল্লা—ঈশ্বর এক।

॥ ২৫১-৫২ ॥ শুভা—অবিশ্বাস, সন্দেহ। মুরিদ—শিষ্য, ভক্ত; বে-মুরিদ—ভক্তিহীন। এবাদৎ এবং বন্দেগী—উপাসনা, আরাধনা। ওলি (ওয়ালি)—পীর। মেহের—স্নেহ। রুহু—আত্মা। সুরাত—রূপ। খোদ—self, ব্যক্তি-সত্তা। ঈশ্বর তাঁহার স্ব-রূপে মানব সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি নিরাকার হইলেও তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে।

॥ ২৫৪ ॥ কালুল্লা—ঈশ্বরের বাণী। আনাল হক—আমিই ঈশ্বর, অর্থাৎ মানুষের মধ্যে ঈশ্বরই লীলা করিতেছেন। প্রত্যেক মানুষ ঈশ্বরের লীলার সাকার প্রকাশ। লায়লাহা—there is no God. কিন্তু ইল্লেল্লা—there is God. Negation অর্থাৎ নাস্তিত্ব হইতে অস্তিত্বে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। মানব-দেহ ঈশ্বরের লীলা নহে, আত্মাই ঈশ্বরের লীলা। দেহ এবং আত্মার ইহা অসঙ্গতি নহে, সমন্বয়; দুই একত্রে না থাকিলে সাকারে প্রকাশ হইতে পারিত না।

॥ ২৫৫ ॥ ব্যক্তি-সত্তার যে অস্তিত্ব, যাহাকে আমি বলা হয়, তাহা উপলব্ধি করিলেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যায়। 'আমি' 'আমি' বলিলেই সেই আমিকে প্রকাশ করা যায় না। যাহাকে সাধারণভাবে 'আমি' বলা হয় তাহা আমির প্রতিভাস মাত্র। যখন কোনও সৃষ্টি হয় নাই তখন যে এক, অদ্বিতীয়, সর্বব্যাপী, অখণ্ড সত্তা বিরাজিত ছিলেন, তিনি মূল আমি অর্থাৎ অস্তিত্ব। সেই নিরাকার অখণ্ড সত্তা হইতে এই পৃথিবীর সৃষ্টি, সমগ্র জীবের সৃষ্টি। মনছুর হাল্লাজ সেই আমি বা অস্তিত্বকেই সত্য বলিয়া বলিয়াছিলেন। শরীয়ত বা আনুষ্ঠানিক বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়াতে সেই উপলব্ধি সম্ভব নহে। মনছুর (মনসুর) হাল্লাজ (৮৫৪-৯২২ খ্রীষ্টাব্দ) একজন সুফী সাধক ছিলেন। শরীয়ত-বিরোধী ছিলেন বলিয়া শরীয়তী মুসলমানগণ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করে এবং দণ্ডের নামে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। তাঁহার উপলব্ধি ছিল 'আনাল হক', অর্থাৎ আমিই ঈশ্বর। এই মানব-দেহ ঈশ্বরেরই লীলার প্রকাশ। নিরাকার ঈশ্বর মানবের মধ্যেই প্রকাশিত, মানব এবং ঈশ্বর একাত্ম। ঈশ্বর নিজেকে ভালবাসিয়া প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করিবার জন্য তাঁহার অনুরূপ দেহ সৃষ্টি করিলেন এবং ঈশ্বরের সমস্ত গুণ তাহার মধ্যে রূপায়িত করিলেন। মানব-রূপে তিনি নিজ প্রেম আস্বাদন করিলেন। মানব-রূপে তিনিই বিরাজিত। মানব মাত্রেই

ঈশ্বরের অভিব্যক্তি। কুম বেইজনি—rise by my order. কুম বেয়েজনিল্লা —rise by the order of God. অস্তিত্ব এবং ঈশ্বর এই দুই লীলার জন্য দুই ভাবে প্রকাশিত কিন্তু মৌলিক ভাবে দুই-ই এক। একই সঙ্গে ইহা এক এবং দুই, ভেদ আছে এবং অভেদও আছে। শক্তি এবং শক্তিমান্ যেমন অভিন্নও বটে এবং ভিন্নও বটে, তেমনি সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তা একই সঙ্গে অভিন্ন এবং ভিন্ন। হীলা—excuse। লালন বলিতেছেন এই তত্ত্ব তাঁহার নহে, গুরুর আদেশ। তিনি নিমিত্ত মাত্র।

॥ ২৫৯ ॥ এই পৃথিবীতে সিনা অর্থাৎ অন্তরের যে সত্য যে নিগূঢ় তত্ত্ব তাহা মুরশিদ বা গুরুর নিকট জানিতে হইবে। অন্তরের যে তত্ত্ব তাহা অন্তরে উপলব্ধি করিতে হইবে এবং সফিনা বা ধর্মশাস্ত্রের যে তত্ত্ব তাহা শাস্ত্র-অনুযায়ী মানিয়া চলিতে হইবে। যাহার যেরূপ অনুসরণীয় বলিয়া বোধ হইবে সেইরূপ পথই সে গ্রহণ করিবে। নাদান—বুদ্ধিহীন। বুদ্ধিহীন ব্যক্তিগণ শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিয়া যে পথভ্রষ্ট হইত, মনসুর হাল্লাজের উপর অত্যাচার তাহার প্রমাণ। তফসীর হোসেনী—কোরাণের একটি বিখ্যাত ব্যাখ্যার গ্রন্থ। মসনবী—মওলানা রুমী লিখিত ফারসী ভাষায় আধ্যাত্মিক কাব্য। রুমী সুফী সাধক ছিলেন।

॥ ২৬৩ ॥ আওজবেল্লা—ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতেছে। (কোরানের একটি শ্লোক)। লানতুল্লা—ঈশ্বরের অভিশাপ।

॥ ২৬৪ ॥ মহাপীর আয়েন—নবীর নির্দেশ। মকাত্তেয়াৎ হরফ—কোরানের মধ্যে অনেক পৃথক্ অক্ষর আছে যাহার কোন অর্থ সাধারণ লোকে করিতে পারে না।

॥ ২৬৫ ॥ দায়েমী—চিরন্তন। আখেরি—শেষ। মাশুক—প্রিয়। আশক—প্রেমিক। সালেক—আচারনিষ্ঠ ফকির। মজ্জূব—যিনি ঈশ্বর-প্রেমে পাগল। দেওয়ানা—পাগল। ফরজ—অবশ্য-কর্তব্য।

॥ ২৬৬॥ ছেজদা—নামাজের একটি রীতি। আয়েৎ—শ্লোক বা শ্লোকের অংশ। ওফাৎ—মৃত্যু।

॥ ২৬৭ ॥ নফস আল্লা নফস নবী—ঈশ্বরের অস্তিত্বই নবীর অস্তিত্ব। ফরমান—নির্দেশ।

॥ ২৬৯ ॥ আব্বল—আদি। বাতিন—গুপ্ত। জাহের—ব্যক্ত। ফাজিল—পণ্ডিত। রব্বানা—উপাস্য, ঈশ্বর।

॥ ২৭০ ॥ পয়দা—সৃষ্টি। জুদা—পৃথক্। বেনিয়াজ—নিরাসক্ত।

॥ ২৭২ ॥ সয়াল—তরল। কুদরতি—লীলা।

॥ ২৭৩ ॥ ঈশ্বরের লীলা মানবের বুদ্ধির অগম্য। ঈশ্বরই মানব-দেহে তাঁহার লীলা প্রকাশ করিতেছেন। নিজের ব্যক্তি-সত্তাকে চিনিলে, আত্মোপলব্ধি হইলেই, ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। মানুষ ঈশ্বরের লীলার প্রকাশ বলিয়া মানুষের অন্তর-স্বরূপ এবং ঈশ্বরের স্বরূপ একই। আত্মোপলব্ধির অর্থ কি তাহা বুঝিতে হইবে। মান আরাফা নফসহু—যে নিজেকে চিনিল। শ্লোকটি হইতেছে—মান আরাফা নফসহু, ফকদ্ আরাফা রব্বহু, অর্থাৎ যে নিজেকে চিনিল সে ঈশ্বরকে চিনিল।

॥ ২৭৭ ॥ মওলা—ঈশ্বর। দাহিরে—অবিশ্বাসী। রোজ-কেয়ামত—মহা-প্রলয়ের পরে নূতন সৃষ্টির দিন। ইল্লীন—পুণ্যাত্মার স্বর্গে যাইবার পূর্বে থাকিবার স্থান। সিজ্জীন—পাপাত্মার নরকে যাইবার পূর্বে থাকিবার স্থান। এরাফ—স্বর্গ ও নরকের মধ্যবর্তী স্থান। মওত—মৃত্যু।

॥ ২৭৮ ॥ দরমিয়ান—মাঝামাঝি।

॥ ২৭৯ ॥ বরজখ—স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যবর্তী স্থান বিশেষ। শেষ বিচারের অপেক্ষায় আত্মারা এইখানে বাস করে। গুরুকেও বরজখ বলা হয়, গুরু ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সংযোগ সাধন করিতেছেন।

॥ ২৮১ ॥ সুরাত—রূপ, পয়দা—সৃষ্টি। নূর—ঈশ্বরের জ্যোতি, যাহা হইতে এই বিশ্বের, জীবের সৃষ্টি।

॥ ২৮৩ ॥ আরফান—ধর্ম বা পূজার প্রাথমিক রীতি। আহকাম—নির্দেশ। সালেকি—যে ফকির আচার-নিয়ম মানিয়া চলেন। মজ্জুব—ঈশ্বর-প্রেমে পাগল হইয়া যিনি ধর্মের আচার মানেন না।

॥ ২৮৪ ॥ আব্বল—আদি। বিসমিল্লা—ঈশ্বরের নাম লইয়া আরম্ভ করা। আদম—মানুষ। জুদা—পৃথক্। ছেজদা—নামাজের একটি বিশেষ রীতি।

॥ ২৮৫ ॥ ফেরেস্তা—দেবদূত। আদম সফি—আদি নবী আদমকে সফিউল্লা বলা হইত। আজাজীল—শয়তান।

॥ ২৮৭ ॥ আদম—মানুষ। কালেবে—দেহে। তন—দেহ। আব—জল। খাক—মাটি। আতস—আগুন। বাদ—বায়ু। জান মালেক—কর্তা। বিশ্বাস আছে যে সৃষ্টির মৌলিক উপাদান চারিটি—জল, মাটি, আগুন ও হাওয়া। দেহ-রূপ গৃহও এই চারিটি উপাদানে সৃষ্ট, কিন্তু এই ঘরের অর্থাৎ দেহের কর্তা

কে তাঁহাকে চিনিতে পারিলে অর্থাৎ দেহের মধ্যে যে অচিন মানুষ বিরাজ করিতেছেন তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিলে সব অজ্ঞানতা দূরীভূত হইবে।

॥ ২৮৮ ॥ ইমান—বিশ্বাস। পোক্ত—দৃঢ়। মকবুল—গৃহীত। ইবলীস—শয়তান।

॥ ২৯০ ॥ লায়লাহা—There is no God. সেইজন্য ইহা নফি অর্থাৎ negation. ইল্লাহা—But there is God. অর্থাৎ অস্তিত্ব স্বীকৃত। এসবাত—অস্তিত্ব। এবাদতুল্লা—ঈশ্বর-ভক্তি। লা-শরীক—যাঁহার কোনও অংশীদার নাই, ঈশ্বর। জেকের—ভজনা করা। বজলুল্লা—ঈশ্বরের কৃপা।

॥ ২৯১ ॥ মরাকেবা—চক্ষু বন্ধ করিয়া একাগ্রচিত্তে চিন্তা করা। মশাহেদা—দর্শন প্রাপ্ত হওয়া। রোশনি—আলোকিত, উজ্জ্বল। আরফান—ধর্ম বা পূজার রীতি। আহকাম—নির্দেশ।

॥ ২৯২ ॥ বেলায়েত—ঈশ্বরের পরোক্ষ দূত অর্থাৎ পীরের কাজ। নবুওত—ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ দূত অর্থাৎ মহম্মদের এবং অন্যান্য নবীর কাজ।

॥ ২৯৩ ॥ ঈশ্বর এবং গুরু এই দুইদিকেই নজর ঠিক রাখিতে হইবে। খোদা ব্যতীত কাহাকেও ছেজদা করিতে নাই, কিন্তু মুরশিদ বা গুরু বরজখের মত ঈশ্বর এবং মানবের মধ্যে রহিয়াছেন, ঈশ্বরকে ছেজদা করিবার সময় মুরশিদের উপর নজর যায়। এই দুই রূপ (খোদা এবং মুরশিদ) ঠিক রাখিতে হইবে। ঈশ্বরোপলব্ধি এবং গুরুর নির্দেশ দুইদিকে সমানভাবে দৃষ্টি রাখিয়া সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

॥ ২৯৬ ॥ ওহাদানিয়েৎ—oneness of God, ঈশ্বরের একত্ব এবং অদ্বিতীয়ত্ব। রাহা—পথ। চারি রাহা—শরীয়ত, তরীকত, মারফত এবং হকীকত। মকবুল—প্রিয়। উল—রূপ, সীমা।

॥ ২৯৭ ॥ জেয়ারত—দর্শন করা।

॥ ২৯৮ ॥ মকরউল্লা—ঐন্দ্রজালিক। এরফানি কেতাব—যে গ্রন্থের মধ্যে ঈশ্বরোপলব্ধির কথা আছে। নুক্তা—বিন্দু, dot। এলেম লাদুন্নি—knowledge through intuition, God-given knowledge। যাঁহার আত্মোপলব্ধি হইয়াছে সর্বপ্রকার তত্ত্বই তিনি বুঝিতে পারেন।

॥ ৩০০-৩০৯ ॥ পূর্ণশক্তিমান সচ্চিদানন্দময় অনন্ত-স্বরূপই শ্রীকৃষ্ণ। তিনি অনন্ত শক্তির পূর্ণতম বিকাশ। তাঁহার এই শক্তির প্রকাশ তিন ভাবে—সৎ,

চিৎ এবং আনন্দ। তিনি স্বয়ং আনন্দ-স্বরূপকে আস্বাদন করিবার নিমিত্ত স্বরূপ শক্তি হ্লাদিনীর সার শ্রীরাধাকে সৃষ্টি করিয়া ব্রজলীলা করিয়াছিলেন। রসের এবং ভাবের নানা স্তরের মধ্য দিয়া তিনি মাধুর্য-রসের সম্যক্ পরিপুষ্ট আস্বাদন করিয়াছিলেন। ব্রজলীলায় যে রসসিদ্ধি তিনি আরম্ভ করেন তাহার পরিণতি নবদ্বীপ-লীলায়। নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধা একত্ব প্রাপ্ত হইয়া রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হইলেন। এখানে এক দেহে মাধুর্য-রসের আস্বাদন করিলেন এবং জীব-সমাজে সেই অলৌকিক রস বিতরণ করিয়া জীব-সমাজকে মুক্তি দান করিলেন। ব্রজলীলার সেই ঐশ্বর্যভাব নবদ্বীপ-লীলায় নাই। শ্রীচৈতন্য এক দেহে রাধা এবং কৃষ্ণের লীলা আস্বাদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যরূপে তাঁহার ঐশ্বর্যভাব নাই, অতি সাধারণ লৌকিক ভাবেই তিনি এক দিব্য যুগের প্রবর্তন করিয়াছেন। যুগে যুগে তিনি এক এক ভাবে লীলা প্রকাশ করিয়াছেন, সব লীলার পরিণতি তিনি গৌরাঙ্গ-লীলায় প্রকট করিয়াছেন। কোন আচার-আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি তিনি গ্রহণ করেন নাই, যে সন্ন্যাস বেশ তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন নিত্যানন্দ তাহা ত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন। এক নূতনভাবে তাঁহার লীলা প্রকাশিত হইল। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার পরিণতি নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য-লীলার তত্ত্ব সম্যক্-ভাবে অবহিত হইতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ নিজের প্রেমভাব আস্বাদনের জন্য ব্রজপুরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনিই কলিযুগে শ্রীচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হইলেন। তিনটি মিলে—শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈত আচার্য। শ্রীকৃষ্ণই লীলা-প্রচারার্থ পৃথিবীতে চৈতন্য-অবতার-রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, তিনি রাধা-ভাবে ভাবিত হইয়া কৃষ্ণপ্রেমে পাগল, তাঁহার রাজবেশ আর এখন নাই, এখন তিনি সাধারণ মানুষের মত। ব্রহ্মাণ্ডের সকলে যে শ্রীকৃষ্ণকে পাইতে কামনা করে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই আবার কামনা করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণেরও কাম্য বস্তু আছে, ইহা বিস্ময়ের বিষয়। শ্রীচৈতন্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু সেই শ্রীকৃষ্ণই শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে মগ্ন, এ এক বিচিত্র লীলা। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজধামে সুখেই ছিলেন, কিন্তু তিনি সেই জীবন ত্যাগ করিয়া নদীয়াতে আসিয়াছেন ত্যাগীর বেশে, ব্রজের সে ভাব এখন আর তাঁহার নাই। তিনি নিজেই শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে মত্ত হইয়া কৌপীন সার করিয়াছেন, বেদবিধি-বহির্ভূত এক নূতন ভাবধারা নদীয়াতে প্রচার

করিয়াছেন। যিনি ব্রজে ব্রজনারীদিগকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন তিনি এখন গৌরাঙ্গ হইয়া নদীয়াতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

॥ ৩১০-১৪ ॥ গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদগুলিতে শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব এবং লীলার কথা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মানবদেহ ধারণ করিয়া অবতার-রূপে লীলা করিয়াছেন। সেই গৌরাঙ্গের সাধনা করিলেই জীবের ত্রাণ হইবে। চৈতন্য সমাজে এক নূতন রীতির প্রবর্তন করিলেন, তিনি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে প্রাধান্য না দিয়া প্রেমের মহিমা প্রচার করিলেন, জাতিভেদ দূর করিলেন। এইভাবে তিনি যে নূতন ভাব আনিলেন, তাহাতে এক নূতন রীতির প্রবর্তন হইল। চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে মত্ত হইয়া জীবগণকে মত্ত করিয়া মুক্তির পথ দেখাইলেন।

॥ ৩১৫ ॥ জীবকে ত্রাণ করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য-অবতাররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তবে তাঁহার এই আবির্ভাব অদ্বৈত আচার্য গোস্বামীর ইচ্ছাতেও হইয়াছিল। 'অদ্বৈত-আচার্য ঈশ্বরের অংশ বর্য্য।' 'আচার্য-গোঁসাঞি চৈতন্যের মুখ্য-অঙ্গ॥' তিনি আবির্ভূত হইয়া যখন দেখিলেন যে জীবগণ কৃষ্ণভক্তি-বিহীন, নানা বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানে মগ্ন। তখন তিনি জীবগণের মুক্তির জন্য শ্রীকৃষ্ণকে চৈতন্য-অবতাররূপে পৃথিবীতে আনিলেন। তুলসী-মঞ্জরী এবং গঙ্গাজল দিয়া তিনি কৃষ্ণ-পাদপদ্ম ভাবিয়া হুঙ্কার করিয়া কৃষ্ণকে আহ্বান করিলেন। এইভাবে কৃষ্ণ জীবগণের ত্রাণ করিবার জন্য এবং সংকীর্তনের দ্বারা প্রেমধন বিলাইবার জন্য চৈতন্য-অবতাররূপে নদীয়াতে আবির্ভূত হইলেন। ভক্তের ইচ্ছায় তিনি কলির জীবদিগকে ত্রাণ করিলেন।

॥ ৩১৬-৩৪ ॥ গৌরাঙ্গ বিষয়ক এই পদগুলিতে চৈতন্যের সংসার-ত্যাগ, সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমভাব, জাতিধর্ম-নির্বিশেষে প্রেম বিতরণ বর্ণিত হইয়াছে। জীব একেবারে কৃষ্ণের প্রতি প্রেমাসক্ত হইতে পারে না। কৃষ্ণের আনন্দের সার হ্লাদিনী শক্তি রাধাই একমাত্র তাঁহাকে প্রেমানন্দ দান করিতে পারেন। জীব শ্রীকৃষ্ণের অবতার শ্রীচৈতন্যের প্রতি প্রেমাকর্ষণ অনুভব করিতে পারে। তিনি কলির জীবকে প্রেমধন বিলাইয়া ত্রাণ করিবার জন্যই আবির্ভূত হইয়াছেন। সুতরাং গৌরপ্রেমে জীবের মুক্তি হইতে পারে। গৌর-প্রেমের বিভিন্ন স্তর এবং অবস্থার কথা এখানে বর্ণিত হইয়াছে। এই গৌর-প্রেম বাসনা-বর্জিত অহৈতুকী।

॥ ৩৩৫ ॥ রাধা এবং কৃষ্ণের প্রেমের স্বরূপ এখানে বিবৃত হইয়াছে। রাধা

শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি আনন্দের সার। তিনটি বাঞ্ছা অভিলাষ ক'রে হরি জন্ম নিলেন শচীর উদরে—শ্রীরাধা যে প্রেম দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত মাধুর্য আস্বাদন করেন, তাঁহার সেই প্রেমের মহিমা কি প্রকার, সেই প্রেম দ্বারা শ্রীরাধা-কর্তৃক আস্বাদিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যই বা কি প্রকার এবং কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধার যে আনন্দ হয়, সেই আনন্দই বা কিরূপ—এই তিন বিষয় উপলব্ধি করিবার অভিলাষ করিয়া শ্রীরাধার ভাব-যুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ শচীদেবীর গর্ভরূপ ক্ষীর-সমুদ্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

॥ ৩৪১-৫১ ॥ শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা-প্রসঙ্গে বাৎসল্য-রসের বিভিন্ন চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। মাতা যশোদা গোপালকে সামান্য বালক ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু দৈবী লীলার দ্বারা গোপাল তাঁহার মহিমা প্রচার করিয়াছেন। ৩৪২এবং ৩৪৩ নং পদে কথোপকথনের মধ্য দিয়া শ্রীকৃষ্ণের মহিমা এবং সখাগণের সহিত তাঁহার মধুর সম্পর্ক বিবৃত হইয়াছে। ৩৪৯ নং পদে শিশুমনের চিরন্তন এক করুণ বেদনা চিত্রিত হইয়াছে। সামান্য ননীচুরির অপরাধে মাতা যশোদা কৃষ্ণকে বাঁধিয়া মারিয়াছেন, সামান্য অপরাধে শাস্তি শিশুমনে এক বিপরীত প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। মাতার হৃদয়হীনতা সন্তানের নিকট ব্যক্ত হইয়াছে। সন্তানের একমাত্র নির্ভরতম আশ্রয় মাতা। সমস্ত বেদনার সান্ত্বনা সে মাতার নিকট প্রত্যাশা করে, কিন্তু মাতা যদি স্নেহহীন হন তবে তাহার একমাত্র আশ্রয়স্থল তাহার নিকট হইতে সরিয়া যায়, তাহার শেষ সান্ত্বনা তাহাকে বঞ্চনা করিলে সে বেদনা সীমাহীন। মাতার স্নেহহীনতা হইতে কঠিনতর মর্মান্তিক কোন বেদনা শিশুর নিকট আর নাই। শিশুমনের চিরন্তন বেদনা সূক্ষ্ম তুলির স্পর্শে নিপুণ-ভাবে এখানে চিত্রিত হইয়াছে। যদিও কৃষ্ণের সখাগণ তাঁহার দৈবী সত্তা সম্পর্কে সচেতন, মাতা যশোদা কিন্তু এই বিষয়ে সচেতন নন। এখানে মাতা তাঁহার সন্তানকে সন্তান-হিসাবেই দেখিয়াছেন, দেবতা-হিসাবে নয়, তাহাতে মাতৃহৃদয়ের পরিপূর্ণ মানবীয় অনুভূতি প্রকাশিত হইয়াছে। ৩৫১ নং পদে শ্রীকৃষ্ণই যে শ্রীচৈতন্য-রূপ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের বেশ ত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্যের সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়াছিলেন তাহাই চিত্রিত হইয়াছে।

॥ ৩৫২ ॥ নরলীলায় ঈশ্বরের মহিমা না বুঝিয়া তাঁহার প্রতি সাধারণ ব্যবহার করা হয়। মানুষকে মুক্তি দিবার জন্যই তিনি অবতীর্ণ হন অথচ অজ্ঞতা-বশতঃ তাঁহার প্রতি দেবতার মত ব্যবহার করা হয় না, মানুষের এই ভুল

তাহার মুক্তির পক্ষে একান্ত অন্তরায়। বৈকুণ্ঠবাসী ঈশ্বর ব্রজে নরলীলা করিতে আসিয়া সাধারণ মানুষের মত ব্যবহার পাইয়াছেন। মানুষ তাহার মুক্তির জন্য ঈশ্বরের নরলীলা কামনা করে অথচ ঈশ্বরের নরলীলাকে ঈশ্বরের মর্যাদা দেয় না, মানুষের এই ভ্রান্তি বেদনা-করুণ।

॥ ৩৫৬ ॥ রাধাকৃষ্ণের লীলার বিচিত্র বিলাস মানুষের জ্ঞানের বাহিরে। তাঁহারা একই অঙ্গ অথচ পৃথক্-ভাবে লীলা করিতেছেন। ব্রজে এবং মথুরায় তাঁহার অবস্থিতি এক সঙ্গেই হইতে পারে। রাধা-কৃষ্ণের সত্তা যদিও পৃথক্ নয়, রাধা কৃষ্ণের সহিত বিচ্ছেদ-বেদনায় ব্যাকুল হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ ঐশ্বর্য-শালী, কিন্তু নদীয়াতে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর লীলা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির বিগ্রহই হইল রাধা, তবুও আগে রাধার নাম করিতে হয়। রাধাকৃষ্ণের এই লীলাবিলাস মানুষের পক্ষে দুজ্ঞের্য়।

॥ ৩৫৯-৬১, ৩৭৩ ॥ এই পদগুলিতে গোপীভাব এবং গোপীতত্ত্বের বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। বহু কান্তা ব্যতীত প্রেম-রস-বৈচিত্র্য আস্বাদন করা সম্ভব নয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি মূল নায়িকা রাধা ব্যতীত অসংখ্য গোপীরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। গোপীগণ রাধার কায়ব্যূহরূপা। তাঁহারা প্রেমের বিচিত্র স্তরের মধ্য দিয়া রসের উল্লাস বর্ধিত করেন। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সুখ ব্যতীত আর কিছুই কামনা করেন না। আত্মসুখের প্রতি তাঁহাদের লক্ষ্য একেবারেই নাই। কেবল শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্ত তাহারা আত্মনিবেদন করিয়াছেন। কৃষ্ণের সুখই তাঁহাদের চরম এবং পরম সার্থকতা। কৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের যে কান্তাভাবময়ী সেবা তাহা আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা-জনিত নহে, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছাজনিত ; কৃষ্ণ-সুখার্থে অহৈতুক কামগন্ধহীন প্রেমের লীলা। শ্রীকৃষ্ণ-কান্তাদিগের মাধুর্য-রসের সাধনকে কান্তারতি বলা হয়। এই কান্তারতি তিন প্রকারের—সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা। সাধারণী রতিতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার বাসনার মধ্যেও আত্মসুখ থাকে। সমঞ্জসা রতিতে পত্নীত্বের অভিমান থাকে বলিয়া তাহা একেবারে বিশুদ্ধ নহে, কিন্তু সমর্থা রতিতে কৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্যময়ী আত্মসুখবর্জিত এক অনির্বচনীয় প্রেমের প্রকাশ। গোপীপ্রেম এই সমর্থা রতি। ধ্যানের মধ্যে যাহা পাওয়া যায় না গোপীভাবের দ্বারা ভাবিত হইলে সেই অকৈতব প্রেমের স্বাদ পাওয়া যায়।

॥ ৩৭৪ ॥ বাউলগণ মানবজীবনকে অতুলনীয় মর্যাদা দিয়াছেন, মানব-দেহকে পরম মূল্য দিয়াছেন। দেহের মধ্যে যে পরম পুরুষ বা পরম জ্যোতির্ময় সত্তা

বিরাজ করিতেছেন, তাহা না বুঝিয়া বাহিরে দেবতাকে সন্ধান করা হয়। লীলা করিবার বাসনায় সেই নিরাকার সত্তা মানুষ-রূপে পৃথিবীতে আসিয়াছেন। আহাদ অর্থাৎ ঈশ্বর আহামদ অর্থাৎ ঈশ্বরের দূত হিসাবে মানব-রূপে লীলা করিয়াছেন।

॥ ৩৭৮ ॥ দায়মাল—স্থায়ী। সেদকা—দান করা। মানব-জীবন গ্রহণ করিয়া সে মর্যাদা মানুষ পাইয়াছে তাহা অবহেলায় সে নষ্ট করে। যে অমূল্য সম্পদ্ সে পাইয়াছে, তাহার যথার্থ ব্যবহার না করিয়া মানুষ আচার-অনুষ্ঠানের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়। পুথিগত শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা মানুষের বিচার-বুদ্ধি আচ্ছন্ন হইয়া যায়, যথার্থ সাধনা হয় না।

॥ ৩৮৪ ॥ কোন্ সাধনায়, কোন্ মূল্যে অচিন মানুষকে পাওয়া যায় তাহা অনুভূতির বিষয়। দেহ-মন দিয়াই সাধনা করিতে হয়, কিন্তু সেই দেহ-মন সাধকের নহে তাহা অচিন মানুষেরই লীলা। ব্যক্তি-সত্তাকে বিলয় না করিলে অচিন মানুষকে পাওয়া যায় না, কিন্তু এই বিলয়ের মধ্যে কোনও প্রকার অস্তিত্বের অহমিকা থাকিলে সাধনা বিফল হইবে। যথার্থ সাধনা না থাকিলে সিদ্ধি লাভ করা যায় না, সাধনার ভান করিলে হয় না।

॥ ৩৮৭ ॥ মানব-দেহ অমূল্য, তাহা অসীম মর্যাদার অধিকারী। এই মানুষকে যথাথভাবে চিনিতে পারিলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যায়, না চিনিয়া অবিশ্বাস করিলে সেই মানুষেরই চরম অপমান হয়। ঈশ্বরের যত প্রকার লীলা আছে তন্মধ্যে মানুষ-লীলা সর্বোত্তম, 'কৃষ্ণের যতেক লীলা, সর্বোত্তম নর-লীলা, নরবপু তাহার স্বরূপ।' মানব-দেহ ঈশ্বরেরই প্রতিবিম্ব। সর্বভূতে যিনি বিরাজ করেন তিনিই মানব-দেহে বিরাজ করিতেছেন। এই মানুষকে চিনিতে পারিলে, আত্মোপলব্ধি হইলে সাধনা সার্থক হইবে।

॥ ৩৯৪-৩৯৫ ॥ মানব-জীবনের মত অমূল্য সম্পদ্ লইয়া পৃথিবীতে আসিয়া কেবল অবহেলায় সেই সম্পদ্ হারাইলে আক্ষেপের সীমা থাকিবে না। মায়ায় মজিয়া এমন মানব-জীবনকে তিলে তিলে ক্ষয় করিলে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হইতে হইবে। সাধনা না করিয়া আপাতমধুর পথ অবলম্বন করিলে মানব-জীবনের সমাপ্তির পথে আক্ষেপ করিতে হয়, কিন্তু তখন আর সাধনার সময় থাকে না। এই প্রসঙ্গে বিদ্যাপতির প্রার্থনা-বিষয়ক পদগুলি স্মর্তব্য।

॥ ৪২৩ ॥ সাঁই অর্থ গুরু, কিন্তু ঈশ্বর-অর্থে সাঁই অনেক স্থলে ব্যবহার করা হইয়াছে। ঈশ্বরের আনন্দময় সত্তার বিচিত্র লীলা মানব-বুদ্ধির অগোচর।

তিনি নিজেই লীলা করেন আবার নিজেই লীলা উপভোগ করেন। বিশ্বের যাবতীয় প্রকাশমান অস্তিত্ব বা বস্তু তাঁহার প্রতিবিম্ব। লা-শরিক অর্থ যাঁহার কোন অংশ নাই। ঈশ্বরের কোন অংশ নাই, তিনি এক, অদ্বিতীয় এবং সর্ব-ব্যাপী। তিনি বিশ্বের মধ্যে রহিয়াছেন, বিশ্বের বাহিরেও তিনি আছেন। তাঁহার বিচিত্র লীলা আপাতবিরোধী ; তিনি নিজেই ভিন্ন রূপে লীলার আস্বাদক এবং আস্বাদ্য।

॥ ৪২৫ ॥ যোগ-সাধনায় নিশ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের বিশেষ ভূমিকা আছে। সময় বুঝিয়া সাধনা না করিলে সাধনা ব্যর্থ হইবে। মানব-জীবনে সাধনা করাই লক্ষ্য। ভবে আসার অগ্রে তখন বলেছিলে করবো সাধন—খোদা পৃথিবীতে সমস্ত আত্মাকে (রূহ্) পাঠাইবার পূর্বে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে কে তাহাদের উপাস্য। আত্মাগুলি উত্তর দিয়াছিলেন যে ঈশ্বরই একমাত্র উপাস্য। কিন্তু এখন সংসারের মায়ায় ভুলিয়া সেই পূর্বকথা মানবগণ বিস্মৃত হইয়াছেন। জগতে আপাতমধুর সুখের লোভে জীবনের সাধনা হইতে মানুষ পথভ্রষ্ট হয়।

॥ ৪৩৭ ॥ সাধারণ বিশ্বাস এই যে মানুষ মরিলে তাহার আত্মা পরমাত্মার মধ্যে লীন হইয়া যায়। এখানে জিজ্ঞাসা উঠিতে পারে যে যদি সকল জীবাত্মাই পরমাত্মার মধ্যে লীন হইয়া যায় তবে জীবাত্মাদিগের মানব-লীলায় পরস্পরের মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকা উচিত নয়। সাধু এবং অসাধু সকলের পরিণতি যদি এক প্রকারের হয়, তবে মানব-জীবনে এত সাধনার কোন মূল্য নাই। যে পাঁচটি মৌলিক উপাদান (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম) দিয়া জীবের সৃষ্টি সেই পাঁচটি উপাদান যদি পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়, জীবাত্মা যদি পরমাত্মায় মিশিয়া যায়, তবে মানুষের কর্মফল-স্বরূপ স্বর্গ বা নরক কে পাইবে। মানব-দেহের মধ্যে যে ঈশ্বর-অংশ আছেন অর্থাৎ অচিন মানুষ রূপে ঈশ্বরের যে প্রকাশ মানব-দেহে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার উপলব্ধি হইলেই সাধনায় সিদ্ধি-লাভ করা যায়। মানুষ মরিলে জীবাত্মা পরমাত্মায় মিশিয়া সার্থকতা লাভ করে না, আত্মোপলব্ধির দ্বারা দেহ-মধ্য-স্থিত অন্তরতম সত্তার স্বরূপ চিনিলে সাধনার সফলতা অর্জন করা যায়।

॥ ৪৫০ ॥ বাউলগণের যোগ-সাধনায় তিনদিনের সাধনা করিতে হয়। এই তিনদিনের সাধনার মধ্যে তৃতীয় দিনের সাধনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ সময় বুঝিয়া এই সাধনা করিতে হয়। নির্দিষ্ট সময়ে সাধনা না করিলে সিদ্ধি লাভ করা যাইবে না। খালে-বিলে জল না থাকিলে যেমন মাছ বাস করিতে

পারে না, তখন শুষ্ক খাল আন্দোলিত করিলে মাছ পাওয়া যায় না। বাঙ্গাল—সম্ভবত ভাঙ্গাল। ভাঙ্গাল দেওয়া অর্থাৎ মাছ ধরিবার জন্য জল আন্দোলিত করিয়া ঘোলা করিয়া দেওয়া। অসময়ে কৃষি করিলে পরিশ্রমের মূল্য পাওয়া যায় না, যদিও গাছ হয় ফল ধরে না, তেমন-ই নির্দিষ্ট সময় বুঝিয়া সাধনা না করিলে সিদ্ধি লাভ করা যায় না।

॥ ৪৬২ ॥ মানব-জীবন দুর্লভ। অমূল্য এই মানবজন্ম অবহেলায় ব্যয় করিলে জীবন ব্যর্থ হইয়া যাইবে। মানব-জীবন ক্ষণস্থায়ী, দেহ নশ্বর, জাগতিক মায়ায় যাহা নিজস্ব বলিয়া বোধ হয়, যথার্থ-ভাবে তাহা নিজস্ব নয়। দেহকে অবলম্বন করিয়া প্রাণ ক্ষণকালের জন্য অবস্থান করে, এই ক্ষণটুকুর মধ্যেই সাধনায় সিদ্ধি লাভ না করিতে পারিলে এমন অমূল্য, দুর্লভ মানব-জীবন ব্যর্থ হইয়া যাইবে। মানব-জীবনের মহান্ গৌরব এবং অসীম মর্যাদা জীবন-সাধনার মধ্য দিয়া বিকশিত হয়, সার্থকতা লাভ করে।

শব্দ-সূচী